ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা

মাওলানা আবদুল আলী

ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা
মওলানা আবদুল আলী

প্রকাশক
লেখকের নাত নাতনীগণ

প্রথম মুদ্রণ : জুন ১৯৫২

দ্বিতীয় মুদ্রণ : সেপ্টেম্বর ১৯৮০

তৃতীয় সংস্করণ : জুন - ২০০৯
আষাঢ় - ১৪১৬
রজব - ১৪৩০

প্রচ্ছদ
তাজুল ইসলাম

মুদ্রণ
আল ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস
৪২৩ বড় মগবাজার, ঢাকা- ১২১৭
ফোন : ৯৩৪৫৭৪১, ৯৩৫৮৪৩২

মূল্য : ৫০.০০ (পঞ্চাশ) টাকা মাত্র

Islamer Arthanaitik Bybastha : (Economic Order of Islam): written by Maulana Abdul Ali in Bengali and published by writer Grand Sons **Price : 50.00 Taka Only.**

www.amarboi.org

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

দেশের জনসাধারণের অনুকূল মনোবৃত্তি, আন্তরিক সমর্থন ও সহায়তা ব্যতীত শুধু আইনের জোরে কোন ব্যবস্থা দেশে টিকিতে পারে না। এইজন্য ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় জনসাধারণের নৈতিক উন্নতি বিধান ও অর্থনৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ জাগাইয়া তোলার বিশেষ ব্যবস্থা রহিয়াছে। ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় দেশবাসীর ব্যক্তিগত দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং রাষ্ট্রের দায়িত্ব ও কর্তব্য সমানভাবেই রহিয়াছে।

এই পুস্তকের প্রথম খণ্ডে মাঝে মাঝে রাষ্ট্রীয় কর্তব্য ও আইনগত বিধানের কিছুটা উল্লেখ থাকিলেও ব্যক্তিগত দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধেই বেশী আলোচনা করা হইয়াছে। সমষ্টির প্রতি প্রত্যেকের দায়িত্ব এবং জনকল্যাণের প্রতি আন্তরিক আগ্রহ জাগাইয়া তুলিয়া জনসাধারণের অনুকূল মনোবৃত্তি সৃষ্টি করার ব্যবস্থাও ইসলামী অর্থনীতির অপরিহার্য অংশ।

দ্বিতীয় খণ্ডে আইনগতভাবে ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা করা হইবে। বইখানা লিখিতে আল্লামা মানাজির আহ্সান গীলানীর 'ইসলামী মায়া'শিয়াত' ও মওলানা হিফ্জুর রহমান সাহেবের 'ইসলাম কা ইক্তিসাদী নেজাম' হইতেই বেশী সাহায্য পাইয়াছি। দলীল প্রমাণ প্রায় সবই এই দুইখানা গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

আবদুল আলী

www.amarboi.org

بسم الله الرحمن الرحيم

১৯৭৪ সালের ১৮ নভেম্বর আমার বড় ছেলের জন্ম। ঐ বছর ২৩ নভেম্বর আব্বা হজ্বে যান। হজ্বের আনুষ্ঠানিকতার মধ্যেই মক্কাতে তিনি ইন্তিকাল করেন। মক্কার জান্নাতুল আহলায় তার দাফন হয়।

আমার সন্তানেরা তাদের দাদাকে দেখেনি। কিন্তু বিভিন্নভাবে দাদা সম্পর্কে ধারণা পেয়েছে। এতে দাদার প্রতি তাদের আকর্ষণ খুবই তীব্র।

অনেকেই মরহুম আব্বার বই প্রকাশের জন্য আমাকে উৎসাহিত করেছেন। আমার সন্তানেরা নিয়মিত অনুরোধ করে থাকে। তাদের অনুরোধেই 'কিভাবে নামাজ পড়িতে হয়' বইটি নতুন করে প্রকাশ করি। এ পর্যায়ে 'ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা' বইটি পুনরায় প্রকাশ করার সাহস করলাম। অনেকেই বইটি বাস্তবধর্মী বলে মত প্রকাশ করেছেন।

আব্বা মরহুম মওলানা আব্দুল আলী একাধারে মুফাচ্ছের, মুহাদ্দিস ও ইসলামের গবেষক ছিলেন। বাস্তব জীবনে ইসলামের এমন একনিষ্ঠ অনুসারী ব্যক্তিত্ব বিরল। আমার জীবনে তাঁর প্রভাব খুবই গভীরে।

মরহুম আব্বার জন্য এবং আমাদের জন্য এ বই প্রকাশের মাধ্যমে সকলের দোয়া কামনা করছি। সেই সাথে বইটিতে বড় কোন ভুল-ত্রুটি দৃষ্টিগোচর হলে পাঠক-পাঠিকাগণ আমাকে জানাবেন বলে আশা করি।

আল্লাহ আমাদের প্রচেষ্টা কবুল করুন। আমিন॥

আলী আহসান মুহাম্মাদ মুজাহিদ

www.amarboi.org

জীবিকা

আসমান ও যমিনের সব কিছুকে আল্লাহ তায়ালা মানুষের তাবে করিয়া দিয়াছেন। যমিন তাহার সমস্ত শক্তি ও যোগ্যতা লইয়া উন্মুখ হইয়া আছে মানুষের জন্য খাদ্যশস্য, পরিধেয় ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস উৎপাদন ও সরবরাহের জন্য। চন্দ্র, সূর্য, আসমানের মেঘমালা ও বিদ্যুৎ মানুষেরই খেদমতের জন্য সমস্ত শক্তি ও সম্পদ বিতরণে ব্যস্ত। বিশ্বপালক আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টির এই সব সম্পদ "মানুষের রুজি রোজগারের জন্য।" শেখ সাদীর ভাষায় বলিতে হয়- আল্লাহর এই বিরাট ব্যাপক সৃষ্টির কারখানা-

بر و باد و مه و خورشید همه د رکارند

تأتونانی بکف أری وبغفلت نه خوری

"মেঘ, হাওয়া, চান্দ, সুরুজ এইজন্যই কাজে ব্যস্ত যেন
তুমি তোমার খাওয়া-পরার জিনিস করায়ত্ত করিতে পার আর
যাহাতে গাফেল নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া বসিয়া না খাও।"

যাহার এই সৃষ্টি তাহাকে মনে করিতে হইবে আর তাহার বিপুল নিয়ামত হইতে বুদ্ধি ও মেহনতের মারফতে রুটিরোজগার কামাই করিয়া খাইতে হইবে।

সারা দুনিয়ার সমস্ত জীবের জীবিকার জন্য যাহা প্রয়োজন, আল্লাহর সৃষ্টির কারখানায় তাহার এতটুকুও কমি নাই। قَدَّرَ فِيْهَا اَقْوَاتَهَا আন্দাজ মত আল্লাহ তায়ালা সব কিছুই দিয়া রাখিয়াছেন।

জীবিকার জন্য যাহা অপরিহার্য তাহা সকলের জন্যই সমান। যাহা অপরিহার্য প্রয়োজন তাহা লাভ করিবার জন্য যাহারা সাধ্যমত উপযুক্ত চেষ্টা ও পরিশ্রম করে তাহাদের হক্ সমানভাবেই রহিয়াছে আল্লাহর এই দুনিয়াতে। জীবিকার প্রয়োজন হইতে বঞ্চিত থাকা বা বঞ্চিত করা হারাম। জীবিকার জন্য সমস্ত উৎপাদন ও উপার্জনের গৌরবান্বিত নাম দেওয়া হইয়াছে 'ফযলুল্লাহ' বা আল্লাহর অনুগ্রহ এবং তাহা অর্জন করার জন্য আল্লাহ তায়ালা স্পষ্ট আদেশ দিয়াছেন–

www.amarboi.org

وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللهِ . (الجمعة : ١٠)

'আল্লাহর অনুগ্রহ তালাশ কর।' (সূরা জুমুয়া : ১০)

তোমার জীবিকার জন্য যাহা প্রয়োজন তাহা খুঁজিয়া লও, অর্জন করিয়া লও। তোমার বাঁচিয়া থাকার জন্য যাহা দরকার তাহা হইতে তুমি বঞ্চিত থাকিতে পার না। তুমি পুরুষ হও অথবা নারী, বাঁচিয়া থাকার অধিকার তোমার সমান- তোমার অর্জনের অংশ তোমার প্রাপ্য।

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا ط وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ. (النساء : ٣٢)

"পুরুষ যাহা অর্জন করিল তাহার অংশ তাহারই প্রাপ্য এবং নারী যাহা অর্জন করিল তাহার অংশ তাহারই প্রাপ্য।" (সূরা নিসা : ৩২)

শ্রমের ও শ্রমের মূল্য পাওয়ার অধিকার নারী-পুরুষ-নির্বিশেষে সকলেরই সমান। অর্থনৈতিক সমস্ত উপায় উপকরণ হইতে ফায়দা গ্রহণ করা শ্রেণী বিশেষের জন্য নির্দিষ্ট নহে বরং সকলের জন্যই এই ময়দান খোলা থাকিবে।

শ্রম ও চেষ্টা ব্যতীত কাহারও কিছু পাওয়ার অধিকারই জন্মে না। আর শ্রম ও চেষ্টা কাহারও ব্যর্থ যাইতে পারে না।

لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلاَّ مَا سَعَىٰ ط وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ (النجم)

"মানুষের ততটুকুই প্রাপ্য, যতটুকু সে চেষ্টা ও মেহনত করে। আর তাহার চেষ্টা ও মেহনতের ফল শীঘ্রই দেখা দিবে।" (সূরা নাজম : ৪০)

আল্লাহর এই কানুন শুধু আখেরাতের ব্যাপারেই নহে দুনিয়ার কারবারেও আল্লাহ্ তায়ালার এই নিয়ম।

মানুষ আল্লাহ্ তায়ালার খলীফা বা প্রতিনিধি। এই খিলাফতের দায়িত্ব মানুষের উপর আসার সঙ্গে সঙ্গেই আসমান ও যমিনে আল্লাহর দেয়া নিয়ামত হইতে চেষ্টা ও মেহনত করিয়া জীবিকা অর্জন করিয়া লওয়ার দায়িত্বও যেমন মানুষের উপর আসিয়া পড়িয়াছে তেমনি যাহাতে কেহ চেষ্টা ও শ্রম করিয়াও তাহার প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত না হয়, পক্ষান্তরে চেষ্টা ও মেহনত না করিয়া অন্যের শ্রমের অংশ বসিয়া বসিয়া কেহ না খাইতে পারে তাহার ব্যবস্থা দুনিয়ার বুকে প্রতিষ্ঠিত করার ও উহা চালু রাখার দায়িত্বও মানুষের উপর আসিয়া পড়িয়াছে।

www.amarboi.org

আসমানে ও যমিনে মানুষের জন্য পর্যাপ্ত উৎপাদনের উপাদান পড়িয়া রহিল, অথচ চেষ্টা ও পরিশ্রমের অভাবে মানুষ উহা হইতে বঞ্চিত রহিল। আর অপর্যাপ্ত উৎপাদন লইয়া পরস্পর কাম্‌ড়াকাম্‌ড়ি করিয়া দুনিয়ার বুকে ফাসাদ সৃষ্টি করিল অথবা বন্টন ব্যবস্থার ত্রুটিতে বা কোন ব্যক্তি বা দলের ইচ্ছাকৃত অন্যায় ব্যবস্থার ফলে পর্যাপ্ত উৎপাদন হইতেও সকলে তাহাদের প্রাপ্য অংশ পাইল না। খলিফার মর্যাদাপ্রাপ্ত মানুষের পক্ষে ইহা অপেক্ষা অপমানের কথা আর কিছুই হইতে পারে না।

রাহ্‌মাতুল্লিল আলামীন হযরত মুহম্মদ মোস্তফা (সা:) উম্মতের দৈন্য দেখিলে অস্থির হইয়া পড়িতেন। একবার কয়েকজন দরিদ্র লোক কম্বল গায়ে খালি পায়ে তাঁহার খেদমতে হাযির হইলেন। সাহাবী হযরত জাবের ইবনে আবদিল্লাহ ঘটনার বর্ণনা দিতেছেন যে, এই গরীবদের উপর যখন রসূলুল্লাহ (সা:)-এর দৃষ্টি পড়িল তখন-

فَتَمَعَّرَ وَجْهُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (مسلم)

"রসূলুল্লাহর চেহারা উদাস বিষণ্ন হইয়া পড়িল।" (মুসলিম)

হযরত জাবের (রা:) বলেন যে, তৎক্ষণাৎ তিনি অন্দরে তশরিফ নিলেন। খুব সম্ভব কিছুই পাইলেন না। তারপর বাহিরে আসিলেন এবং হযরত বেলাল (রা:)-কে ডাকিয়া বলিলেন যে, মুসলমানদের একত্র কর। সকলে সমবেত হইলে উহাদের সাহায্যের জন্য তিনি সকলকে উৎসাহ দিলেন। তখন যথেষ্ট অর্থ সংগৃহীত হইলে উহাদের হাওয়ালা করিয়া দেওয়া হইল। হযরত জাবের (রা:) বলেন যে, সেই উদাস বিষণ্ন চেহারা তখন

(فَرَأَيْتُ وَجْهَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَهَلَّلُ كَاَنَّهُ مُذَهَّبَةٌ)

"আমি দেখিলাম- সোনালী চাঁদের মত উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।"

বিশ্ব-দরদী (সা:) মানুষের দৈন্য ও দারিদ্র্য দূর করিয়া তাহাদের আর্থিক উন্নতি সাধন করার জন্য আল্লাহর দরবারে হাত উঠাইয়া অশ্রু ভারাক্রান্ত চোখে দোয়া করিতেন-

www.amarboi.org

اَللّٰهُمَّ اِنَّهُمْ حُفَاةٌ فَاحْمِلْهُمْ اَللّٰهُمَّ اِنَّهُمْ عُرَاةٌ فَاكْسِهِمْ

اَللّٰهُمَّ اِنَّهُمْ جِيَاعٌ فَاشْبِعْهُمْ . (اسلامی معاشیات)

"আয় আল্লাহ্ ইহাদের যানবাহন নাই, ইহাদের যানবাহন দাও, আয় আল্লাহ্ ইহাদের কাপড় নাই, ইহাদের কাপড় দাও, আয় আল্লাহ ইহারা ক্ষুধার্ত, ইহাদের পেট ভরিয়া খাইতে দাও।"

বিশেষ প্রয়োজনে সাময়িকভাবে দান-খয়রাতের সাহায্যে অভাব মোচন করিলেও আত্মনির্ভর হইয়া বুদ্ধি ও মেহনত করিয়া জীবিকা অর্জনের জন্য উৎসাহ ও নির্দেশ দেওয়াই হযরত (সা:)-এর নীতি ছিল। উম্মতের দারিদ্র্য মোচন এবং আর্থিক উন্নতির জন্য তিনি দোয়া করিতেন বটে কিন্তু তিনি জানিতেন যে, চেষ্টা ও মেহনত না করিয়া শুধু মোনাজাত করিলেই আল্লাহ কাহারও সাহায্য করেন না। নিজের কাজ করিতে হইবে, তবেই মোনাজাতের ফল ফলিবে। নিজের সকল কষ্ট ও অসুবিধা আল্লাহর দেওয়া নিজের শক্তি ও সামর্থ্যকে ব্যবহার করিয়া দূর করিতে হইবে।

একবার এক আনসার হযরত (সা:)-এর নিকট আসিয়া কিছু সাহায্য ভিক্ষা করিলেন, কিন্তু হুজুর (সা:)নিজ হইতেও তাঁহাকে কিছু দেওয়ার চেষ্টা করিলেন না এবং অন্য কাহার নিকটও তাঁহার জন্য সাহায্য চাহিলেন না এবং সেই অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিকেই বলিলেন যে, তোমার কাছে কোন কিছু আছে? উত্তরে তিনি বলিলেন, আমার নিকট শুধু একটা টাট্ আছে (পরিধেয় বস্ত্র) উহার এক অংশ গায়ে দেই ও অন্য অংশ বিছাই। আর ইহা ছাড়া একটা পিয়ালাও আছে যাহাতে পানি খাই। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, লোকটি কত গরীব! কিন্তু তবুও হযরত (সা:) তাহাকে অর্থ সাহায্য না করিয়া হুকুম দিলেন, যাও সেই পেয়ালা ও টাট্ লইয়া আইস। দুনিয়ার মানুষকে যিনি আল্লাহ তায়ালার শেষ কিতাব দিতে আসিয়াছিলেন তাঁহারই মোবারক হাতে লোকে দেখিল সেই অভাবগ্রস্ত গরীবের টাট্ ও পিয়ালা। হযরত (সা:) নিজেই নিলাম ডাকিতেছেন।

مَنْ يَشْتَرِىْ هٰذَيْنِ ؟

"কে এই দুইটি জিনিস কিনিবে?"

এক ব্যক্তি বলিলেন- اَنَا اٰخُذُهُمَا بِدِرْهَمٍ

www.amarboi.org

"আমি এক দিরহামে উহা নিতে পারি ।"

হযরত (সা:) বলিলেন- مَنْ يَزِيْدُ عَلَى دِرْهَمٍ ؟

"এক দিরহামের বেশি কে দিবে?"

রাহমাতুল্লিল আলামীন (সা:) গরীবের জিনিসের দাম আরও বাড়াইতে চান, নিলামের ডাক দুই দিরহামে শেষ হইল। হযরত (সা:) এই দুই দিরহামে উহা বিক্রি করিয়া সেই গরীব আনসারের হাওয়ালা করিয়া বলিলেন,

اِشْتَرِى بِهَذَا طَعَامًا فَانْبِذْهُ اِلَى اَهْلِكَ وَاشْتَرِى بِالاٰخَرِ قَدُوْمًا فَائْتِنِىْ بِه

"এইটা দিয়া খাদ্য কিনিয়া তোমার বাড়ীর লোকদেরকে দাও, অন্যটি দিয়া একটি কুড়াল কিনিয়া আমার নিকট লইয়া আইস ।"

গরীব আনসার তাহাই করিলেন এবং কুড়াল কিনিয়া হযরতের নিকট পেশ করিলেন। সকলেই দেখিতেছিলেন, যিনি বিচ্ছিন্ন মানবতাকে আল্লাহর সহিত মিলাইবার জন্য আসিয়াছিলেন তিনিই سدعو بيده

"নিজ হাতে সেই কুড়ালে কাঠ লাগাইয়া দিলেন।"

তারপর সেই কুড়াল আনসারের হাতে দিয়া তাকিদ্ করিয়া বলিয়া দিলেন,

اذهب فاحتطب وبع ولا ارينك خمسة عشر يوما

"যাও লাকড়ি কাটিয়া আন এবং বিক্রি কর আর আমি যেন তোমাকে পনের দিন পর্যন্ত না দেখি অর্থাৎ পনর দিনের মধ্যে আর আমার সহিত দেখা করিও না ।"

কি মমতা, কি সহানুভূতি! আর উপার্জন শক্তিকে বাড়াইয়া তুলিয়া তাহার মূল্য ও মর্যাদাকে প্রতিষ্ঠিত করার কি আন্তরিক আগ্রহ! আনসার (রা:) চলিয়া গেলেন। পনর দিন পর যখন খেদমতে হাযির হইলেন তখন আনন্দচিত্তে বলিতেছিলেন, "হুজুর, এই পনর দিনে দশ দিরহাম আমদানী হইয়াছে। ইহা হইতে কয়েক দিরহামের কাপড় কেনা হইয়াছে আর কয়েক দিরহামের খাদ্য।" দরিদ্রের দারিদ্র্য মোচন যাহার মোবারক চেহারাকে উজ্জ্বল করিয়া দিত আনসারের এই রিপোর্ট শুনিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন-

هذا خير لك من ان تجيء والمسئلة نكتة فى وجهك يوم القيامة

(مجمع الفوائد بحوالة ابو داؤد وترمذى) (اسلامى معاشيات)

www.amarboi.org

"কিয়ামতের দিন তোমার চেহারায় ভিক্ষার কলঙ্ক থাকিবে, উহার চেয়ে এই শ্রমের উপার্জন তোমার জন্য অনেক ভাল ।"

জীবিকা অর্জনের সুপ্ত শক্তিকে জাগাইয়া তোলার এই যে আদর্শ, ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, নিজের শক্তি ও সামর্থ্যকে বেকার নষ্ট করিয়া অন্যের উপার্জনে ভাগ বসাইতে যাওয়া ইসলামের নিকট আদৌ বাঞ্ছনীয় নয় । জীবিকা অর্জনে ব্যস্ত থাকার প্রতি ইসলাম কত জোর দিয়েছে তাহা হযরত (সা:)-এর একটি হাদীসের প্রতি লক্ষ্য করিলেই অনুমান করা যায়,

قال النبى صلى عليه وسلم ان قامت الساعة وفى احدكم فسيلة فان استطاع ان لايقوم حتى يغرسها فيغرسها (اسلامى معاشيات)

নবী করীম (সা:) বলিয়াছেন, "যদি কিয়ামত কায়েম হয় এবং তোমাদের কাহারও হাতে রোপণের জন্য কোন চারা থাকে তবে যদি সে রোপণ করার অবসর পায় তো উহা রোপণ করিবে অর্থাৎ কিয়ামত আসিলেও শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত চারা রোপণ শেষ করিতে হইবে ।"

জীবিকা অর্জনের কাজে ব্যস্ত থাকা রসূলুল্লাহ (সা:)-এর দৃষ্টিতে কত প্রয়োজনীয় মহৎ কাজ তাহা হাদীসের আর একটি ঘটনায় অতি স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে । এক সাহাবী হযরত (সা:)-এর নিকট আসিয়া বলিলেন যে, আমার পেশা এবং রোজগারের উপায় শিকার । জঙ্গলে ও মাঠেই আমার বেশি থাকিতে হয়, সেইজন্য সাধারণত জামাতে নামায পড়া আমার ভাগ্যে হয় না । আমার সম্বন্ধে হুজুরের কি নির্দেশ? লক্ষ্য করার বিষয় যে, যে পয়গম্বর (সা:) জামাতে বিলম্বে আসার শাস্তিস্বরূপ ঘর জ্বালাইয়া দেওয়ার ধমক পর্যন্ত দিয়াছিলেন এবং অন্ধত্বের ওজরেও একজন সাহাবীকে জামাতে হাযির হইতে রেহাই দেন নাই তিনিই জীবিকা অর্জনের ওজর শুনামাত্রই সেই সাহাবীকে বলিতেছেন-

نعم العمل قد كانت قبلى رسل كلهم يصطاد ويطلب الصيد ويكفيك من الصلوة فى جماعة اذا غبت عنها فى طلب الرزق حبك للجماعة واهلها وحبك ذكر الله واهله وسعى على اهلك

www.amarboi.org

وعيالك حلالا فان ذلك جهاد فى سبيل الله (اسلامی معاشیات)

"কি সুন্দর কাজ! আমার পূর্বেও বহু রসূল ছিলেন, তাঁহারা শিকার করিতেন এবং শিকার অন্বেষণ করিতেন। যখন তুমি জীবিকার অন্বেষণে জামাতে উপস্থিত থাকিতে পারিবে না তখন জামাত ও জামাতীদের প্রতি তোমার ভালবাসা, আল্লাহ তায়ালার যিক্‌র ও যিক্‌রকারীদের প্রতি তোমার ভালবাসা, এবং তোমার পরিবার ও সন্তানের জন্য হালাল উপায়ে জীবিকা অর্জনের চেষ্টা করা তোমার জামাতে উপস্থিতির কাজ করিবে, কারণ উহা (হালালভাবে জীবিকা অর্জনের চেষ্টা) আল্লাহর পথে জেহাদ।"

সমস্ত জীবের প্রয়োজনীয় সব কিছুর আয়োজন আল্লাহ্ তায়ালা করিয়া রাখিয়াছেন এবং এই আয়োজনের দায়িত্ব তিনি নিজেই গ্রহণ করিয়াছেন-

وَاَتَاكُمْ مِّنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوْهُ .

"যাহা কিছু তোমরা চাহিয়াছ অর্থাৎ তোমাদের যাহা প্রয়োজন তাহা পরিপূর্ণভাবে আল্লাহ তোমাদের দিয়াছেন।"

مَا مِنْ دَابَّةٍ الاَّ عَلَى اللهِ رِزْقُهَا.

অর্থাৎ "এমন কোন জীব নাই যাহার জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহ্ গ্রহণ করেন নাই।"

কিন্তু আল্লাহ তায়ালার দেওয়া এ অফুরন্ত ভাণ্ডার হইতে জীবিকা অর্জন এবং জীবনধারণের সমস্ত উপকরণ লাভ করার জন্য তাঁহারই দেওয়া কতকগুলি আইন-কানুন রহিয়াছে। এইসব বিধি নিয়মের অধীনে বুদ্ধি ও শ্রমের মারফতে জীবিকা অর্জন করা প্রত্যেক মানুষের শুধু ব্যক্তিগত কর্তব্যই নয় বরং সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কর্তব্যও বটে। ইসলামের বিধানে " محروم المعيشة " হওয়া অর্থাৎ জীবিকার অপরিহার্য উপকরণ হইতে বঞ্চিত থাকা হারাম। বঞ্চিত ব্যক্তি একাই অপরাধী নয়- গোটা সমাজ এবং রাষ্ট্রও অপরাধী। কোন সমাজ বা রাষ্ট্রের অধীন কোন ব্যক্তি যদি তাহার জীবিকা হইতে বঞ্চিত হয় তবে সেই ব্যক্তি নিজে অক্ষম হইলে তাহার গোনাহ ক্ষমার যোগ্য হইতে পারে, কিন্তু সমাজ বা রাষ্ট্রকে ক্ষমা করা হইবে না।

www.amarboi.org

ন্যায়পথে হালাল উপায়ে রুজি-রোজগার করা জেহাদেরই মত বড় ইবাদত- অতি ছওয়াবের কাজ এবং ইহাতে অবহেলা বা আলস্য করা অতি বড় গোনাহ্। সুতরাং রুজি উপার্জনের চেষ্টা ও উহাতে ব্যস্ত থাকাকে নিন্দিত দুনিয়াদারি আখ্যা দিয়া কাহাকেও নিরুৎসাহিত করিতে যাওয়া ইসলামের দৃষ্টিতে খুবই গর্হিত এবং অপরাধের কাজ। আল্লাহ্ তায়ালার নির্দেশিত পথে দুনিয়াকে আবাদ করিতে পারিলেই তাহার আখেরাতও আবাদ হইবে। ইসলামের দুনিয়াদারি ও দীনদারি অভিন্ন। যে যে বৈধ উপায়ে মানুষ জীবিকা অর্জন করে তাহার প্রত্যেকটিতেই শুধু তাহারই জীবিকা লাভ হয় না বরং দুনিয়ার অন্য লোকেরও উহাতে উপকার হয় এবং অন্যেরও জীবিকার সহায়তা হয়। আত্মসর্বস্ব জীবিকা, জীবিকা অর্জনের যে উপায়ের মধ্যে পরস্পর সহযোগিতা নাই তাহা গর্হিত। বিশ্ব-পালক পরম দয়ালু আল্লাহ্ তায়ালার প্রেম ও ভালবাসার উপর ভিত্তি করিয়া এবং বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধকে জাগ্রত করিয়া ইসলামী নৈতিকতায় যে মানুষ তাহার জীবন গড়িয়া তোলে সে তাহার জীবিকা অর্জনে আল্লাহর পেয়ারা বিশ্বের উপকার ও কল্যাণের প্রতিই বেশী করিয়া নজর দেয়। আত্মসর্বস্ব না হইয়া নিজেকে অন্যদের সাথে মিলাইয়া দিয়া নিজের সত্তাকে বিশাল অসীমতার দিকে আগাইয়া দিতে বেশী ব্যগ্র হয়। এইরূপ আল্লাহ্ তায়ালার রবুবিয়ত ও রহমানিয়ত গুণের দিকে তাহার আত্মিক জীবনকে আগাইয়া নিতে সমর্থ হয়। ইহার প্রেরণা সে পায় তাহার দৈনন্দিন জীবনের পাঞ্জেগানা নামাযে। জীবিকা অর্জনের দৌড় ঝাপের ভিতর দিয়াই তৈরী হয় তাহার রহমানিয়ত, জীবন রাঙিয়া উঠে রাব্বুল আলামীন আল্লাহর রঙে।

জড় দেহের বলিষ্ঠতা ও আধ্যাত্মিক উন্নতির অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ রক্ষা করিবার জন্য আল্লাহতে আত্ম-সমর্পিত মানুষ আল্লাহর নির্দেশ মানিয়া চলিতে বাধ্য। পেটের চিন্তায় যদি আত্মা কলঙ্কিত হয় অথবা আত্মিক উন্নতি সাধনের নাম করিয়া যদি জড়-জীবনকে পঙ্গু করিয়া তোলা হয় তবে পূর্ণ মানবতা হইতে বঞ্চিত থাকিতেই হইবে। ব্যক্তিগত স্বার্থের পিছনে পড়িয়া সমষ্টির স্বার্থে আঘাত করিলে অথবা সমষ্টির স্বার্থের খাতিরে ব্যক্তিগত সত্তা ও স্বাধীনতাবোধকে নষ্ট করিলে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সামঞ্জস্য ও সমতা কিছুতেই রক্ষিত হইবে না এবং তাহার ভীষণ পরিণাম ব্যক্তি ও সমাজ উভয়কেই ভোগ করিতে হইবে। মানুষ যাহাতে জীবনের সকল দিক দিয়া সমতা ও সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া দৈহিক ও আত্মিক ক্রমোন্নতির দিকে অগ্রসর হইতে পারে এবং দুনিয়া ও আখেরাতে সুখ সমৃদ্ধি ও তৃপ্তি লাভ করিতে পারে সেইজন্য আল্লাহ্ তায়ালা রসূল ও ওহীর মারফত

www.amarboi.org

মানুষের জীবন-বিধি নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয় নীতি ও নির্দেশ দান করিয়াছেন। হালাল এবং হারামের পার্থক্য স্পষ্ট করিয়া মানুষের সামনে তুলিয়া ধরিয়াছেন। যাহা ব্যবহার করিলে দৈহিক ও আত্মিক অধঃপতন হইতে পারে এবং যে উপায়ে উপার্জন করিলে অসামঞ্জস্য, ফাসাদ ও অশান্তি বা সামাজিক বিশৃঙ্খলা ও অধঃপতন আসিতে পারে তাহা হারাম করিয়া দিয়াছেন।

কোন ব্যক্তি বা সমাজ যদি তাহার যোগ্যতা ও শক্তির ব্যবহার না করে বা অপব্যবহার করে এবং উহার ক্রমোন্নতির চেষ্টা না করে তবে শুধু সে নিজেই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে না বরং তাহাতে দুনিয়ার ক্ষতি হইবে। প্রত্যেকটি মানুষ বিশ্ব মানবের প্রতি দায়িত্বশীল। এই দায়িত্ববোধ বলিষ্ঠ ও স্নিগ্ধ হইয়া উঠে যদি মানুষ পরস্পরের প্রতি মমতাশীল হয়। দৈনিক পাঞ্জেগানা নামাযের মারফতে বিশ্বপালক দয়ালু আল্লাহর সহিত নিবিড় সম্পর্কের অনুভূতি অন্তরে জাগাইয়া বিশ্বের প্রতি আন্তরিক মমতা ও দরদ লইয়া কর্মজীবনে ঝাঁপাইয়া পড়াই ইসলামের নির্দেশ। দুনিয়া কর্মক্ষেত্র। এখানে জড়তা ও আলস্য মৃত্যুর নামান্তর। কর্মব্যস্ত জীবনের ফাঁকে ফাঁকে সমস্ত শক্তির কেন্দ্র বিশ্বপালকের দরবারে হাযির হইয়া দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধকে জাগাইয়া তোল, তাঁহারই নিকট হইতে শক্তি ও সামর্থ্য চাহিয়া লও, প্রেম ও ভালবাসার মাধুর্যে স্নাত হইয়া আবার কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া পড়। সাপ্তাহিক 'এজ্‌তেমায়ী ইবাদত' জুমার নামাযের পর যখন একই সঙ্গে আল্লাহ তায়ালার দরবারে সমবেতভাবে আত্মনিবেদন ও সামাজিক সম্মিলনীর সুযোগে এক অতুলনীয় মহান আবেশে দেহ মন ভরিয়া উঠে তখন আল্লাহর তরফ হইতে আদেশ হয়:

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ

"সালাত শেষে পৃথিবীর বুকে ছড়াইয়া পড় এবং আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহরূপ জীবিকা অর্জন কর।" (সূরা জুমুয়া : ১০)

অন্যায় পথে জীবিকা অর্জন প্রেম ও ভালবাসার পরিপন্থী। ইহা আল্লাহর লানত! ব্যক্তিগত স্বার্থের সংকীর্ণ সীমারেখার মধ্যে থাকিয়া অন্যায় ও গর্হিত উপায় অবলম্বন করিয়া নয়, এবং অন্য কাহারও দুয়ার হইতেও নয় সমাজ, রাষ্ট্র ও দুনিয়ার সকল মানুষের প্রতি দায়িত্বশীল মনোভাব লইয়া আল্লাহর দুনিয়া হইতে তালাশ করিয়া লইতে হইবে রুজী-

www.amarboi.org

" فَابْتَغُوْا عِنْدَ اللهِ الرِّزْقَ " (العنكبوت : ١٧)

"তোমরা আল্লাহর নিকট রিযিক তালাশ কর।" (সূরা আনকাবুত : ১৭)

বিশ্বপ্রভু দুনিয়ার মালিক আল্লাহ্ তায়ালা ব্যতীত আমাদের রুজির মালিক আর কেহই নয়। তাঁহারই দেখানো পথে খুঁজিয়া খুঁজিয়া যে রুজি আসিবে তাহারই হাত হইতে আমার ন্যায়নিষ্ঠাপূর্ণ শ্রমের মারফতে, সেই রুজিই হইবে আমার গৌরবের। ইহা আমার আল্লাহর অনুগ্রহ। ইহাই বহন করিয়া আনিবে আমার জীবনের সার্থকতা।

অনেক রাত্রি জাগিয়া তাহাজ্জুদ, যিক্‌র ও তিলাওয়াতে মশগুল থাকিলে দিনের বেলায় কর্তব্য জীবিকা অর্জনের কাজে যদি আলস্য বা শিথিলতা আসে- আল্লাহর ফযল রুজি-রোজগারের যদি ত্রুটি হয়, তবে অধিক রাত্রি জাগিয়া এরূপ ইবাদত ও বন্দেগী করা আল্লাহ তায়ালার অভিপ্রেত নহে। নির্জনে রাত্রের নীরবতার মাঝে একাগ্রতার সহিত আল্লাহ্ তায়ালার ধ্যান এবং নিবিষ্টচিত্তে কালামে পাকের তিলাওয়াত ততখানিই আল্লাহ্ তায়ালার পসন্দনীয় যাহাতে দিনের বেলার জীবিকা অর্জন ও জেহাদের কোনরূপ ত্রুটি না হয়।

عَلِمَ أَنْ سَيَكُـــونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ لا وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِى الأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَـــضْلِ اللّٰهِ لا وَآخَـــرُونَ يُقَاتِلُونَ فِىْ سَبِيلِ اللّٰهِ صلے فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّـــرَ مِنْـــهُ. (المزمل : ٢٠)

"আল্লাহ জানেন যে, তোমাদের মধ্যে অনেকে পীড়িত থাকিবে এবং অন্য অনেকে পৃথিবীতে জীবিকা অন্বেষণে ব্যস্ত থাকিবে এবং অনেকে আল্লাহর পথে যুদ্ধ করিবে- সুতরাং (শেষরাত্রে) যতটুকু পার কুরআন পড়িও।" (সূরা মুযযাম্মিল : ২০)

হযরত (সা:) বলিয়াছেন-

قال رسول الله صلى عليه وسلم طلب كسب الحلال فريضة بعد الفريضة . (كنـــز العمال)

"হালাল রুজির চেষ্টা করা- সালাত, সিয়াম, জিহাদ ইত্যাদি ফরজের পর অতি বড় ফরজ।"

www.amarboi.org

হযরত (সাঃ) আরও বলিয়াছেন-

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صليتم الفجر فلا تنوموا عن طلب ارزاقكم . (كنز العمال)

"তুমি ফজরের নামাযের পর রুজি-রোজগারের তালাশ না করিয়া ঘুমাইয়া পড়িও না।"

এই হাদীসে হযরত (সাঃ) ফজরের পর না ঘুমাইয়া রুজি তালাশ করিতে স্পষ্ট নির্দেশ দিতেছেন।

যাহারা অনেক রাত্রি তাহাজ্জুদ পড়িয়া ফজরের পর ঘুমান, জীবিকা অর্জনের কাজে লাগেন না অথবা বেহুদা গল্পে বা বেহুদা কাজে রত হন অথবা যাহারা আল্লাহর আদেশ সালাত, সিয়াম ইত্যাদিকে অবহেলা করিয়া শুধু জীবিকা অর্জনের কাজে ব্যস্ত থাকে, তাহাদের এই সব আয়াতে কুরআনী ও আহাদীসে রসূল (সাঃ) দেখিয়া জীবনের রুটিন তৈরি করার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

জীবিকা উপার্জনের জন্য চেষ্টা ও পরিশ্রম করা আমাদের আখেরাতের জন্যও এত উপকারী যে ইহা দ্বারা এরূপ অনেক গোনাহ মাফ হয় যাহা অন্য কিছুতেই মাফ হয় না-

قال رسول الله صلى عليه وسلم من الذنوب ذنوب لا يكفرها الا الهم فى طلب المعيشة . (طبرانى)

"মানুষের জীবনের বিভিন্ন প্রকারের গোনাহের মধ্যে এমন অনেক গোনাহ আছে যাহার কাফ্ফারা জীবিকা অর্জনের পথে দুঃখকষ্ট বরণ করা ব্যতীত আর কিছুতেই হয় না।" (তাবরানী)

হযরত উমর (রাঃ) বলিয়াছেন—

لا يقعد احدكم عن طلب الرزق . (احياء العلوم)

অর্থাৎ "তোমাদের মধ্যে কেহ যেন জীবিকা অর্জনের চেষ্টায় নিরুৎসাহ হইয়া বসিয়া না থাকে।"

সৈয়দ মোরতজা জোবায়দী "ইহয়াউল উলুম" গ্রন্থের ব্যাখ্যায় হযরত উমরের এই বাণীর অর্থ করেন—

www.amarboi.org

ای لابد للعبد من حركة ومباشرة بسبب من اسباب يتحصل به طريق الوصول الى الرزق ائمان السان (اسلامى معاشيات)

"হালাল জীবিকা লাভের জন্য কোন না কোন উপায় অবলম্বন ও অঙ্গ সঞ্চালন বান্দার জন্য অপরিহার্য কর্তব্য।"

কুরআন পাকের এই সমস্ত আয়াত এবং আহাদীসে রসূলকে সামনে রাখিয়া যাঁহারা জীবিকা অর্জনের জন্য প্রচেষ্টা করিবেন তাঁহারা নিশ্চয়ই ইচ্ছামত -যে কোন উপায়ে রুজি হাসিল করিতে পারেন না। এই প্রচেষ্টায় তাঁহাদিগকে এমন কতকগুলি বিধান ও নীতি মানিয়া চলিতে হইবে যাহাতে সমাজের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় কোনরূপ ত্রুটি বা ফসাদ আসিয়া না পড়ে এবং উপার্জনকারীর জীবনকে পরোপকারিতার সহিত তাঁহার নিজের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি বিধানে সহায়তা করে। এই জন্যই নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে :

ব্যক্তিগত জীবিকাতেও দুইটি নীতি সব সময়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। প্রথমত, যাহা অর্জিত হইবে উহা হালাল হওয়া চাই। দ্বিতীয়ত, যে উপায়ে অর্জন করা হইবে উহা তৈয়েব বা কলুষহীন পাক পবিত্র হওয়া চাই।

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى الأَرْضِ حَلاَلاً طَيِّبًا وَلاَ تَتَّبِعُوْا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ج إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ . (البقرة : ١٦٨)

"হে মানুষ, যমিনে যাহা আছে, হালাল পবিত্র আছে তাহা হইতে খাও এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করিও না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন।" (সূরা বাকারা : ১৬৮)

فَكُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ حَلاَلاً طَيِّباً . (المائدة : ٨٨)

"আল্লাহ তায়ালা তোমাদিগকে যে হালাল তৈয়েব রুজি দিয়াছেন তাহা হইতে খাও।" (সূরা মায়েদা : ৮৮)

www.amarboi.org

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا ۖ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ . (المومنون : ٥١)

"হে রসূলগণ, তোমরা পাক পবিত্র জিনিস খাও এবং ভাল কাজ কর; নিশ্চয়ই তোমরা যাহা কর আমি জানি।" (সূরা মুমিনুন : ৫১)

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ . (الاعراف : ١٥٧)

"পাক জিনিসকে নবী (সাঃ) তাহাদের উপর হালাল করেন এবং খবিস জিনিস তাহাদের উপর হারাম করেন।" (সূরা আরাফ : ১৫৭)

জীবিকার জন্য যাহা লাভ করা হইবে উহা পাক পবিত্র এবং শরীরের জন্য যেমন উপকারী হইতে হইবে, তেমনি সদুপায়ে উপার্জিত হওয়াও আবশ্যক। উপার্জনের পথে অন্যের জীবিকার উপর অন্যায়ভাবে কোনরূপ হস্তক্ষেপ না হয় অথবা কাহারও ন্যায়সঙ্গত জীবিকা অর্জনের জন্য কোন অসুবিধা না ঘটে বা কাহারও জীবিকায় সংকীর্ণতা না আসে, অত্যাচার অনাচার এবং দুর্নীতির কোনরূপ প্রশ্রয় না পায়, অবাঞ্ছিত পুঁজিপতিদের উন্নতি ও জনসাধারণের দারিদ্র্য ও ধ্বংসের কারণ না হয়। আয় ও আয়ের উপায়ে যদি এইসব বিষয় যথাযথ লক্ষ্য রাখা হয় তবে তাই ইসলামের দৃষ্টিতে তৈয়েব। আল্লামা রশীদ রেজা তাঁহার তফসীরে আল-মানার এ লিখিয়াছেন: "তৈয়ব অর্থ সেই সমস্ত জিনিস যাহার সহিত অন্যের হক জড়িত নাই।" কুরআনের স্পষ্ট বাণী যে সব বস্তুকে হারাম করিয়া দিয়াছে উহা দুই প্রকার: (১) যে সমস্ত জিনিস তাহার অন্তর্নিহিত কারণেই হারাম এবং এইজন্য প্রাণরক্ষার খাতিরে হারাম জিনিস খাইতে যে ব্যক্তি বাধ্য হইতেছে সে ব্যতীত অন্য কাহারও জন্য কোন অবস্থাতেই তাহার ব্যবহার দুরস্ত বা সিদ্ধ নহে। যথা, শূকরের মাংস ইত্যাদি। (২) যে সমস্ত জিনিসের হারাম হওয়া উহার স্বকীয় কারণে ঘটে নাই অর্থাৎ জিনিসটি মূলে হালাল কিন্তু বাহিরের কারণ হইতে উহা হারাম হইয়াছে (যেমন কোন ব্যক্তির ক্ষেতের শস্য জোর করিয়া আনা। এই শস্য মূলে হালাল ছিল কিন্তু জোর করিয়া পরের জিনিস আনার জন্য হারাম হইয়া গেল)। তৈয়েব শব্দ ব্যবহার করিয়া এইরূপ হারামকে কুরআনে নিষেধ করা হইয়াছে। সুতরাং যাহা না-হক (বা অন্যের হক নষ্ট করিয়া আনা হইয়াছে এবং সঠিক ও সদুপায়ে লাভ করা হয় নাই বরং সুদ, ঘুষ, জুয়া, জুলুম, জবরদস্তি

www.amarboi.org

করিয়া লওয়া, ধোকা, প্রতারণা, খেয়ানত, বিশ্বাসঘাতকতা) এবং চুরি ডাকাতি ইত্যাদির মত কলুষিত উপায়ে লাভ করা হইয়াছে উহাও হারাম, কারণ এই কলুষ বাহিরের কোন কারণেই আসুক অথবা উহার মধ্যে অন্তর্নিহিতই থাকুক। যেমন খাওয়া-পরার জিনিস পঁচিয়া দুর্গন্ধ হইয়া কলুষিত হয়।

কুরআনের আয়াতে হালাল ও তৈয়েবের উল্লেখ করিয়া বিশেষ তাকিদের সহিত শয়তানের অনুসরণ করিতে নিষেধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। খাওয়া-পরা এবং প্রয়োজনীয় জিনিসের ব্যবহারে এমন কি আয়ের সকল উপায় উপকরণে ইসলামী জিন্দিগীর বিধানের প্রাণবস্তু এই যে, একজন মানুষকে এরূপ সমস্ত জিনিস হইতে বাঁচিয়া থাকিতে হইবে যাহার গঠন এমন উপাদানে গঠিত হইয়াছে যাহা দৈহিক রোগের কারণ এবং শরীরকে নষ্ট করিতে বিষের মত মারাত্মক অথবা পাশবিক শক্তিকে উত্তেজিত করিয়া উহাকে অসমঞ্জস করিয়া নৈতিক ও আত্মিক রোগ সৃষ্টির কারণ হইয়া পড়ে এবং এমন জিনিস হইতেও দূরে থাকিতে হইবে যাহা অহঙ্কার, আত্মম্ভরিতা, অনর্থক বিলাসিতা; আত্মসর্বস্বতা ও শোষকসুলভ বড়-মানুষির কারণ হইয়া সাম্য, ভ্রাতৃত্ব, পরস্পর সহানুভূতি ও সহযোগিতার সম্পর্ককে ছিন্ন করে এবং স্বার্থপরতা, জুলুম ও অসচ্চরিত্রতার দিকে টানিয়া লয়। আমাদের অর্জন ও উপার্জন যদি এইসব কলুষ হইতে মুক্ত ও পাকসাফ থাকে তবেই উহা হালাল।

কুরআন মজীদ ও আহাদীসে রসূল (সাঃ) হালাল ও তৈয়েব যাহা নহে এইরূপ কতকগুলি হারামের বিস্তারিত উল্লেখ করিয়াছে এবং কতকগুলি শুধু নীতিগতভাবে বলিয়া দিয়াছে।

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ۚ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ . (المائدة : ٣)

"তোমাদের উপর হারাম করিয়া দেওয়া হইয়াছে মৃত, রক্ত, শূকরের মাংস, এবং যেগুলিকে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে ছাড়া হইয়াছে, গলা টিপিয়া বা ফাঁসি

www.amarboi.org

লাগিয়া মৃত, উপর হইতে পতিত হইয়া মৃত, পাথর বা লাঠি দ্বারা নিহত, অন্য জানোয়ারের শিং-এর আঘাতে মৃত, হিংস্র জন্তুর দ্বারা নিহত। কিন্তু যেগুলিকে জীবন্ত জবেহ করা হয় (সেগুলি হালাল)। যেগুলিকে কোন মূর্তি বা দেবতার নামে জবেহ করা হয় সেগুলিও হারাম এবং জুয়া দ্বারা অংশ বন্টন করাও হারাম। এগুলি তোমাদের জন্য অন্যায় কাজ (গোনাহ্)।" (সূরা মায়েদা : ৩)

إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ. (المائدة : ٩٠)

"নিশ্চয়ই শরাব, জুয়া, মূর্তিপূজা, পাশাখেলা নাপাক কুৎসিত- শয়তানের কাজ। সুতরাং উহা হইতে ফিরিয়া থাক যাহাতে কল্যাণ লাভ করিতে পার।" (সূরা মায়েদা : ৯০)

نهى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير والديباج و عن لبس القز و المياثر و الارجوان . (بخارى)

"নবী করীম (সাঃ) (পুরুষদিগকে) রেশ্‌মি লেবাস- দিবাজ এবং মোটা রেশমের লেবাস এবং রেশমি গদির উপর বসিতে এবং আরযোয়ানী রং ব্যবহার করিতে নিষেধ করিয়াছেন।" (বুখারী)

قال رسول الله صعلم من ليس ثوب شهره فى الدنيا البسه الله ثوب مذلة يوم القيامة (ابو داؤد)

"রসূল (সাঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে (সমৃদ্ধি দেখাইবার জন্য গর্বভরে) খ্যাতি বাড়াইবার কাপড় পরে আল্লাহ্ তায়ালা তাহাকে কিয়ামতের দিন অপমানের কাপড় পরাইবেন।" (আবু দাউদ)

عن النبى صلى عليه وسلم قال لا تشربوا فى أنية الذهب والفضة–

"নবীয়ে আকরাম (সাঃ) বলিয়াছেন, সোনা ও রূপার পাত্রে পান করিও না।"

www.amarboi.org

عن حذيفة قال نهانا النبى صلى الله عليه وسلم ان نشرب فى انية الذهب والفضة وان نأكل فيها وعن لبس الحرير و الديباج وان يجلس عليه (بخارى)

"হযরত হোজায়ফা (রা:) বলিয়াছেন,- নবী করীম (সা:) আমাদিগকে সোনা ও রূপার পাত্রে পান করিতে এবং উহাতে খাইতে এবং রেশম ও দিবাজ পরিধান করিতে ও উহাতে বসিতে নিষেধ করিয়াছেন। (বুখারী)

ايما عبد نبت لحمه من السحت والربا فالنار اولى به (اقتصادى نظام)

"যে মানুষের মাংস অত্যাচার ও সুদ হইতে জন্মিয়াছে সে জাহান্নামের আগুনেরই বেশী যোগ্য।"

কুরআন বলিতেছে–

وَأَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. (البقرة : ٢٧٥)

"আল্লাহ্ ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল করিয়াছেন (ইহা দ্বারা যে লাভ উপার্জিত হয় তাহা হালাল) এবং সুদ হারাম করিয়াছেন।" (সূরা বাকারা : ২৭৫)

يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبَا وَيُرْبِى الصَّدَقَاتِ ۗ وَاللّٰهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ (البقرة : ٢٧٦)

"সুদকে আল্লাহ ধ্বংস করেন এবং ছাদ্কাত বা পরোপকারের দানকে বাড়াইয়া তোলেন- লাভজনক করিয়া দেন। আল্লাহ্ অকৃতজ্ঞ গোনাহগারকে পসন্দ করেন না।" (সূরা বাকারা : ২৭৬)

وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ • الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ • وَإِذَا كَالُوْهُمْ أَوْ وَزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ (المطففين : ٣١)

"ধিক এবং ধ্বংস মাপে প্রবঞ্চনাকারীদের জন্য যাহারা অন্যের নিকট হইতে মাপিয়া লইবার সময় পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করে আর যখন অন্যকে মাপিয়া দেয় বা ওজন করিয়া দেয় তখন কম দেয়।" (সূরা মুতাফফেফীন : ১-৩)

وَزِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ . (بنى اسرائيل : ٣٥)

www.amarboi.org

"(নিক্তির সোজা কাঁটায়) সমান করিয়া ওজন করিয়া দাও।" (সূরা বনী ইসরাঈল : ৩৫)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ . (النساء : ٢٩)

"হে ঈমানদারগণ, তোমাদের পরস্পরের মালকে অন্যায়ভাবে খাইও না। কিন্তু আপোষে রাজী হইয়া তেজারত ও ব্যবসায় যদি হয় (প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার ন্যায্য অংশ অনুপাতে তাহার হক পাইবে।" (সূরা নিসা : ২৯)

হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী (রহ:) এই মৌলিক নীতি 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা' নামক তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি লিখিতেছেন :

"ইহা স্পষ্ট যে, আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টির প্রথম হইতেই যমিনে সকলের জীবন ধারণের জন্য সব উপাদানের বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন এবং তাহার সবই সকলের জন্য মোবাহ (যাহা নিষিদ্ধ নয়) করিয়া দিয়াছেন অর্থাৎ সকলেরই উহাতে সমান অধিকার আছে। কিন্তু উহা ভোগ করিতে পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া ও ফাসাদ হইতে পারে বলিয়া আল্লাহ তায়ালা বিধান করিয়া দিয়াছেন যে প্রথমে চেষ্টা করিয়া যে যাহা হস্তগত করিবে অথবা যাহা উত্তরাধিকার সূত্রে পাইবে অথবা অন্য কোন এমন উপায়ে লাভ করিবে যাহা আল্লাহর নিকট সিদ্ধ ও ন্যায়সঙ্গত বলিয়া নির্ধারিত হইয়াছে, উহা তাহারই। অন্য কাহারও উহাতে দাবি বসাইয়া বিবাদের সৃষ্টি করার অধিকার নাই। অন্যের অধিকৃত সম্পত্তি লাভ করার সঙ্গত উপায় খরিদ বিক্রি বা আদান-প্রদানের মারফত বিনিময়ের অবস্থা সৃষ্টি করা অথবা বিশ্বস্ত ও সঙ্গত উপায়ে পরস্পর রাজী হইয়া এমনভাবে মোয়ামালা আঞ্জাম দেওয়া যাহাতে উভয় পক্ষ সঠিকভাবে এবং স্পষ্টভাবে উহা জানিতে ও বুঝিতে পারে। কোন রকম ধোকা বা বিভ্রান্তি না ঘটে বা কোন রকম জটিলতা সৃষ্টি না করা হয়।"

"মানুষ যখন স্বভাবত: সামাজিক জীব, তখন পরস্পর পরস্পরের মুখাপেক্ষী; সুতরাং পরস্পর সহায়তা ও সহযোগিতা ব্যতীত উহাদের অর্থনৈতিক জীবন অসম্ভব। এইজন্য আল্লাহ তায়ালা পরস্পর সহায়তা এবং সহযোগিতার সাথে কাজ করা ওয়াজিব করিয়া দিয়াছেন এবং ইহাও অপরিহার্য বলিয়া নির্ধারিত করিয়া দিয়াছেন যে, অনিবার্য কারণ না ঘটা পর্যন্ত কোন ব্যক্তিরই এমন কোন

www.amarboi.org

কাজ হইতে দূরে সরিয়া থাকার অধিকার নাই যাহা সামাজিকতায় ও নাগরিকতায় অপরিহার্য।"

"জীবন ধারণের উপায় উপাদানগুলি সঠিক ও সঙ্গত হওয়ার ক্ষেত্রে মূলনীতি এই যে, স্বাভাবিক মোবাহ্ মাল নিজের হস্তগত করিয়া উহার উপর অধিকার স্থাপন করিয়া লইতে হইবে অথবা যে মোবাহ্ মাল দ্বারা সম্পত্তির উন্নতি করা যায় উহার মারফতে নিজের অধিকৃত ব্যক্তিগত সম্পত্তির উন্নতি বিধান করিতে হইবে। যথা, সাধারণ চারণভূমিতে চরাইয়া নিজের গৃহপালিত পশুর উন্নতি করা বা পানি সেচন করিয়া কৃষির উন্নতি করা।"

"কিন্তু মোবাহ্ মালকে নিজের জন্য খাস্ করা অথবা অন্যান্য মোবাহ মালকে নিজের মালের উৎকর্ষ ও উন্নতি বিধানের উপায়রূপে ব্যবহার করার প্রথম শর্ত এই যে, কেহ যেন কাহারও জীবিকার উপায়কে সঙ্কীর্ণ করিয়া না তোলে, একজনের কার্যকলাপ অন্যের জীবিকার বা জীবিকা অর্জনের ক্ষতির কারণ হইয়া না দাঁড়ায় এবং সামাজিক ও নাগরিক শৃঙ্খলা ও সংহতিকে নষ্ট করিয়া না ফেলে। (অর্থাৎ যখন জীবিকার হালাল উপাদানগুলি সকলের জন্য সমানভাবে মূলতঃ মোবাহ, সকলেরই উহাতে সমান অধিকার আছে, তখন কোন ব্যক্তির পক্ষে নিজের ব্যক্তিগত জীবিকার জন্য সেই পরিমাণে বা সেইভাবেই উহা ব্যবহার করা এবং উহাতে অধিকার স্বত্বের দাবি করা জায়েয হইবে যাহাতে তাহার এই কার্য অন্যান্য লোকের অর্থনৈতিক জীবনের পেরেশানি ও দুঃখ কষ্টের কারণ না হয় এবং তাহার সম্পদশালী হওয়া অন্যের দারিদ্র্য, অভাব ও অন্নহীনতার কারণ না হয়।"

"অতঃপর ইহাও দৃষ্টির সামনে রাখা দরকার যে, যদি অর্থনৈতিক ব্যাপারে মানুষের মধ্যে পরস্পর সহায়তা এবং কাজে পরস্পর সহযোগিতা দ্বারা ধনসম্পদ বৃদ্ধি ও আর্থিক উন্নতি সাধিত না হয় তাহা হইলে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সভ্যতা সুন্দর, সুযোগ্য ও বিশুদ্ধ থাকা কঠিন হইতে কঠিনতর হইয়া পড়িবে। একজন পণ্য লইয়া দেশ বিদেশে যাইয়া বাণিজ্যকে জীবিকার উপায়রূপে গ্রহণ করিতে চায়, একজন অন্যের মালে শ্রম খাটাইয়া মজদুরির মারফত জীবিকা অর্জন করে, আর একজন আবার নতুন নতুন আবিষ্কার দ্বারা অন্যের উৎপাদিত কাঁচা মালকে বেশী মূল্যবান ও ব্যবহারোপযোগী করিয়া শিল্পের মারফতে জীবিকার পথ তৈরী করিয়া লয়। এইরূপে বিভিন্ন লোক বিভিন্ন ন্যায়সঙ্গত উপায় অবলম্বন করে। সুতরাং এই সব অবস্থাতে পরস্পর সহায়তা ব্যতীত অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পূর্ণতা ও বলিষ্ঠতা আসিতে পারে না।"

www.amarboi.org

"অর্থ উপার্জন ও আর্থিক উন্নতির ব্যাপারে আদান প্রদান এবং পরস্পর সহায়তা ও সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন। এমন উপায়ে আর্থিক উন্নতি করিতে যাওয়া অন্যায়, যাহাতে আদৌ পরস্পরের প্রতি সহায়তার স্থান নাই। যেমন জুয়ার কারবার অথবা এই রকম উপায় যাহাতে বাহ্যিক দৃষ্টিতে পরস্পর সহায়তা মনে হয় বটে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহা জবরদস্তিমূলক যথা, সুদি কারবার। কারণ ইহা স্পষ্ট কথা যে, একজন অভাবগ্রস্ত লোক তাহার আর্থিক পেরেশানি ও অসুবিধার জন্য এমন বোঝা নিজের উপর বহন করিতে বাধ্য হয় যাহা বহন করার শক্তি তাহার নাই। এই অবস্থায় তাহার রাজী হওয়াকে কিছুতেই স্বেচ্ছায় রাজী হওয়া বলা চলে না। সুতরাং এইরূপ কারবারকে পসন্দনীয় এবং জায়েজ কারবার বলা যায় না, আর অর্থনৈতিক সদুপায়ও বলা চলে না এবং নিঃসন্দেহে এইসব মোয়ামালাতই সমাজ বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে অন্যায় এবং জুলুম।"

হযরত শাহ্ সাহেবের উপরোক্ত বক্তব্যে কতকগুলি নীতি স্পষ্ট ও বিস্তারিতভাবে বুঝা যাইতেছে :

১. স্বাভাবিক পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও জীবিকার ব্যাপারে সকলেই এক সমান অর্থাৎ জীবন ধারণের জন্য যাহা একান্ত প্রয়োজন তাহা লাভ করার অধিকার সকলেরই সমান (অবশ্য জীবিকার মান সকলের সমান নাও হইতে পারে)। আল্লাহ তায়ালা জীবিকার সকল উপায়ের মধ্যে যমিন এবং যমিনে যাহা উৎপন্ন হয় তাহা সকলের জন্য মূলত: মোবাহ (সিদ্ধ) করিয়া দিয়াছেন অর্থাৎ সাধারণভাবে সকলেরই উহাতে অধিকার আছে। কিন্তু সুসঙ্গত ও জায়েয উপায়ে উহা হইতে যে যতটুকুর উপর কব্জা বা দখল করিয়া লইবে, ততটুকুর উপরই তাহার ব্যক্তিগত স্বত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবে।

২. এই সাধারণ মোবাহ সম্পদ হইতে কোন ব্যক্তির পক্ষে ততটুকুর উপরই এবং ততক্ষণই অধিকার জায়েয হইবে যাহাতে অন্য ব্যক্তির আর্থিক অনটন না হয় এবং এমন উপায়ে ব্যক্তিগত অধিকারে আনিতে পারিবে যাহাতে অন্যের জীবিকা প্রয়োজনের তুলনায় সঙ্কীর্ণ হইয়া না পড়ে। মনে রাখিতে হইবে যে, প্রত্যেক উদ্বৃত্তের উপর অভাবগ্রস্তের হক্ রহিয়াছে।

৩. অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় পরস্পর সহায়তা ও সহযোগিতা অপরিহার্য।

৪. এই সহায়তা এমন বিশুদ্ধ ও সদুপায় হওয়া উচিত, যাহাতে সামাজিক ব্যবস্থার অবনতি না ঘটে অর্থাৎ ইহা দ্বারা যেন অর্থনৈতিক ব্যাপারে পরস্পরের সাহায্য হয়- একজনের লাভ অন্যের ক্ষতির কারণ হইয়া না দাঁড়ায়।

www.amarboi.org

৫. উহা তখনই সম্ভবপর হইবে যখন দুনিয়ায় এমন এক সুন্দর ও বলিষ্ঠ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইবে যাহা আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ ও ইচ্ছাকে পূর্ণ করিবে।

৬. এই সুষ্ঠু ও বলিষ্ঠ অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় এমন সব ব্যাপার নাজায়েয এবং হারাম যাহাতে পরস্পর সহায়তার কোন স্থান নাই বরং একের ধ্বংস এবং অধঃপতনের উপর অন্যের আর্থিক লাভ ও উন্নতি নির্ভর করে। জুয়া, লটারি ইত্যাদিও ইহার মধ্যে শামিল। পুঁজির জোরে ব্যবসায় একচেটিয়া করিয়া মূল্যবৃদ্ধি করার জন্য বাজারে না ছাড়িয়া মওজুদ রাখাও এই শ্রেণীর মধ্যে গণ্য।

৭. যে সমস্ত ব্যাপারে বাহ্যিক ভাবে যদিও পরস্পর সহায়তা ও পরস্পর রাজী দেখা যায়, কিন্তু ইহার অন্তরালে জবরদস্তি থাকে অর্থাৎ বাধ্য হইয়া বা ঠেকিয়া রাজী হয় উহাও হারাম ও নাজায়েয। যেমন সুদ এবং এমন সব এজারা ও ব্যবস্থা যাহার মধ্যে একদিকে পুঁজিপতির পুঁজি এবং অন্যদিকে দরিদ্র ও অভাবগ্রস্তদের ঠেকা ও প্রয়োজন, এমতাবস্থায় পুঁজিপতি দরিদ্রের দারিদ্র্য ও ঠেকার সুযোগ গ্রহণ করে আর এজারা, রেহেন বা অন্যান্য ব্যাপারে লেনদেনের মধ্যে তাহাকে দিয়া এমন শর্ত মনজুর করাইয়া লয় যাহা ইনসাফ ও ন্যায় বিচারের দৃষ্টিতে কিছুতেই সঙ্গত নয় কিন্তু গরীব বেচারা দারিদ্র্য এবং অভাবের জন্য তাহার সামনে মাথা নত করিয়া স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য হয়।

৮. ব্যবসা বাণিজ্যের এরূপ ব্যবস্থা, যাহাতে মুষ্টিমেয় লোকের বা দলের ধনসম্পদ এত বাড়িতে থাকে এবং এমনভাবে বাড়িতে থাকে যে, জনসাধারণ প্রয়োজনীয় জীবিকা হইতেও বঞ্চিত হইতে বাধ্য হয়, ইসলাম এবং বিশ্ব প্রভু আল্লাহ তায়ালার নিকট তাহা অসিদ্ধ এবং জুলুম, যথার্থ ও কল্যাণকর অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ইহার কোন স্থান নাই, বাহ্যিক ও ক্ষণিক লাভ উহাতে যতই লোভনীয় হউক না কেন। কারণ এইরূপ কারবারের শেষ পরিণাম জনসাধারণের দারিদ্র্য এবং মুষ্টিমেয় এক বিশেষ শ্রেণীর আর্থিক স্ফীতি ব্যতীত আর কিছুই নহে। এই পর্যন্তই ইহার পরিণতি নহে; অবশেষে এক বিরাট শ্রেণী সংঘর্ষের ফলে দুনিয়ার বুকে ফাসাদ সৃষ্টি অথবা দুনিয়ার অধঃপতন অনিবার্য হইয়া উঠে। এইজন্য যেমন পুরাতন ধরনের সুদের মহাজনী কারবার অবৈধ তেমনি আধুনিক সুদী ব্যাংক সিস্টেমও অভিশাপের যোগ্য এবং অবৈধ। কারণ ইহাতে মুষ্টিমেয় পুঁজিপতিদের পক্ষে জীবিকা অর্জনের প্রায় সবগুলি উপায় উপাদান এমনভাবে নিজেদের করায়ত্ত করার সুযোগ হয় যে, জনসাধারণ উহাদের অর্থনৈতিক গোলাম হইতে বাধ্য হয় এবং নানারূপ দুঃখ-কষ্ট ও জুলুম সহ্য করিয়াও প্রভু সেবায় রত থাকে-

www.amarboi.org

শুধু সন্তুষ্টচিত্তেই (?) নয়, প্রভূত সাধ্য-সাধনা ও তোষামোদ করিয়া অথবা অসহ্য হইয়া শ্রেণী সংগ্রামের আগুন জ্বালাইয়া একটা মহাবিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে।

বাণিজ্যের ও শিল্পের ক্ষেত্রে এমন ব্যবস্থাও হারাম যাহাতে মজদুরদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার ব্যাহত হয় এবং উহাদের অর্থনৈতিক অক্ষমতা ও দুরাবস্থার সুযোগ নেওয়া হয়।

শ্রমিকের পক্ষেও শ্রমে অবহেলা করিয়া বা ফাঁকি দিয়া সমাজের ক্ষতি করা এবং কাহারও সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করা হারাম। ইহার পরিণাম নিজকেও ভোগ করিতে হয়।

এখানে মার্ক্সিজ্‌ম্-এর মত ধর্মীয় এনার্কিও নাই এবং শ্রেণী সংগ্রামও নাই। এক বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব ও সহানুভূতির চিরকল্যাণকর মোবারক ঘোষণা। আবার এমন পুঁজিবাদও এখানে হারাম যাহাতে অর্থ ও সম্পদ এবং সম্পদ উৎপাদনের উপাদান উপকরণ বিশেষ দল বা শ্রেণীর মধ্যে কেন্দ্রীভূত ও সীমাবদ্ধ হইয়া থাকে। এরূপ পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে এইজন্য হারাম করিয়া দেওয়া হইয়াছে যাহাতে অন্যায় ও জুলুমের ভিত্তি মজবুত হইয়া দাঁড়াইতে না পারে এবং বিশ্বমানবের একটি ব্যক্তিকেও অর্থনৈতিক জীবনে দৈন্য বরণ করিয়া লইতে বাধ্য হইতে না হয়। অনেককেই অদম্য ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও বা দিবারাত্রি পরিশ্রম করিয়াও শুধু অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ত্রুটির জন্য অনেক দৈন্য বরণ করিয়া লইতে হয় এবং জীবিকার নিম্নতম মান হইতেও বঞ্চিত থাকিতে হয়। পুঁজি ও শ্রমের সামঞ্জস্য এবং বিনিময়ের ভিত্তিতে পরস্পর সহায়তা ও সহযোগিতা ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার রূহ। লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, ব্যক্তিগত স্বত্ব এবং পুঁজি মাত্রকেই অবৈধ করা হয় নাই, বরং যে পুঁজি ও ব্যবস্থা পরস্পরের সহায়ক না হইয়া অপরের ক্ষতি ও ধ্বংসের কারণ হয় তাহাই অবৈধ।

: : :

: : :

আমাদের মা'বুদ ত তিনিই যিনি সকলের জন্যই জীবিকার আয়োজন করিয়া রাখিয়াছেন এই দুনিয়ার বুকে :

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ لَكُمْ مَا فِى الْأَرْضِ جَمِيْعًا . (البقرة : ٢٩)

"তিনি ত সেই, যিনি সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন তোমাদের জন্য যাহা কিছু জমিনে আছে সবই।" (সূরা বাকারা : ২৯)

www.amarboi.org

সর্বজনমান্য বিখ্যাত বোজর্গ আলিম শায়খুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমুদুল হাসান মরহুম এই আয়াতের তফসীরে লিখিয়াছেন :

"আয়াতের এই অতি বিশ্বস্ত প্রমাণের দ্বারা দুনিয়া জাহানের সবকিছুতে সমস্ত বনি আদমের সাধারণ স্বত্ব আছে বলিয়া জানা যাইতেছে। অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার সমস্ত জিনিস সৃষ্টির উদ্দেশ্য সকল মানুষের অভাব দূর করা এবং কোন জিনিসই মূলে প্রকৃতপক্ষে কাহারও ব্যক্তিগত খাস সম্পত্তি নহে বরং প্রত্যেকটি জিনিস আসলে সমস্ত মানুষের মধ্যে মুশতারিক বা সকলের ইজমালি সম্পত্তি এবং এই হিসাবে সকলেরই স্বত্ব উহাতে আছে। তবে ঝগড়া বিবাদ এড়াইবার জন্য এবং শৃঙ্খলার সহিত উহা ভোগ করার সুবিধার জন্য দখলকে ব্যক্তিগত স্বত্ব লাভের উপায় হিসাবে গ্রহণ করা হইয়াছে। যতক্ষণ পর্যন্ত কোন জিনিসের উপর এক ব্যক্তির পূর্ণ দখল স্থায়ী থাকিবে সে পর্যন্ত অন্য কেহ উহাতে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না। অবশ্য স্বত্বাধিকারী দখলকারীর কর্তব্য নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্তকে দখল করিয়া না রাখা বরং উহা অন্য লোককে ন্যস্ত করিয়া দেওয়া। কারণ প্রকৃতপক্ষে ইহার সহিত অন্যের হক জড়িত রহিয়াছে। এই কারণে অধিক অর্থ, যাহা প্রয়োজনের অতিরিক্ত তাহা সঞ্চিত রাখা ভাল নয়, যদিও উহার যাকাত আদায় করা হয়। আম্বিয়ায়ে কিরাম (আ:) এবং সৎ ও মহৎ ব্যক্তিরা ইহা হইতে বিশেষভাবে পরহেজ করিতেন। আহাদীসে রসূল (সা:) হইতে একথা স্পষ্টই বুঝা যায়। বরং কোন কোন সাহাবা (রা:) ও তাবেয়ীন প্রয়োজনের অতিরিক্তকে সঞ্চিত রাখা হারামই বলিয়া দিয়াছেন। যে প্রকারই হউক অসঙ্গত এবং অনুৎকৃষ্ট হওয়া সম্বন্ধে কাহারও দ্বিমত নাই। ইহার কারণ ইহাই যে, প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদে তাহার ত সঙ্গত উদ্দেশ্য জড়িত নাই অথচ প্রকৃত পক্ষে অন্যের স্বত্বই উহাতে রহিয়াছে। সুতরাং এই হিসাবে সে ব্যক্তি অন্যের মালকে অধিকার করিয়া আছে।"

হাদীসে আসিয়াছে :

اذا كانت لاحدكم ارض فليمنحها اخاه او ليزرعها —

"যদি তোমাদের মধ্যে কাহারও কোন যমিন থাকে তবে হয় উহা সে নিজে চাষ করিবে অথবা তাহার কোন ভাইকে তাহার উপকারার্থে চাষ করিবার জন্য দান করিবে।"

www.amarboi.org

মোহাদ্দিস ইবনে হাজম তাঁহার বিখ্যাত 'মুহাল্লা' গ্রন্থে নিম্নলিখিত হাদীসগুলি বর্ণনা করিয়াছেন :

عن ابى سعيدن الخدرى رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان معه فضل من ظهر فليعد به على من لا ظهر له ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له قال فذكر من اصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لاحد منا فى فضل . (المحلى)

"আবু সাঈদ খুদরী (রা:) হইতে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ (সা:) বলিয়াছেন, যাহার নিকট শক্তি ও সামর্থ্যের সামান প্রয়োজনের অতিরিক্ত আছে তাহার কর্তব্য যাহার শক্তি সামর্থ্যের সামান নাই তাহাকে উহা (উদ্বৃত্ত) দিয়া দেওয়া এবং যাহার নিকট খাওয়া পরার সামান প্রয়োজনের অপেক্ষা বেশী আছে তাহার উচিত যাহার নাই তাহাকে উহা দিয়া দেওয়া। আবু সাঈদ (রা:) বলেন যে, নবী আকরাম (সা:) এইরূপে বিভিন্ন প্রকারের মালের উল্লেখ করিলেন, এমন কি আমরা মনে করিলাম যে, আমাদের কাহারও জন্য আমাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোন মালের উপরই কোন হক্ নাই।

قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه لو استقبلت من امرك ما استدبرت لاخذت فضول اموال الاغنياء فقسمتها على فقراء المهاجرين-

"হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা:) বলিয়াছেন, আমি এখন যাহা বুঝিতেছি যদি আগে তাহা বুঝিতাম তবে ধনীদের উদ্বৃত্ত মাল গ্রহণ করিতাম, তারপর মোহাজির দরিদ্রদের মধ্যে উহা ভাগ করিয়া দিতাম।"

وصح عن ابو عبيدة بن الجراح وثلاث مأة من الصحابة رضى الله عنهم ان زادهم فنى فامرهم ابو عبيدة فجمعوا ازوادهم فى مزودين وجعل يقوتهم اياها على السواء .

"হযরত আবু উবায়দা বিন জাররাহ এবং তিনশত সাহাবা (রা:) হইতে সহীহ্রূপে এই ঘটনার বর্ণনা প্রমাণিত যে, (একবার) তাহাদের খাওয়া দাওয়ার সামান শেষ হইয়া আসিয়াছিল। তখন হযরত আবু উবায়দাহ (রা:) তাহাদিগকে

www.amarboi.org

হুকুম করিলেন, তখন তাহারা সকলে তাহাদের খাওয়া দাওয়ার জিনিস একত্র করিলেন এবং সেই খাদ্য সকলকে সমান ভাগ করিয়া খাওয়াইলেন।"

عن محمد بن على انه سمع على بن ابى طالب ان الله تعالى فرض على الاغنياء فى اقواهم بقدر مــا يكفى فقرائهم فان جاعــوا او عروا و جهدوا فيمنع الاغنياء وحق على الله تعالى ان يحاسبهم يوم القيامة ويعذبهــم عليه . (المحلى)

"মুহম্মদ ইবনে আলী হইতে বর্ণিত যে, তিনি হযরত আলী ইবনে আবু তালিব (রা:) কে বলিতে শুনিয়াছেন যে, আল্লাহ্ তায়ালা ধনীদের উপর ফরজ করিয়াছেন তাহাদের মালে এতটা পরিমাণ যাহা তাহাদের গরীবদের জন্য যথেষ্ট হয় অর্থাৎ গরীবদেরকে এতটা পরিমাণ দান করা ধনীদের উপর ফরজ যাহাতে গরীবদের একান্ত প্রয়োজনী জীবিকার অভাব না থাকে। সুতরাং যদি উহারা ভুখা থাকে অথবা বস্ত্রহীন হয় বা দুঃখদৈন্য ভোগ করিতে থাকে তবে উহা শুধু এইজন্য যে, ধনীরা তাহাদের হক্ আদায় করে না। এই অবস্থায় আল্লাহ্ তায়ালা নিশ্চয়ই কিয়ামতের দিন তাহাদের হিসাব নিবেন এবং তাহাদিগকে শাস্তি দিবেন।" (মুহাল্লা)

এইসব এবং এইরূপ আরও হাদীস ও আয়াতে কুরআনী দলিলরূপে পেশ করিয়া মশহুর মোহাদ্দিস আল্লামা ইবনে হাজম লিখিতেছেন:

"প্রত্যেক বস্তির অর্থশালীদের কর্তব্য অভাবগ্রস্ত দরিদ্রদের অর্থনৈতিক জীবনের জন্য দায়িত্বশীল হওয়া। বায়তুলমালের আমদানী গরীবদের জীবিকার প্রয়োজনের জন্য যথেষ্ট না হইলে আমীর বা রাষ্ট্রনায়ক দেশের ধনীদের উহা পূরণ করিতে বাধ্য করিতে পারেন। অর্থাৎ উহাদের উদ্বৃত্ত মাল হইতে বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণ করিয়া অভাবীদের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য খরচ করিতে পারেন। উহাদের জীবন ধারণের উপায়রূপে কম পক্ষে এতটা ইন্তেজাম আয়োজন অপরিহার্য যাহাতে তাহাদের একান্ত প্রয়োজনীয় খাদ্য এবং পরিধানের জন্য শীত গ্রীষ্ম ও লজ্জা নিবারণের উপযোগী পোশাক এবং বৃষ্টি বাদল ও রৌদ্র তাপ হইতে রক্ষা ও রাত্রের নিরাপদ নিদ্রার উপযোগী বাসগৃহ সংগৃহীত হইতে পারে। – মুহাল্লা

www.amarboi.org

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা:)-এর বর্ণনার উপর আলোচনা করিয়া আল্লামা ইবনে হাজম বলিতেছেন :

"এই কথার উপর সাহাবায়ে কিরাম (রা:)-এর এজমা, যদি কোন ব্যক্তি ভুখা, উলঙ্গ বা বাসগৃহহীন থাকে মালদারদের উদ্বৃত্ত মাল হইতে তাহাদের এইগুলির বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া ফরজ।" –মুহাল্লা

কুরআন মজীদের স্পষ্ট নির্দেশ এবং উহার সমর্থনে হাদীস ও ফেকাহর রেওয়ায়েতগুলিকে সামনে রাখিয়া ইনসাফের নজরে চিন্তা করিলে বুঝা যায় যে, ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় মানুষের বাঁচিয়া থাকার জন্য জীবিকার সমান অধিকার স্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে। এবং ইহাকে সুরক্ষিত ও সুনিয়ন্ত্রিত রাখার জন্য রাষ্ট্রনায়কের ক্ষমতা ও অধিকার বাড়াইয়া দিয়া একটা ন্যায়সঙ্গত নিয়ম কায়েম করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

মোটের উপর কথা এই যে, এমনভাবে রুজি-রোজগার করিতে হইবে যাহাতে অন্য কাহারও রুজি রুজগারের অধিকার বা সুযোগ কোন রকমে ক্ষুণ্ন না হয় এবং কাহারও ন্যায়সঙ্গত রুজি রুজগার বা সম্পত্তির ক্ষতি না হয় বরং আরও সহায়তা হয়। এইরূপে ন্যায় ও সত্যের পথে বুদ্ধি খাটাইয়া ও মেহনত করিয়া রুজি রুজগার এবং জীবিকা নির্বাহের জন্য আল্লাহ তায়ালার নির্ধারিত পথে মিতব্যয়িতার সহিত খরচ করিয়া যাহা উদ্বৃত্ত থাকিবে তাহা দ্বারা অভাবগ্রস্ত লোকের প্রয়োজনীয় জীবিকা লাভে বা জীবিকা অর্জনে সহায়তা করিবে। তারপর সকলে মিলিয়া বিরাট শক্তি ও সামর্থ্য লইয়া দুনিয়ার বুক হইতে উহার অফুরন্ত সম্পদ খুঁজিয়া বাহির করিবে এবং এই দুনিয়ার সমৃদ্ধি বাড়াইয়া আল্লাহ তায়ালার দেওয়া খিলাফতের পদমর্যাদাকে সার্থক করিয়া তুলিবে। মনে রাখিতে হইবে, কোন মানুষই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। প্রত্যেকটি মানুষ বিশ্বমানবের অপরিহার্য অংশ, পরস্পর দায়িত্বশীল। আল্লাহ তায়ালার প্রতিনিধিত্বের এই মহান মর্যাদাকে সার্থক করিয়া তুলিতে যে যতখানি সহায়তা করিবে সে ততখানি গৌরবের অধিকারী হইবে। এই গৌরব তাহার জন্য অম্লানরূপে চিরস্থায়ী হইয়া থাকিবে।

উদ্বৃত্ত ধন দৌলত অভাবগ্রস্তের প্রয়োজন মিটাইতে এবং দুনিয়ার সমৃদ্ধি বাড়াইয়া তোলার কাজে ব্যয়িত হইতে থাকিবে। ব্যক্তি বিশেষ বা দল বিশেষের নিকট ধন দৌলত সঞ্চিত পড়িয়া থাকা ইসলামে কিছুতেই সমর্থনযোগ্য নহে। বিশ্ব মানবের সমৃদ্ধির মারফতেই প্রত্যেক ব্যক্তির প্রকৃত সমৃদ্ধি লাভ হইতে পারে। অতিরিক্ত সঞ্চয়ের পৈশাচিক আনন্দ বিশ্ব মানবতার দৈন্যেরই কারণ হয়। সুতরাং ইহার ভীষণ পরিণাম আখেরাতেও ভোগ করিতে হইবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন :

www.amarboi.org

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنْفِقُوْنَهَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيْمٍ • يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ۖ هٰذَا مَاكَنَزْتُمْ لأَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ . (التوبة : ٣٤-٣٥)

"যাহারা সঞ্চয় করিয়া রাখে সোনা ও রূপা এবং উহা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে না তাহাদিগকে সেই দিনে ভীষণ শাস্তির সংবাদ দিয়া দাও যেদিন এই অর্থ জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করা হইবে, তারপর উহা দ্বারা তাহাদের কপালে, পার্শ্বে এবং পিঠে দাগ দেওয়া হইবে। এবং বলা হইবে উহা তাহাই, যাহা তোমরা নিজেদের জন্য সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিলে। এখন সঞ্চয়ের মজা চাখিয়া দেখ।" (সূরা তাওবা : ৩৪-৩৫)

অভাবগ্রস্ত, দরিদ্র, গরীব আত্মীয় স্বজন, প্রতিবেশী এবং এতিম অনাথের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য খরচ করিবার নির্দেশ আল্লাহ তায়ালা কুরআনে স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করিয়া দিয়াছেন :

كَىْ لاَ يَكُوْنَ دُوْلَةً بَيْنَ الأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ . (الحشر : ٧)

"যাহাতে শুধু তোমাদের ধনীদের মধ্যেই অর্থ ঘুরিয়া ফিরিয়া সীমাবদ্ধ হইয়া না থাকে।" (সূরা হাশর : ৭)

যাকাত, সাদ্‌কা, খয়রাত এবং জেহাদে খরচ করার জন্য কুরআন মজীদের বিভিন্ন আয়াতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। জেহাদে খরচ করা সম্বন্ধে একটি আয়াত এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যাইতেছে :

وَأَنْفِقُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلاَ تُلْقُوْا بِأَيْدِيْكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ . (البقرة : ١٩٥)

"আল্লাহর পথে (অর্থাৎ জেহাদে) খরচ কর এবং নিজের হাতে নিজেকে ধ্বংসের মধ্যে ফেলিয়া দিও না।" (সূরা বাকারা : ১৯৫)

অর্থাৎ জেহাদে খরচ না করা নিজের হাতে নিজেকে ধ্বংস করা। কেন? কারণ অসত্য, যুলুম, অনাচার, অবিচার ইত্যাদি দূর করিয়া সত্য, ন্যায়, সুবিচার ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠিত করার আল্লাহ নির্দেশিত পথে যাহারা বাধা সৃষ্টির জন্য সামনে আসিয়া দাঁড়ায় তাহাদের মোকাবেলায় যে সংগ্রাম উহাই তো জেহাদ। অর্থাভাবে

www.amarboi.org

এই জিহাদে যদি পরাজয় স্বীকার করিতে হয় তবে যালিমদের প্রভাবে দুনিয়ার মানুষ ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হইতে বাধ্য হইবে। সুতরাং জেহাদে খরচ না করার অর্থ ধ্বংসের দিকে আগাইয়া যাওয়া। এই ধ্বংস শুধু ব্যক্তি বিশেষেরই ধ্বংস নহে- মানবতার ধ্বংস। মানুষ হইয়া মানবতার ধ্বংসের পথ পরিষ্কার করার চেয়ে বিড়ম্বনা আর কি হইতে পারে?

যাকাত এবং অর্থ সম্বন্ধীয় অন্যান্য কর্তব্য আদায় না করিয়া, সমষ্টিগত স্বার্থ ও দায়িত্বের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া যে সঞ্চয়, উহা 'ইহতিকার' ও 'ইকতিনাজের' তালিকায় শামিল এবং হারাম ও ধ্বংসকর।

নিজের পরিবার পরিজনবর্গের প্রয়োজন এবং অর্থনৈতিক ফরজ ওয়াজেব ইত্যাদি কর্তব্য পালনের পরও যদি উদ্বৃত্ত থাকে, তবে উহা সঞ্চিত রাখা জায়েয আছে বটে কিন্তু সমষ্টিগত জীবনের উন্নতির কাজে ব্যয় করাই শ্রেয়। মনে রাখিতে হইবে যে, যে কোন স্থানে যে কোন লোক জীবিকা হইতে বঞ্চিত জানিতে পারা মাত্রই তাহাকে সাহায্য করিতে সচেষ্ট হওয়া প্রত্যেক সঙ্গতিসম্পন্ন মানুষের ইসলাম নির্দেশিত অর্থনৈতিক কর্তব্য।

জীবিকা অর্জন করার জন্য যেমন কতকগুলি নীতি নির্ধারণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে, সেইরূপে উহা ব্যয় করা সম্বন্ধেও ইসলামে কতকগুলি নীতি ও নির্দেশ আছে। অর্থনৈতিক যথেচ্ছাচার দমন করিয়া ব্যক্তিগত ও সামাজিক অশান্তি এবং উচ্ছৃঙ্খলতা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য একটা সুনিয়ন্ত্রিত মাঝামাঝি পথ অবলম্বন করার পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে। কুরআন মজীদে স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে :

كُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلاَ تُسْرِفُوْا (الاعراف : ٣١)

"খাও এবং পান কর, (অতি ব্যয়) ইসরাফ করিও না।" অর্থাৎ মাঝামাঝি খরচ কর- অতিরিক্ত নয়।

وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا ● إِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْا اِخْوَانَ الشَّيَاطِيْنِ .(بنى اسرائيل : ٢٦-٢٧)

"এবং ফজুল খরচ করিও না। ফজুল খরচ যাহারা করে তাহারা শয়তানের ভাই।" (সূরা বনী ইসরাঈল : ২৬-২৭)

www.amarboi.org

এই দুইটি আয়াতে জায়েয এবং হালাল উপার্জন খরচ করিতেও দুইটি শর্ত লাগাইয়া দেওয়া হইয়াছে, ইসরাফ এবং তাবযীর পরিহার করা। আল্লামা মা-ওরদী এই দুই শব্দের পরস্পর পার্থক্য সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া বলিতেছেন :

"খরচের পরিমাণ সম্বন্ধে সীমা অতিক্রম করা ইসরাফ, ইহা আরোপিত হকের পরিমাণ সম্বন্ধে অজ্ঞতার প্রমাণ; আর খরচের জায়গা (স্থান-কাল-পাত্র) সম্বন্ধে সীমা অতিক্রম করা তাবযীর; ইহা কোথায় কোন্ অবস্থায় কাহার জন্য খরচ করা দরকার সে সম্বন্ধে অজ্ঞতার প্রমাণ। অর্থাৎ যতটা খরচ করা দরকার তাহা হইতে বেশী খরচ করা ইসরাফ এবং যে অবস্থায় যখন খরচ করা দরকার নয় তখন খরচ করা তাবযীর।"

আল্লামা শাব্বির আহমদ উসমানী মরহুম কুরআন মজীদের 'ফাওয়ায়েদে' তাবযীরের তফসীর সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :

"আল্লাহ তায়ালার দেওয়া মাল ফজুল বেমওকা অস্থানে উড়াইও না। গোনাহ ও বেহুদা কাজে খরচ করা অথবা মোবাহ কাজে না বুঝিয়া বা চিন্তা না করিয়া এতটা খরচ করা যাহাতে ভবিষ্যতে প্রয়োজনীয় কর্তব্য কাজ ব্যাহত হয় বা হারাম কাজ করার কারণ হইয়া পড়ে- ইহাই ফজুল খরচ।"

রূহুল মা-আনীর গ্রন্থকার

كُلُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيْهِ .

আয়াতের তফসীরে বলেন, لَاتَطْغَوْا فِيْهِ অর্থ এই যে, আল্লাহ তায়ালা তোমাদিগকে যে রুজি দান করিয়াছেন উহাতে অবাধ্যতা করিও না অর্থাৎ অকৃতজ্ঞ হইও না এবং মালকে ইসরাফ, অর্থাৎ গর্ব, আল্লাহ তায়ালার আদেশের খেলাফ ও অবশ্য করণীয় হক নষ্ট করার উপায়ে পরিণত করিও না।

পুষ্টিকর খাদ্য, পরিচ্ছন্ন পরিধেয় ও বাসগৃহ যাহা স্বাস্থ্যরক্ষা ও স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য উপকারী তাহা ইসরাফ নহে বরং লিল্লাহিয়াত অর্থাৎ আল্লাহর সন্তুষ্টির নিয়তে করিলে এসবই আল্লাহর পথে খরচ করার মধ্যে শামিল হইবে, এমনকি নিজের এবং নিজের পরিবারের জন্য খরচ করিলেও। শারীরিক সামর্থ্য ও স্বাস্থ্য যত উন্নত হইবে ততই জনকল্যাণ ও আল্লাহর হুকুম এবং সকল কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনের ক্ষমতা বৃদ্ধি হইবে, এই মনোভাব ও নিয়তের সহিত আহার, বিহার, বিশ্রাম ও নিদ্রা, পরিধান ও আনন্দ ভোগ সবই আল্লাহর সন্তুষ্টির কারণ হইবে, জীবন পার্থিব ভোগ, লালসার ঊর্ধ্বে উঠিয়া উদার মহান হইয়া উঠিবে এক

www.amarboi.org

অনাবিল আনন্দের ছোঁয়ায় মানুষের কল্যাণ কামনায় ও সেবার আকাঙ্ক্ষায় অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিবে। নিজের স্বার্থে ও সমষ্টির স্বার্থে সংঘর্ষ বাঁধিলে সমষ্টির স্বার্থের জন্য নিজেকে কুরবান করিতে ব্যাকুল হইয়া উঠিবে। লিল্লাহিয়াতের নিয়তের পরে বাস্তব ক্ষেত্রে জীবন যদি আত্মসর্বস্ব হইয়া পড়ে তবে ইহা আল্লাহর সহিত হীন প্রতারণা ছাড়া আর কি?

খরচ করিতে ইকতিসাদ 'মিতব্যয়িতা' বা মাঝামাঝি আচরণ করা উচিত। সাধারণ অবস্থায় আয় অপেক্ষা খরচ বাড়ানো কিছুতেই উচিত নহে। অতিরিক্ত খরচ করিয়া ফেলিয়া প্রয়োজনের সময় অন্যের নিকট হাত পাতা বিশেষ দোষণীয়। আল্লাহতায়ালা যদি সঙ্গতি দেন তবে সমষ্টিগত হক আদায় করিয়া নিজের পরিবারের অভাব ও প্রয়োজনের জন্য কিছু রাখিয়া দেওয়ার চেষ্টা যথাসাধ্য করা দরকার। আবার কৃপণতার প্রশ্রয় দেওয়া এবং নিজের পরিবার-পরিজনের জীবিকায় সঙ্কীর্ণতা আনাও সমীচীন নহে।

নবীয়ে আকরাম (সা:) বলিয়াছেন :

الاقتصاد فى النفقة نصف المعيشة. (كنز العمال)

"পারিবারিক খরচে মিতব্যয়িতা জীবিকায় স্বচ্ছলতার অর্ধেক।" (কানযুল উম্মাল)

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امسك عليك بعض مالك فهو

خيرلك, قلت امسك سهمى الذى بخيبر. (بخارى)

"হযরত কা'ব (রা:) বলিতেছেন- যখন আমি আমার সমস্ত মাল ছাদকা করিয়া দিতে ইচ্ছা করিলাম তখন নবীয়ে আকরাম (সা:) বলিলেন, তোমার মাল হইতে কিছু রাখিয়া দাও- ইহা তোমার জন্য ভাল হইবে, তখন আমি বলিলাম, খায়বরের যমিনে আমার যে অংশ আছে উহা আমি রাখিয়া দিব।" (বুখারী)

একজন মালদার ব্যক্তি হযরত (স:)-এর নিকট জানাইয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহার সমস্ত মাল আল্লাহর রাস্তায় অসিয়তের মারফত দান করিতে চান। তাহার উত্তরে হযরত (সা:) বলিলেন যে,

www.amarboi.org

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تدع ورثتك اغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس فى ايدهم .... الخ . (بخارى)

"নিজের উত্তরাধিকারীদিগকে মানুষের নিকট চাহিয়া বেড়াইবে এমন অভাবগ্রস্ত অবস্থায় রাখিয়া যাওয়া অপেক্ষা স্বচ্ছল অবস্থায় রাখিয়া যাওয়া ভাল। (সুতরাং এক-তৃতীয়াংশ মালে অসিয়ত করা যথেষ্ট।)" (বুখারী)

কোন দিকেই অতিরিক্ততা ভাল নহে। অধিক সঞ্চয় করাও যেমন নিষেধ আবার একেবারে ফতুর হইয়া পরমুখাপেক্ষী হওয়াও ঠিক নহে। ছেলেমেয়ের ভবিষ্যতের চিন্তা করিয়া তাহাদের জন্য সম্পত্তি করিয়া রাখিয়া যাওয়ার অতিরিক্ত আগ্রহ ও ব্যস্ততাও যেমন নিন্দনীয়, আবার মৃত্যুর পর ছোট ছোট ছেলেমেয়েদেরকে সম্পূর্ণ পরের অনুগ্রহের উপর ছাড়িয়া যাওয়াও ভাল কথা নহে। ন্যায় ও সৎভাবে অর্জন এবং সৎপথে সঙ্গতভাবে ব্যয়ের মাধ্যমে আয়-ব্যয়কে সতর্কতার সহিত সুনিয়ন্ত্রিত করার চেষ্টা করা প্রত্যেকেরই অর্থনৈতিক এবং ধর্মীয় কর্তব্য।

হাফেজ ইমাদুদ্দীন ইবনে কাছির তাঁহার প্রসিদ্ধ তফসীরে লিখিয়াছেন :

"আল্লাহ্ তায়ালা যেমন খরচ করিতে হুকুম দিয়াছেন সঙ্গে সঙ্গে ইসরাফকেও নিষেধ করিয়াছেন এবং মাঝামাঝি পথ অবলম্বনের উপদেশ দিয়াছেন। এই বিষয়ে খুবই স্পষ্টভাবে একটি আয়াতে নির্দেশ দিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন :

وَالَّذِيْنَ إِذَا أَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَلَمْ يَقْتُرُوْا وَكَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَامًا .

(الفرقان : ٦٧)

"(সত্যিকারের ঈমানদার তাহারাই) যাহারা যখন খরচ করে তখন ইসরাফও করেনা আবার কৃপণতাও করে না; ইহার মাঝামাঝি পথ অবলম্বন করে।" (সূরা ফুরকান : ৬৭)

আল্লাহ তায়ালা ফজুল খরচের উপর ঘৃণা জন্মাইয়া ফজুল খরচকারীকে শয়তানের সমতুল্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তাবযীর (ফজুল বা অকারণ খরচ করা)-কে নিষেধ করিয়া বিভিন্ন আয়াত নাযিল হইয়াছে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ এবং আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন :

"হক পথের খেলাফ প্রত্যেক রকমের খরচ করার নাম তাবজীর।"

www.amarboi.org

মোজাহেদ বলেন : "যদি এক ব্যক্তি হক্‌পথে সত্যের জন্য সব কিছুও খরচ করিয়া ফেলে তবে উহাও ইসরাফ নহে, আর অল্প অর্থও যদি নাহক্ খরচ করে তবে উহা তাবযীর।" "কাতাদাহ বলেন, মালকে আল্লাহ্‌তায়ালার না-ফরমানীতে, নাহক্ এবং অন্যায় কাজে ব্যয় করার নাম তাবযীর।" ইমাম আহমাদ (র:) হাশেমের (র:) রাওয়ায়েত মারফত হযরত আনাস ইবনে মালিক হইতে বর্ণনা করিতেছেন যে, "তিনি বলিয়াছেন, 'রসূলুল্লাহ্ (সা:)-এর খেদমতে বনি তামিমের এক ব্যক্তি হাযির হইলেন এবং আরজ করিলেন, আমি একজন মালদার লোক, আমার স্ত্রী-পুত্র পরিবারও আছে আর মেহমানদারিও বেশ ভালই হইয়া আসিতেছে। এখন আপনি আমাকে বলিয়া দিন আমি কি খরচ করিব এবং এই বিষয়ে কি করিব? রসূলুল্লাহ (সা:) বলিলেন, প্রথমে মালের যাকাত বাহির কর যদি যাকাতের পরিমাণ হইয়া থাকে, কারণ যাকাত মালকে মালিন্য হইতে পাক রাখে; তারপর আত্মীয় স্বজনকে আর্থিক সাহায্য কর এবং ভিক্ষুক মুসাফির ও মিসকিনদের হকের প্রতি লক্ষ্য রাখ। সেই ব্যক্তি আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, এই বিস্তারিত বিষয়গুলিকে সংক্ষিপ্তভাবে আমাকে বলিয়া দিন "আমি উহা আমার জীবনের নীতিরূপে গ্রহণ করিব।" তখন হুজুর (সা:) এই আয়াত পড়িয়া শুনাইলেন-

فَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا. (بنى اسرائيل : ٢٦)

"আত্মীয়-স্বজন, গরীব মিস্‌কিন এবং মুসাফিরের হক আদায় কর; না-হক্ পথে ফজুল খরচ কিছুতেই করিও না।' প্রশ্নকারী ইহা শুনিয়া বলিলেন, এই আমার জন্য যথেষ্ট।" (সূরা বনী ইসরাঈল : ২৬)

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَامًا

ইমাম রাজী -এই আয়াতের তফসিরে বলেন :

"ইসরাফ এবং তাক্‌তীর সম্বন্ধে তফসীরকারগণ বিভিন্ন আলোচনা করিয়াছেন। উহার মধ্যে বেশী মজবুত কথা এই যে, আল্লাহ তায়ালা তাঁহার নেক বান্দাদের

www.amarboi.org

এই গুণ বর্ণনা করিয়াছেন যে, তাঁহারা জীবিকার ব্যাপারে মাঝামাঝি পথ অবলম্বন করেন, না অনর্থক অতিরিক্ত ব্যয় করেন, আর না বেমওকা কৃপণতা করেন।"

এইজন্য কুরআন মজীদে অন্য জায়গায় নবীয়ে আকরাম (সা:)-কে এইভাবে সম্বোধন করা হইয়াছে :

وَلاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلاَ تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ

"তোমার হাতকে তোমার গরদানের সহিত বাঁধিয়া লইওনা (অর্থাৎ কৃপণতা এবং বখিলী করিও না) আর একেবারে পুরাপুরি খুলিয়া দিওনা (অর্থাৎ ইসরাফও করিও না।) كَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا আয়াতের قَوَامًا শব্দের অর্থ মাঝামাঝি রাস্তা অর্থাৎ মধ্যম পন্থা তাহাদের রীতি।"

সৈয়দ মহাম্মদ আলুসি 'রুহুলমায়ানী' গ্রন্থে এই আয়াতেরই তফসীর করিয়া বলিতেছেন :

والظاهران المراد بالانفاق ما يعم انفاقهم على انفسهم وانفاقهم على غيرها والقوام فى كل ذلك خير وقد اخرج احمد والطبرانى عن ابى الدرداء عن النبى صلى الله عليه وسلم من افقه الرجل رفقه فى معيشة (نفسير كبير و اقتصادى نظام)

"ইহা স্পষ্ট যে, ইন্‌ফাক অর্থ এখানে ব্যাপক- নিজের জন্যই খরচ হউক অথবা অন্যের জন্য। সকল অবস্থাতেই মধ্যম পথ ভাল। ইমাম আহমাদ ও তিব্‌রানি আবুদ্দারদা (রা:) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী করিম (সা:) বলিয়াছেন, জীবিকা সম্বন্ধে নরমি অর্থাৎ মধ্য পথ অবলম্বন করা বুদ্ধি-বিচক্ষণতার মধ্যে একটি।"

সার কথা- আয়াতে কুরআনী এবং আহাদীসে রসূল (সা:) হইতে খরচ সম্বন্ধে এই কয়টি কথা বুনিয়াদিরূপে জরুরী বলিয়া বুঝা যাইতেছে :

১. মাল খরচ করিতে ইসরাফ, তাবযীর বা তাক্‌তীর কোনটাই দুরস্ত নহে। এই তিনটি শব্দের ব্যাখ্যা পূর্বে দেওয়া হইয়াছে।

২. ইক্‌তিসাদ বা অর্থনৈতিক মধ্যম পথই জীবন ধারণের ন্যায়সঙ্গত পথ এবং উপযুক্ত ও বলিষ্ঠ সামাজিক ব্যবস্থার একটি উপায়।

www.amarboi.org

৩. ব্যক্তি যেহেতু সমষ্টিরই অংশ, এইজন্য উহার ব্যক্তিগত আমদানির উপর সমষ্টির জীবিকার হক্‌ও আসিয়া পড়ে এবং যে পরিমাণ সে উপার্জন করে সেই পরিমাণে এই হক্‌ও আমদানি বৃদ্ধির সহিত বাড়িতে থাকে।

ইসলামী পরিভাষায় ইহার নাম انفاق فى سبيل الله আল্লাহর পথে খরচ করা।

৪. ব্যক্তিগত জীবিকায় নিজের ও পরিজনের প্রয়োজনীয় আহার, লেবাস ও বাসগৃহ অন্যান্য সমস্ত কর্তব্যের আগে ফরজ। ইহার পর পূর্বে বর্ণিত অন্যান্য কর্তব্য। সংক্ষেপে তাহার তালিকা এই :

ক. যদি 'নেছাবের মালিক' (যতটা মাল থাকিলে যাকাত ফরজ হয়) হয়, তবে সর্বপ্রথম যাকাত ইত্যাদি আদায় করা।

খ. সাদ্‌কাতে ওয়াজেবা আদায় করা সত্ত্বেও ব্যক্তিগত মালের উপর আরও কিছু সমষ্টিগত হক্‌ থাকিয়া যায়।

এইজন্য হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা:) বলেন :

وفى المال حق سوى الزكواة.

যাকাত ব্যতীত আরও কিছু হক মালের মধ্যে আছে। যথা-বায়তুল মালের অর্থ যদি প্রয়োজনীয় অভাব মিটাইতে যথেষ্ট না হয় তবে রাষ্ট্র অর্থশালীদের নিকট হইতে অর্থ লইয়া (এমনকি খুশিতে না দিলে প্রয়োজন হইলে জবরদস্তি করিয়াও) সেই অভাব পূরণ করিতে পারে যদিও তাহারা ওয়াজেব সাদ্‌কা-যাকাত ইত্যাদি আদায় করিয়া দিয়া থাকেন।

গ. সাধারণ অবস্থায় নফল সদকাত বা দান খয়রাত এইভাবে দিবে যাহাতে পরিজনের জন্য মালের কিছু অংশ রক্ষিত থাকে যেন অভাবগ্রস্ত হইয়া অন্যের গলগ্রহ হইয়া না পড়িতে হয়। কথাটি এইভাবেও বলা চলে যে, একেবারে খালি হাত না হইয়া নিজের ও পরিজনবর্গের জন্য কিছু রাখিয়া দেওয়া উচিত। হাদীস

خير الصدقة ما كان من ظهر غنى এই দিকেই ইশারা করিতেছে।

ঘ. মানুষের বিশেষ অবস্থায় ত্যাগ অর্থাৎ নিজের ভোগের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া অন্যের অভাব মোচনকেই অগ্রগণ্য মনে করিয়া ত্যাগস্বীকার করা খুবই ভাল এবং প্রশংসনীয়। কোন মানুষের মন যদি সংযম ও ধৈর্যের উচ্চস্তরে পৌঁছিয়া যায় তাহা হইলে নিজের কষ্ট ও দৈন্য সত্ত্বেও انفاق فى سبيل الله বা আল্লাহর পথে মাল

www.amarboi.org

খরচ করিয়া দেওয়া তাহার কাছে অতি মহৎ কাজ বলিয়া গণ্য হয়। সাহাবায়ে কিরামের শানে আল্লাহতায়ালা বলিতেছেন, يوثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه "নিজেদের উপর অন্যকে তাঁহারা (সাহাবায়ে কিরাম) প্রাধান্য দেন যদিও তাঁহাদের নিজেদের থাকে অভাব ও দৈন্য।" আবুজার গীফারীর (রা:) হাদীস افضل الصدقة جهد من مقل "সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সাদকা সেই ব্যক্তির যে সামান্য অর্থ পাইয়াও আল্লাহর পথে খরচ করে।"

সিদ্দিকে আক্‌বার হযরত আবু বকর (রা:) একবার তাঁহার সমস্ত মাল আল্লাহর পথে পেশ করিয়া দেন।

মোট কথা, সাধারণত মাঝামাঝিভাবে খরচ করাই অভিপ্রেত এবং 'ইকতিনাজ' অর্থাৎ সমষ্টিগত হকের প্রতি অবহেলা করিয়া ধন দওলত সঞ্চয় করিয়া রাখা ও ইহ্‌তিকার অর্থাৎ অসৎ ও নাজায়েয উপায়ে অর্থ সংগ্রহ করিয়া রাখা বা অতি লাভের আশায় জনসাধারণের প্রয়োজনীয় জিনিস আটকাইয়া রাখা হারাম ও মরদুদ। ব্যক্তিগত সম্পদ ইসলামের দৃষ্টিতে সমষ্টিগত সম্পদ অর্জন ও বৃদ্ধির জন্য একটা উপায় স্বরূপ এবং সহায়ক। বাধাস্বরূপ নহে।

আর একটি কথা এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় চিকিৎসা ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং জ্ঞান অর্জন ও জ্ঞান আলোচনা ইত্যাদির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যয়, এমন কি দৈহিক সৌন্দর্য রক্ষা এবং বাড়ী ঘরগুলি সাজাইয়া গুছাইয়া সুন্দর করিয়া রাখার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যয় করাও ইসলামের দৃষ্টিতে প্রশংসনীয়। হউক না কেন ছোট বাড়ী বা কুঁড়েঘর, উহাকেও সুন্দর করিয়া রাখিতে হইবে। যত কম দামের কাপড়ই ব্যবহার কর না কেন, মনে রাখিও উহা যেন তোমার শোভা ও সৌন্দর্য বাড়াইয়া তোলে। আল্লাহ তায়ালা বলেন :

يَا بَنِى آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِىْ سَوْآتِكُمْ وَرِيْشًا. (الاعراف : ٢٧)

"হে আদমের সন্তান, আমি তোমাদিগকে লেবাস বস্ত্র দিয়াছি যাহা তোমাদের লজ্জাস্থানকে ঢাকে আর উহা তোমাদের শোভা বৃদ্ধি করে।" (সূরা আরাফ : ২৭)

হযরত রসূলুল্লাহ (সা:) বলিয়াছেন :

الله جميل يحب الجمال . (مسلم)

"আল্লাহ সুন্দর এবং সৌন্দর্যকে ভালবাসেন।" (মুসলিম)

www.amarboi.org

হযরত (সাঃ)-এর সাধারণ দস্তুর ছিল, যখন তিনি নূতন কাপড় পরিতেন তখন তাহার মোবারক মুখে যেন আপনা হইতেই বাহির হইয়া আসিত :

الحمد لله الذی کسانی ما اواری به عورتی واتجمل بها فی حیاتی .

"সেই আল্লাহ্ তায়ালার সকল প্রশংসা যিনি আমাকে (লেবাস) পরাইয়াছেন যাহা দ্বারা আমার লজ্জা ঢাকিতেছি এবং সৌন্দর্য হাসেল করিতেছি (সুসজ্জিত হইতেছি) আমার জীবনে ।"

বিলাসিতায় ব্যয় বাহুল্য ইসলামের দৃষ্টিতে অবশ্যই দূষণীয় । কিন্তু বদসুরত বদশেকেল হইয়া থাকাও ইসলাম সমর্থন করে নাই । মৃত্যুর পরও কাফন এবং কবরকে পর্যন্ত সুন্দর করিতে আল্লাহর রসূল নির্দেশ দিয়াছেন :

اذا کفن احدکم اخاه فلیحسن کفنه (ترمذی)

মুসলমানদেরকে সম্বোধন করিয়া হযরত (সাঃ) আদেশ দিতেন, "তোমাদের কেহ যখন তাহার ভাইকে (যে কোন মুসলিম ভাই) কাফন পরায় তখন যেন সুন্দর ভাল কাফন পরায় ।" (তিরমিযী)

এক দিনের ঘটনা । একটি কবরে একটুখানি খুঁত রহিয়া গিয়াছিল । যথোচিত সুন্দরভাবে সমান করা হইয়াছিল না । খাদেমে নবী হযরত আনাস (রাঃ) বলেন :

"হুজুর (সাঃ) কবরের সেই খুঁতটুকুও দেখিতে পারিলেন না- امر بها ان تسد

'হুকুম দিলেন উহা বন্ধ করিতে ।" নিকটেই দাঁড়াইয়াছিলেন একজন সাহাবা । তিনি বলিলেন, হুজুর, ইহাতে এই বেচারা (মুরদারের) মৃতদেহের কি লাভ হইবে? হযরত (সাঃ) তাঁহাকে বুঝাইলেন :

اما انها لاتضر ولا تنفع ولكن تضر عين الحی-

'অবশ্য ইহাতে উহার কোন ক্ষতি বা লাভ নাই বটে কিন্তু জিন্দাদের চোখের ক্ষতি হয় ।'

জিন্দাদের চোখের তৃপ্তি এখানেও হযরতের (সাঃ) লক্ষ্য এড়ায় নাই ।

শরীরকে সুন্দর করিয়া সাজাইয়া রাখা হযরত (সাঃ) পছন্দ করিতেন ।

www.amarboi.org

كان النبى صلى الله عليه وسلم فى المسجد فدخل رجل ثائر الرأس والحية فاشار اليه صلى الله عليه و سلم بيده كانه يلمز باصلاح شعره ولحيته ففعل ثم رجع فقال صلى الله عليه وسلم اليس هذا خيرا من ان ياتى احدكم ثائر الرأس كانه شيطان . (مجمع الفوائد)

"একবার নবিয়ে করীম (সা:) ছিলেন মসজিদে, এই সময় একটি লোক সেখানে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার মাথার চুল আর দাড়ি ছিল এলোমেলো। হুজুর (সা:) তাঁহাকে হাত দিয়া ইশারা করিয়া তাঁহার চুল ও দাড়ি ঠিক করিতে আদেশ দিলেন। তখন সেই লোকটি দাড়ি ও চুল ঠিক করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। রসূলুল্লাহ (সা:) বলিলেন, তোমাদের কাহারও ভূতের মত এলোমেলো চুল লইয়া আসা অপেক্ষা ইহা কি ভাল নয়?" (মাজমাউল ফাওয়ায়েদ)

ফারুকে আযম হযরত উমর (রা:) একজন খুব বড় দাড়িওয়ালা লোককে দেখিয়া হাতের মুঠে সেই দাড়ি ধরিলেন এবং একজনকে হুকুম দিলেন, তিনি মুঠির নিচের খানি কাঁচি দিয়া কাটিয়া ফেলিলেন, তাহার পর হযরত উমর (রা:) বলিলেন :

يترك احدكم نفسه كانه سبع من السباع (عينى , اسلامى معاشيات)

"তোমাদের কোন কোন লোক নিজেকে এমনভাবে রাখে যেন একটা হিংস্র জন্তু।" (শারহে আইনী)

সৌন্দর্যকে ভালবাসা আর প্রত্যেকটি কাজকে সুন্দর করিয়া করা আল্লাহ বড় ভালবাসেন। হযরত (সা:) বলিতেন :

ان الله كتب الحسان على كل شىء . (اسلامى معاشيات)

"প্রত্যেক ব্যাপারে সৌন্দর্য বিধান আল্লাহতায়ালা ওয়াজেব করিয়া দিয়াছেন।"

যেভাবে কাজটি করিলে সুন্দর হয় নিখুঁত হয় ও মজবুত হয় সেইভাবে কাজটি সমাধা করিলে আল্লাহ সন্তুষ্ট হন।

হযরত (সা:)-এর বাণী :

ان العبد اذا عمل عملا احب الله ان يتقنه (كنزالعمال)

www.amarboi.org

"যখন বান্দা কোন কাজ করে তখন আল্লাহ্তায়ালা ইহাই ভালবাসেন যে কাজটি যেভাবে হওয়া দরকার ঠিক সেইভাবে নিখুঁতরূপে যেন সমাধা হয়।" (কানযুল উম্মাল)

কিন্তু সকল সৌন্দর্যের সেরা সৌন্দর্য আর সকল তৃপ্তির সেরা তৃপ্তি আত্মীয় স্বজন ও গরীব-মিসকিনের হক আদায় করিয়া তাহাদের মুখে হাসি ফুটাইয়া তোলা। আল্লাহ তায়ালার হুকুম :

وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ (بنى اسرائيل)

وَاٰتُوْا حَقَّه يَوْمَ حَصَادِه (اعراف)

"আত্মীয় স্বজন এবং মিসকিন ও মুসাফিরদিগকে তাহাদের হক্ আদায় করিয়া দাও।"

"ক্ষেতের শস্য কাটার দিন উহার হক্ আদায় কর।"

ইমাম শা'বী বলেন, এই হক ফরজ যাকাত বা 'ওশর' ছাড়া। অর্থাৎ 'ওশর' (শস্যের এক-দশমাংশ যাহা ফরজ) ছাড়াও ক্ষেতের শস্য হইতে গরীব-মিসকিনকে কিছু দান করিতে হইবে। আল্লাহ বলেন :

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ . (البقرة : ٢١٩)

'হে মুহাম্মদ (সা:)' উহারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে তাহারা কি খরচ করিবে? তুমি বলিয়া দাও প্রয়োজনের অতিরিক্ত মাল।" (সূরা বাকারা : ২১৯)

অর্থাৎ প্রয়োজনের অতিরিক্ত যাহা উদ্বৃত্ত থাকিবে তাহা আল্লাহর পথে খরচ করিতে হইবে।

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۖ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِه عَلِيمٌ . (البقرة : ٢١٥)

www.amarboi.org

"তাহারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে- কি খরচ করিবে। বল, মাল হইতে যাহা তোমরা খরচ করিবে উহা মা-বাবার জন্য, আত্মীয়-স্বজনের জন্য, এতিম ও মিসকিনের জন্য এবং মোসাফিরের জন্য। আর যে সৎকাজই তোমরা কর নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাহা জানেন।" (সূরা বাকারা : ২১৫)

কুরআন মজীদে মুমিনদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করিতে এবাদত ও পরহেজগারির সহিত আল্লাহ্র পথে খরচকেও বিশেষভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। আর মোফাস্‌সিরগণ এই সব জায়গায় খরচের অর্থ 'ফরজ যাকাত' করেন নাই। সূরা জারিয়াতে বলা হইয়াছে-

وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ • وَفِىْ أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ . (الذاريات: ١٨-١٩)

"জীবনের সমস্ত ত্রুটির জন্য ভোর রাত্রে তাহারা ক্ষমা চায় আর তাহাদের মালে ভিক্ষুক ও বঞ্চিতদের হক থাকে।" (সূরা জারিয়া: ১৮-১৯)

সূরা মাআরেজে আছে :

الَّذِيْنَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُوْنَ • وَالَّذِيْنَ فِىْ أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُوْمٌ • لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ . (المعارج : ٢٣-٢٥)

"যাহারা হামেশা নামায কায়েম রাখে এবং যাহাদের মালে নির্দিষ্ট হক থাকে ভিক্ষুক ও বঞ্চিতদের জন্য।" (সূরা মাআরেজ : ২৩-২৫)

প্রকৃত বঞ্চিত তাহারাই যাহাদের জীবিকা অর্জনের বাস্তবিকই কোন ক্ষমতা বা যোগ্যতা নাই। কিন্তু সমাজ ব্যবস্থা বা রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ত্রুটির জন্য যদি কোন মানুষ জীবিকা লাভে বঞ্চিত থাকে, তবে শুধু দান করিলেই কর্তব্য শেষ হইবে না, সমাজ বা রাষ্ট্র ব্যবস্থা সংশোধন করিতে হইবে। বলিষ্ঠ সমাজ ও রাষ্ট্রের নিখুঁত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত আর্থিক উন্নতির জন্য অপরিহার্য। পরিশ্রম এতটা করিতে হইবে যাহাতে স্বাস্থ্য নষ্ট না হয়; আর এতটুকু পরিশ্রম করিয়া এতটা আয় করিতে হইবে যাহাতে স্বাস্থ্য রক্ষা হয়; আবার দৈনন্দিন জীবনে কিছু অবসরেরও ব্যবস্থা রাখিতে হইবে যাহাতে দৈনিক কিছু জ্ঞান আলোচনা, সৎচিন্তা ও বিশ্রামের সুবিধা হয়। সমাজ ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা অনুকূল না হইলে ইহা সম্ভবপর হয় না।

www.amarboi.org

মিল্লাতের প্রত্যেক ব্যক্তির জীবন যেমন ব্যক্তিগত সত্তা ও স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী তেমনি তাহার উপর সমষ্টির অংশ হওয়ার দায়িত্বও কম নয়, বরং বেশিই। এইজন্য জিন্দেগীর কোন এক মুহূর্তেও শুধু ব্যক্তিগত সত্তার মধ্যে নিজেকে এমনভাবে হারাইয়া ফেলা উচিত নহে যাহাতে সমষ্টিগত দায়িত্ব সম্বন্ধে এতটুকুও অবহেলা বা ত্রুটি আসিয়া পড়ে। কোন ব্যক্তির অর্থনৈতিক প্রচেষ্টা ও সফলতা যাহাতে সমষ্টির অর্থনৈতিক সঙ্কীর্ণতা ও অবনতির কারণ না হইয়া বরং উন্নতির সহায়ক হয় সেই দিকে প্রত্যেকেরই নজর দেওয়া উচিত। যে সমস্ত উপায় দ্বারা মিল্লাতের ব্যক্তিদের পরস্পরের কোন না কোনরূপ সহায়তা হয় উহাও انفاق فى سبيل الله বা আল্লাহর পথে খরচ করার মধ্যেই শামিল।

আল্লাহর পথে খরচ দুই প্রকার :

১. ফরজ ও ওয়াজেব- যথা যাকাত, ওশর ইত্যাদি।
২. নফল।

নফল খরচ দুই প্রকার :

১. অভাবগ্রস্তকে একেবারে দান করিয়া দেওয়া; যথা: সদকাতে নাফেলা- দান-খয়রাত, অক্ফ, অসিয়ত, হেবা।
২. একেবারে দান না করিয়া কোনরূপ বিনিময় বা লাভ ব্যতীত সাহায্য করা; যথা: করজে হাসানা, আরিয়াত (কোন জিনিস ব্যবহারের জন্য ধার দেওয়া), আমানত।

নফল সদকা বা দান-খয়রাত

যাকাত ও ওয়াজেব সাদকা ছাড়াও অভাবগ্রস্তদের সাময়িক অভাব মোচনের জন্য ব্যক্তিগত দানকে ইসলাম 'আমলে খায়র' বা সৎকাজ বলিয়া উহার জন্য উৎসাহ দিয়াছে এবং ইহার উৎকৃষ্ট বিনিময় দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ বলিয়া বর্ণনা করিয়া কুরআন শরীফ ও হাদীসে উহার প্রতি লোকদিগকে আগ্রহান্বিত করিয়া তুলিয়াছে। যেহেতু ইহা ব্যক্তিগত দান এবং একটি সৎকাজ ও মহত্ত্বের পরিচায়ক এইজন্য ইহাতে দুইটি নৈতিক বিপদেরও আশঙ্কা আছে। দাতা দান করিয়া উপকার করার গর্ব পোষণ করিতে পারে এবং 'খোটা' দিয়া অভাবীকে লজ্জিত করিতে ও তাহার মনে কষ্ট দিতে পারে। দ্বিতীয়ত, তাহার এই দান আল্লাহর সন্তুষ্টি ও অভাবগ্রস্তের অভাব মোচনের উদ্দেশ্যে না হইতে পারে বরং লোক

www.amarboi.org

দেখানো এবং বাহাদুরী বা লোকের বাহ্‌বা পাওয়ার জন্যও হইতে পারে। এই নৈতিক বিপদ-আশঙ্কা ও আত্মপ্রবঞ্চনা বন্ধ করার জন্য বলা হইয়াছে :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُبْطِلُوْا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالأَذَىٰ كَالَّذِىْ يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلاَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ. (البقرة : ٢٦٤)

"হে ঈমানদারগণ, উপকার করার পর খোটা দিয়া এবং মনে কষ্ট দিয়া তোমাদের সদকা-খয়রাতকে নষ্ট করিয়া দিও না, সেই ব্যক্তির মত যে তাহার মাল লোকদিগকে দেখাইবার জন্য খরচ করে এবং না আল্লাহর উপর ঈমান রাখে আর না আখেরাতের দিনের উপর।" (সূরা বাকারা : ২৬৪)

অক্‌ফ

আল্লাহর রাস্তায় খরচের একটি মহৎ এবং শ্রেষ্ঠ উপায় অক্‌ফ। ব্যাপকভাবে ইহার প্রচলন করিতে ইসলাম বিশেষভাবে উৎসাহ দিয়াছে এবং সাহাবায়ে কিরাম কার্যত ইহা জারি করিয়া এই ব্যবস্থাকে মজবুত করিয়া দিয়াছেন। মানুষ বহু কষ্ট করিয়া উপার্জন করে এবং কিছু কিছু সঞ্চয় করে সম্পত্তিরও মালিক হয়। এই সম্পত্তি ও সঞ্চয় তাহার আদরের ধন। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন- তোমার এই অতি আদরের ধন হইতে কিছু আল্লাহর পথে সমষ্টির কল্যাণের জন্য খরচ না করা পর্যন্ত কল্যাণ পাইতে পার না :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ . (ال عمران : ٩٢)

"কিছুতেই তোমরা কল্যাণের নাগাল পাইতে পারিবে না যে পর্যন্ত তোমাদের প্রিয় বস্তু হইতে কিছু খরচ না করিবে।" (সূরা আলে-ইমরান : ৯২)

মানুষের জীবন চিরস্থায়ী নয়। হালাল উপায়ে কষ্টে অর্জিত প্রিয় স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি হইতে মিল্লাতের উপকারের জন্য অক্‌ফ করিয়া গেলে সদকায়ে জারিয়া রূপে ইহাই মানুষকে অমর করিয়া রাখিবে। নবীয়ে করীম (সা:) বলিয়াছেন :

عن ابى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له .

"হযরত আবু হুরায়রা (রা:) হইতে বর্ণিত যে, নবী (সা:) বলিয়াছেন, যখন লোক মরিয়া যায় তাহার আমল বন্ধ হইয়া যায়, কিন্তু তিনটি আমল (চিরকাল জারি

www.amarboi.org

থাকে) : সদকায়ে জারিয়া, ইলম বা জ্ঞান চর্চা যদ্বারা লোকের উপকার হইতে থাকে, সুসন্তান যে তাহার জন্য দোয়া করে।"

সদকায়ে জারিয়ার যে ব্যাখ্যা ইসলামের বিশেষজ্ঞগণ দিয়াছেন তাহার মধ্যে অক্ফ সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বপ্রধান।

এইজন্যই অবস্থাশালী সাহাবাগণ (রা:) এই উৎসাহে সাড়া দিয়াছেন এবং নিজের সম্পত্তি অক্ফ করিয়া আল্লাহর পথে দান করিয়া দিয়াছেন।

হযরত আনাস (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবু তালহা (রা:) মদীনার আনসারদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা মালদার ধনী ছিলেন এবং তাঁহার সর্বাপেক্ষা প্রিয় সম্পত্তি ছিল বিরহা নামক খেজুরের বাগান, মসজিদে নববীর নিকটে এবং সামনে। রসূলে আকরাম (সা:) সেখানে তশরিফ নিতেন এবং সেখানকার মিষ্টি পানি পান করিতেন। তারপর যখন لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ আয়াতটি নাযিল হইল তখন হযরত আবু তালহা (রা:) দাঁড়াইয়া নিবেদন করিলেন, ইয়া রসূলুল্লাহ, আল্লাহ্ তায়ালা যখন এই বলেন- আর আমি আমার ধন-সম্পত্তির মধ্যে ইহাকে সর্বাপেক্ষা প্রিয় মনে করি, আজ হইতে ইহা আল্লাহর নামে সদকা করিয়া দিলাম, আমি আল্লাহ তায়ালার কাছে সওয়াব ও তাঁহার নিকট খায়ের ও নেকী চাই। এখন আপনার এখতিয়ার যেরূপ ইচ্ছা করেন সেইরূপে ইহাকে ব্যয় করুন।

রসূলে আকরাম (সা:) তাঁহারই আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে উহার আয়কে অক্ফ করিয়া দেন। এইরূপে হযরত উমর (রা:) খয়বরের জায়গীর যাহা তাঁহার অংশে আসিয়াছিল আল্লাহর নামে অক্ফ করিয়া দিয়াছেন :

"হযরত উমর (রা:) উহা সদকা করিয়াছেন এই শর্তে যে, এই যমিন বেচা-কেনা করা যাইবে না, উত্তরাধিকারেও নেওয়া যাইবে না এবং হেবাও করা যাইবেনা। হযরত উমর (রা:) উহাকে গরীব আত্মীয়-স্বজন, গোলাম আজাদ করা এবং অন্যান্য সৎকাজ ও মেহমান মুসাফিরদের জন্য অক্ফ করিয়া দেন। ইহাও পরিষ্কার উল্লেখ করেন যে, যিনি ইহার মোতাওল্লী হইবেন তিনি ইহা হইতে ন্যায়সঙ্গতরূপে তাহার খরচ নিতে পারিবেন এবং জমা করিয়া না রাখিয়া নিজের বন্ধু-বান্ধবদেরও মোটামুটিভাবে খাওয়াইতে পারিবেন।"

অক্ফের সঠিক সংজ্ঞা ইহাই যাহা হযরত উমরের এই ঘটনায় উল্লেখ আছে। অর্থাৎ যে সম্পত্তি বা কোন জিনিস আল্লাহর নামে অক্ফ করা হইবে তাহার আয় গরীব মিস্কিন, মুসাফির, ঋণগ্রস্ত আত্মীয়-স্বজন, এতিম ইত্যাদির উপর ব্যয়

www.amarboi.org

করিতে হইবে। ইহা কেহ বিক্রি করিতে পারে না, হেবা করিতে পারে না এবং অক্ফকারীর উত্তরাধিকারীদের মধ্যেও ভাগ হইতে পারে না।

অক্ফ যদি স্থাবর সম্পত্তি ও যমিন হয় তবে উহা খলীফা বা শাসনকর্তার সমস্ত এখতিয়ার ও অধিকার হইতে মুক্ত থাকে যাহা অন্য রকমের যমিনে সাধারণত তাহার জন্য জায়েয থাকে। অক্ফের ভাল ভাল কাজ ব্যতীত অন্য কোনরূপ পরিবর্তন উহাতে করা চলে না বা এমন কোন কাজ উহাতে করা যায় না যাহাতে উহার আমদানির কোন লোকসান হয় বা ঘাটতি হয়। অক্ফের মধ্যে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিতে হয় যে, অক্ফকারীর উল্লিখিত জায়েয উদ্দেশ্যকে শরীয়তের স্পষ্ট নির্দেশের মত পুরা করা নেহায়েতই জরুরী। ইহাতে কোনরূপ ট্যাক্স বসান যাইতে পারে না; কারণ ইহা ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়, লোকের উপকারের জন্য সুরক্ষিত সম্পত্তি।

হেবা

হেবাও জনকল্যাণের একটা ভাল উপায় যদি উদ্দেশ্য সৎ হয় এবং হুকুকুল্লাহ যথা যাকাত ইত্যাদি ও হুকুকুল ইবাদ অর্থাৎ অন্য কাহারও হক নষ্ট করার ইচ্ছা না থাকে। একজন অবস্থাশালী লোক তাহার নিজের প্রয়োজন এবং সমষ্টিগত কর্তব্য ও হুকুক্ পালন করার পর যদি তাহার নিকট অতিরিক্ত উদ্বৃত্ত থাকে তাহা হইলে সেই উদ্বৃত্ত মাল অভাবগ্রস্তদের অভাব মোচনে ব্যয় করা সঙ্গত। এই ব্যয় করার বিভিন্ন পথের মধ্যে নগদ অর্থ বা সম্পত্তি কোন অভাবগ্রস্তকে হেবা করিয়া দেওয়াও একটি পথ। হাদিয়াও হেবার মধ্যে শামিল।

যদি সওয়াব ও ইন্তেজার ব্যতীত কোন লোক তাহার কোন ভাইর সহিত আর্থিক সদ্ব্যবহার অর্থাৎ কিছু হাদিয়া বা হেবা প্রদান করে তবে উহা কবুল করা উচিত। ফিরাইয়া দেওয়া সঙ্গত নয়, কারণ ইহাও একটা রুজি যাহা আল্লাহ তায়ালা এই বাহানায় তাহার জন্য নির্ধারিত করিয়াছেন।

ওসিয়ত

ওসিয়তও জনকল্যাণের একটা পথ এবং সৎকাজ। মানুষ জীবনে যদিও মৃত্যুর কথা একেবারে ভুলিয়া থাকিতে পারে না এবং অনবরত অনেক মৃত্যুর ঘটনা তাহার সামনে ঘটে, কিন্তু তবুও কত ওয়াজিব হক ও নফল হক সম্বন্ধে গাফলতি

www.amarboi.org

করে। যখন মৃত্যু আসিয়া সম্মুখে উপস্থিত হয় তখন উহা পূরণ করার জন্য অস্থির হইয়া পড়ে, কিন্তু উহা পূরণ করার পর অবসর নাই, তখন ইসলামের ব্যবস্থায় উহা পূরণ করার জন্য ওসিয়তই একমাত্র উপায় থাকিয়া যায়।

ইসলামী শরীয়তে কোন জিনিস বা সম্পত্তি অথবা উহার মুনাফা সম্বন্ধে এই কথা বলিয়া দেওয়া বা লিখিয়া দেওয়া যে, আমার মৃত্যুর পর ইহা অমুকের জন্য বা অমুককে দিয়া দিতে হইবে। ইহারই নাম ওসিয়ত। কিন্তু যেহেতু মৃত্যুর পর তাহার অর্থে ও সম্পত্তিতে ওয়ারিশদের হক শামিল হইয়া যায়, সেইজন্য শরীয়ত মাত্র তিন ভাগের একভাগে ওসিয়ত জায়েয ও কার্যকরী হওয়া নির্ধারিত করিয়া দিয়াছে।

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اوص بالثلث والثلث كثير .

ইহা ব্যতীত আরও কিছু শর্ত ওসিয়তের ব্যাপারে ঠিক করিয়া দেওয়া হইয়াছে; যথাلا وصية لوارث- অর্থাৎ ওয়ারিশের জন্য ওসিয়ত দুরস্ত হইবে না। কারণ সেত ওয়ারিশ হিসাবেই হক্‌দার আছে। তাহার জন্য ওসিয়ত করার অর্থ অন্য ওয়ারিশের হক্‌কে ক্ষতিগ্রস্ত করা। হযরত (সা:) ফরমাইয়াছেন :

الاضرار فى الوصية من الكبائر .

"ওসিয়তে কোন হক্‌দারকে ক্ষতিগ্রস্ত করা কবিরা গোনাহ।"

এইসব শর্তের পূর্বে ইহাও অতি প্রয়োজনীয় শর্ত যে, ওসিয়তকারী এতদূর ঋণগ্রস্ত না হয়, যে যে মালে সে ওসিয়তের করিতেছে উহা সব ঋণ শোধেই শেষ হইয়া যায়। কারণ ঋণগ্রস্ত পরিশোধ করার স্থান ওসিয়ত এবং উত্তরাধিকারেরও পূর্বে। এমনকি ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি যদি এতদূর নিঃস্ব হয় যে, মৃত্যুর সময় সে ঋণ শোধের উপযোগী কিছুই রাখিয়া যাইতে পারে নাই তবে রাষ্ট্রের উপর উহার ঋণ শোধ করার দায়িত্ব আসিয়া পড়ে।

মোটকথা ওসিয়ত একটা আমল যদ্বারা ধনী ব্যক্তি জীবনের শেষ মুহূর্তে সদ্ব্যবহার ও সৎকাজ রূপে দরিদ্র ও অভাবগ্রস্ত লোকদিগকে আর্থিক উপকার করিতে পারে। অনেক সময় ওসিয়তের এই কার্যপদ্ধতি দ্বারা সমষ্টিগত অনেক প্রয়োজনীয় কাজ ভালভাবে আঞ্জাম পাইতে পারে। এইজন্য কুরআন পাক উত্তরাধিকারের হুকুম আহকাম বয়ান করিবার সময় বার বার স্পষ্টরূপে বলিয়া দিয়াছে যে ওসিয়ত উত্তরাধিকারের অগ্রগণ্য।

www.amarboi.org

مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوْصُوْنَ بِهَا اَوْ دَيْنٍ .

অর্থাৎ সকলের আগে ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে।

তাহার পর যাহা থাকিবে তাহার তিন ভাগের এক ভাগ দ্বারা ওসিয়ত আদায় করিতে হইবে, তাহার পর অবশিষ্ট ওয়ারিশদের মধ্যে ভাগ হইবে।

করজে হাসানা

আল্লাহর পথে খরচ ও পরস্পর সহায়তার বিভিন্ন উপায়ের মধ্যে একটি বিশেষ উপকারী ও কার্যকরী উপায় 'করজে হাসানা'। ইহা অভাবগ্রস্তের সাময়িক অভাব পূরণের অসিলা আর গরীব ও পুঁজিহীন মানুষের ব্যবসা, কৃষি ও শিল্প কারবার চালাইবার একটা উপায়।

কোন অবস্থাশালী ব্যক্তি অভাবগ্রস্ত লোকের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য আর তাহার অভাব পূরণের জন্য এমনভাবে তাহাকে অর্থ সরবরাহ করিল (কর্জ স্বরূপ) যাহার বিনিময়ে সুদ বা অন্য কোনরূপ মুনাফা লাভ করিল না; ইহাকেই 'করজে হাসানা' বলে। ইহা সম্পূর্ণ একটা নৈতিক ব্যাপার। এই জন্য হাদীসে এইরূপ ঋণগ্রস্তের বাড়ীতে দাওয়াত কবুল সম্বন্ধেও ঋণদানকারীকে সতর্কতা অবলম্বন করার হুকুম দেওয়া হইয়াছে, যাহাতে এই উপকারের বিনিময় লাভ করার দ্বার একেবারেই রুদ্ধ হইয়া যায়। কারণ, হইতে পারে ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি এই জন্য ঋণদাতাকারীকে দাওয়াত করে বা তাহাকে হাদিয়া পেশ করে যাহাতে তিনি শীঘ্র করজ শোধ করার তাগাদা না করেন। এইরূপ দাওয়াত বা হাদিয়া এই অবস্থায় সুদের মধ্যে গণ্য হইয়া যাইবে। তবে যদি ইহাদের মধ্যে পূর্ব হইতেই এইরূপ খাওয়া-দাওয়ার ঘনিষ্ঠতা ও ব্যবহার চলিয়া আসিয়া থাকে তবে ইহা সুদের মধ্যে গণ্য হইবে না।

করজে হাসানার ব্যাপারে ঋণীর পক্ষ হইতে বিশ্বাসঘাতকতার ও অঙ্গীকার ভঙ্গের খুবই আশঙ্কা আছে। এইজন্য এইরকম সাহায্যকে ওয়াজিব করা হয় নাই। শুধু আল্লাহ তায়ালার পুরস্কারের ওয়াদার সহিদ নৈতিক উৎসাহ দেওয়া হইয়াছে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন :

مَنْ ذَا الَّذِىْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيْمٌ . (الحديد : ١١)

www.amarboi.org

"এমন কেহ আছে কি যে আল্লাহকে করজে হাসানা দিবে আর আল্লাহ তায়ালা তাহাকে নিজ ইচ্ছায় কয়েকগুণ বেশী করিয়া বিনিময় দিবেন (অর্থাৎ আখেরাতে বদলা দিবেন যাহা দুনিয়ার মুনাফা হইতে অনেক বেশী) আর দিবেন তাহার জন্য সম্মানের সওয়াব।" (সূরা হাদীদ : ১১)

পক্ষান্তরে ঋণী ব্যক্তিকেও কঠিনভাবে সতর্ক করিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, করজে হাসানা অর্থ ইহা নয় যে, পরিশোধ করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও অন্যের অর্থ হজম করিয়া ফেলিবে অথবা পরিশোধ করিতে বিলম্ব করিয়া ঋণদাতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করিবে। নবীয়ে আকরাম (সা:) বলিয়াছেন :

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ (متفق عليه)

ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও অন্যের হক আদায় করিতে বিলম্ব করা বড়ই জুলুম! (বুখারী, মুসলিম)

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين مقضى. (ابو داؤد)

"রসূলুল্লাহ (সা:) বলিয়াছেন, সময় মত কর্জ ফিরাইয়া দেওয়া ওয়াজিব।" (আবু দাউদ)

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل اليد ما اخذت حتى

تودى . (ترمذى)

"রসূলুল্লাহ (সা:) বলিয়াছেন, যাহা কেহ কাহারও নিকট হইতে নিয়াছে যতক্ষণ তাহা আদায় করিয়া না দিবে ততক্ষণ উহা আদায়ের দায়িত্ব তাহার উপর বরাবর কায়েম থাকিবে।" (তিরমিযি)

যিনি করজে হাসানা দিলেন তিনি যদি ঋণী ব্যক্তির অভাব ও পরিশোধের অক্ষমতার প্রতি লক্ষ্য করিয়া ঋণ আদায়ের জন্য তাগাদা না করেন তবে প্রতিদিন সেই ঋণের পরিমাণ সদকা-খয়রাত করার সওয়াব পাইতে থাকিবেন।

মোট কথা, দাতা যদি বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীর প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আখেরাতের সওয়াবের আশায় করজে হাসানা দেন এবং করজ গ্রহণকারী যদি উহা পরিশোধে সৎ-স্বভাবের পরিচয় দেন, তবেই ইহার অধিক প্রচলন হইতে পারে।

www.amarboi.org

আরিয়াত

অর্থনৈতিক ব্যবস্থার নৈতিক শাখায় আরিয়াতের স্থান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নিজের প্রয়োজনীয় ব্যবহারের সামান কোনরূপ বিনিময় ব্যতীত অন্যকে ব্যবহার করার জন্য ধার দেওয়াকে আরিয়াত বলা হয়। কাজ হইয়া গেলে উহা ফিরাইয়া আনিবে। যেমন, দা, কোদাল, কুড়াল, ডেকচি, পাতিল ইত্যাদি। ইসলামী ফিকায় আরিয়াত সম্বন্ধে বলা হইয়াছে :

واجمعت الائمة على جوازها واستحبابها واستحسانها لما فيها من اجابة المضطر واعانة الملهوف. (سعيديات)

"এই বিষয়ে ইমামগণ একমত যে, আরিয়াত শুধু জায়েয নহে বরং নেক কাজ ও মুসতাহাব; কারণ ইহাতে অসহায় অক্ষমের অভাব পূরণ হয় ও রিক্তের সাহায্য ও সহায়তা হয়।"

কে না জানে যে প্রয়োজনের প্রত্যেক জিনিস সকলের নিকট থাকে না। এমন মানুষও আছে যাহার ক্রয় করিবার শক্তি নাই। সুতরাং এইরূপ ব্যক্তির সাহায্যের জন্য আরিয়াতের এই সহজ পথটি যদি সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে না থাকে আর ইহা প্রচলনের চেষ্টা যদি না করা হয় তবে পরস্পর অর্থনৈতিক ও সামাজিক সহায়তার একটা জরুরী অংশই বাদ পড়িয়া যায়।

কুরআনে আযীযে এইরূপ লোককে ভর্ৎসনা করা হইয়াছে যাহারা অক্ষম ও অভাবগ্রস্ত লোককে এইরূপ সাহায্য করে না আর নিজের জিনিস আরিয়াতরূপে ধার দিতেও অবহেলা করে।

وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ . (الماعون : ٧)

"তাহাদের জন্যও ধ্বংস যাহারা ব্যবহারের জিনিসকে আরিয়াতরূপে ধার দেয় না।" (সূরা মাউন : ৭)

মোটের উপর আরিয়াত নৈতিক মহত্ত্বের একটা পরিচয়। ইহার জন্য নৈতিক উৎসাহ দেওয়া হইয়াছে। যেহেতু ইহাতে জিনিসের ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা রহিয়াছে সেইজন্য যাহারা আরিয়াত নেয় তাহাদিগকে বিশেষভাবে সতর্ক করিয়া দেওয়া হইয়াছে যেন এইরূপ ধার নেওয়া জিনিসকে নিজের স্বত্ব না মনে করে। সাবধানতার সহিত ব্যবহার করিয়া প্রয়োজন মিটিয়ে গেলে তৎক্ষণাত উহার মালিককে ফিরাইয়া দিতে হইবে। এই জন্য নবীয়ে আকরাম (সাঃ) বলিয়াছেন :

www.amarboi.org

العارية مؤداة . (ترمذى وابو داؤد)

"আরিয়াতের জিনিস ফিরাইয়া দেওয়া আরিয়াত গ্রহণকারীর দায়িত্ব।" (তিরমিযী, আবু দাউদ)

আমানত

কোন বিশ্বস্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট কোন মাল বা অর্থ গচ্ছিত রাখাকে আমানত বলা হয়।

বাহ্যিক দৃষ্টিতে যদিও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে আমানতের কোন সম্পর্ক দেখা যায় না, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ইহাও অনেক সময় জরুরী অর্থনৈতিক প্রয়োজন মিটাইতে পারে। কোন ব্যক্তি যদি নগদ অর্থ বা মাল কোন বিশ্বস্ত ব্যক্তির নিকট আমানত রাখে, আর তাহাকে প্রয়োজনের সময় উহা কাজে লাগাইবার অনুমতি দেয়, তাহা হইলে তাহার যে অর্থনৈতিক উপকার হয় তাহা কে অস্বীকার করিতে পারে? বিশেষত: যদি এমন কোন জনকল্যাণের কাজে উহা ব্যবহার করা হয় যাহাতে পুঁজি ঠিকই থাকিয়া যায় অথচ সমাজের উপকার হয়।

আমানতের ব্যাপারে সব সময়েই খেয়ানতের অর্থাৎ বিশ্বাসঘাতকতার আশঙ্কা থাকে। এইজন্য ইহাতে উভয় পক্ষকে নৈতিক চাপ দেওয়া প্রয়োজন। যাহার নিকট উদ্বৃত্ত অর্থ আছে, তাহাকে যেমন আল্লাহর পথে খরচ করার জন্য উৎসাহ দেওয়া উচিত তেমনি কোন বিশ্বস্ত লোক বা বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠানের নিকট আমানত রাখার জন্যও উৎসাহ দেওয়া যাইতে পারে। বিশেষত: প্রকৃত ইসলামী দেশের ইসলামী সরকারের নিকট আমানত রাখার ব্যবস্থা অতি প্রয়োজনীয়। ইহাতে একদিকে সঞ্চিত অর্থ নিরাপদে সরকারের নিকট সুরক্ষিত রহিল, অন্যদিকে সরকারের মারফত উহা বিভিন্নরূপ জনকল্যাণের কাজেও সহায়তা করিল। ইহাতে নিশ্চয়ই আল্লাহতায়ালার কাছে সওয়াব পাওয়া যাইবে। সেভিংস ব্যাংকে সরকারের নিকট আমানতই রাখা হয় কিন্তু ইহাতে সুদের ব্যবস্থা আছে। বিনা সুদে আমানত রাখার ব্যবস্থা করা উচিত। আল্লাহ্ তায়ালার কাছে যে সওয়াব পাওয়া যাইবে তাহা কি কম লাভ? যে লাভে আখেরাতে আযাব, তাহাকে কোন মুসলমানই লাভ বলিয়া মনে করিতে পারে না। সরকারের কাছে বিনা সুদে আমানত রাখিলে দুই রকম লাভই হয়। প্রথমত: সঞ্চিত অর্থ নিরাপদে রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব সরকারের উপর পড়িল, দ্বিতীয়ত: আখেরাতে আল্লাহর

www.amarboi.org

কাছে বেহেশতে উহার বিনিময়ে অতুলনীয় সম্পদ লাভ হইবে। কারণ উহা দ্বারা সমষ্টির সহায়তা করা হইবে।

যাহার নিকট আমানত রাখা হয় সে যাহাতে বিশ্বাসঘাতকতা না করে সেইজন্য দুনিয়ার দুর্নাম ও আখেরাতে আল্লাহর আযাবের কথা মনে করাইয়া দিয়া বিশ্বস্ততার সহিত আমানত রক্ষার জন্য উৎসাহ দিতে হইবে। বিশ্বস্ততার সহিত আমানত রক্ষা করিলে এবং মালিকের অনুমতিক্রমে উহা দ্বারা নিজের বা সমাজের কল্যাণকর কাজ করিলে দুনিয়ায়ও তাহার লাভ হইল আর আখেরাতেও আল্লাহর কাছে সওয়াব পাইবে এবং সম্মান লাভ করিবে।

কুরআন মজীদে বলা হইয়াছে–

إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ اِلَىٰ أَهْلِهَا . (النساء : ٥٨)

"আল্লাহ তোমাদিগকে আদেশ করেন যে, আমানতকে উহার সত্যিকারের মালিকের নিকট ফিরাইয়া দাও।" (সূরা নিসা : ৫৮)

اد الامانة الى من ائتمنك ولا تخن من خانك . (ابو داؤد وترمذى)

"বিশ্বস্ত লোকের নিকট আমানত রাখ, আর তোমার সহিত যে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে তাহার সহিতও তুমি বিশ্বাসঘাতকতা করিও না।" (আবু দাউদ, তিরমিযী)

لا ايمان لمن لا امانة له . (البيهقى فى شعب الايمان, مشكوة)

"যাহার আমানত নাই অর্থাৎ যে বিশ্বাসঘাতকতা করে তাহার ঈমানও নাই।" (বায়হাকী, মিশকাত)

اَنَّ اللّٰهَ لا يُحِبُّ الْخَائِنِيْنَ . (الانفال : ٥٨)

"আল্লাহ তায়ালা খেয়ানতকারীকে ভালবাসেন না।" (সূরা আনফাল : ৫৮)

উদ্বৃত্ত সঞ্চিত অর্থ আমানতরূপে সামাজিক কল্যাণে ব্যবহার করিতে যদি কেহ চায় অথচ নিরাপদে সুরক্ষিতও রাখিতে চায় তবে তাহার পথ এই যে, উহা কোন বিশ্বস্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট আমানত রাখিয়া তাহাকে উহা কাজে লাগাইয়া লাভবান হওয়ার অনুমতি দিতে হইবে। অবশ্য শর্ত এই থাকিবে যে, প্রয়োজনের সময় উহা তাহাকে ফেরত দিতে হইবে। আর সেই বিশ্বস্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যে

www.amarboi.org

উহা সুরক্ষিত রাখার দায়িত্ব গ্রহণ করিল ইহাকেই একটা লাভ মনে করিবে আর মনে আখেরাতের সওয়াবের নিয়তও রাখিবে। ইহা কতকটা ব্যাংকে টাকার রাখার মতই। তবে ইহা দ্বারা সুদ গ্রহণ করা যাইবে না আর এই ব্যবস্থায় পুঁজিপতিত্বের মারাত্মক অপকারগুলিও আসিবে না। ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় আমানতের কল্যাণকর দিকটা ঠিক রাখিয়া পুঁজিবাদ ব্যবস্থার অকল্যাণের সুযোগকে প্রতিরোধ করা হইয়াছে। হাদীসে বলা হইয়াছে :

"আমানত আর্থিক স্বচ্ছলতা।" আমানতে একপ্রকার আর্থিক জনকল্যাণ সাধিত হয়। বিখ্যাত মোহাদ্দিস ইবনে আসির নেহায়া গ্রন্থে এই কথাটির ব্যাখ্যা করিয়াছেন :

"হাদীসের এই কথাটির অর্থ এই যে, আমানত আমিনের আর্থিক স্বচ্ছলতার কারণ হইয়া পড়ে। কারণ যখন কাহারও বিশ্বস্ততার খ্যাতি ছড়াইয়া পড়িবে তখন অধিক সংখ্যক লোক তাহাদের উদ্বৃত্ত মালকে তাহার নিকট আমানত রাখিতে অগ্রসর হইবে আর এইরূপে আমানত তাহার আর্থিক স্বচ্ছলতার কারণ হইবে।"

এইরূপে ইহাও বুঝা যায় যে, এই আদর্শ দেখিয়া অন্য লোকেও এইরূপ বিশ্বস্ত তার সহিত আমানত রাখিতে চেষ্টা করিবে আর তাহারও এইরূপ স্বচ্ছলতার সুযোগ হইবে।

সঞ্চিত অর্থ দ্বারা যদি জনকল্যাণ সাধিত হয় আর সঞ্চিত অর্থ এইরূপে সুরক্ষিত থাকে তবে কত সুবিধা ভোগ করার সুযোগ হয়!

মানুষ যে যে উপায়ে ও যে যে পথে জীবিকা উপার্জন করে তাহার প্রত্যেকটি এত জটিল ও এত বাধা বিঘ্নসঙ্কুল যে, যে কোন উপায় অবলম্বন করিয়া এবং যথাসাধ্য সতর্কতার সহিত সকল কর্তব্য সমাধা করিয়াও নিশ্চয়তার সহিত বলা যায় না যে, এই পথে জীবিকা অর্জনে কৃতকার্যতা আসিবেই। অলক্ষ্যে কত রকম ভুলত্রুটি হইতে পারে, আবার এমন কত প্রতিকূল অবস্থাও আসিয়া দাঁড়াইতে পারে যাহা অতিক্রম করা মানুষের সাধ্যের অতীত। যে সব উপায় উপকরণ জীবিকা অর্জনে ব্যবহৃত হয় তাহার প্রত্যেকটি সম্পূর্ণ আল্লাহর হাতে তাহার সৃষ্টি, তাহার কার্যকারিতা, তাহার ভিতর-বাহিরের সকল আইন-কানুন সবই আল্লাহর হাতে-তাহারই নিয়ন্ত্রণ অধীনে। এমনকি খোদ মানুষের ভিতর বাহিরের সকল শক্তি ও ক্ষমতা আল্লাহরই দেওয়া। যে আসমান ও যমিনের প্রাকৃতিক ব্যবস্থার সহিত মানুষের জীবিকার সম্বন্ধ জড়িত তাহার সব কিছু আল্লাহ তায়ালারই সৃষ্টি।

www.amarboi.org

একদিকে মানুষের জ্ঞান ও ক্ষমতা সীমাবদ্ধ আবার অন্য দিকে বিরাট বিপুল বিশ্ব প্রকৃতির আইন-কানুন ব্যাপক ও জটিলতাপূর্ণ। সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান একমাত্র আল্লাহ্ তায়ালার দেওয়া শক্তি ও তওফিক আর তাঁহারই সাহায্য ও সহায়তায়ই মানুষের জীবিকা অর্জন সহজ হইতে পারে। যে ব্যক্তি জীবিকার জন্য যেই উপায় অবলম্বন করিবে সেই সম্বন্ধে পুরাপুরি জ্ঞান লাভে যথাসাধ্য চেষ্টা এবং সতর্কতার সহিত যথাসাধ্য সমস্ত তদবীর অবলম্বন করিয়া আল্লাহ্ তায়ালার উপর পূর্ণ ভরসা রাখিয়া সব সময়ে তাহার নিকট সাহায্য ভিক্ষা করিলে আল্লাহ্ তায়ালার রহমতে শুধু জীবিকা অর্জনেই নয়, সমস্ত জিন্দেগীতেই সত্যিকারের সফলতা ও আনন্দ আসিবে।

ঈমান, একিন, তওবা, এস্তেগফার, সালাত, যাকাত, হজ্জ, রোযা ইত্যাদি সর্বপ্রকার নেক ও জনকল্যাণের কাজ এবং মানুষের অর্থনৈতিক সাহায্য শুধু আখেরাতের শান্তি ও সুখই আনিবে না, সঙ্গে সঙ্গে দুনিয়ার জিন্দেগীকেও পবিত্র ও সুখময় করিয়া তুলিবে, জীবিকার সমস্ত উপায় উপকরণও তাহার জন্য সহজসাধ্য হইয়া উঠিবে। যে আল্লাহ্ সব কিছু পয়দা করিয়াছেন ও করিতেছেন তাঁহারই নিকট হইতে উহা লাভ করিবার জন্য তাঁহার কথামত কাজ করা, তাঁহারই দেওয়া শরীয়ত ও প্রকৃতির আইন-কানুন মানিয়া চলার চেষ্টা করা, তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে সকল কাজ হইতে দূরে থাকা, সাধ্যমত তাঁহার ইচ্ছা ও মর্জির উপর চলা, ভুলে বা কোন দুর্বল মুহূর্তে তাঁহার আনুগত্য হইতে সরিয়া পড়িলে ক্ষমা চাহিয়া আবার তাহারই দুয়ারে ফিরিয়া আসা, সমস্ত তদবীর অবলম্বন করিয়াও সব সময়েই শুধু তাঁহারই কাছে আকুলভাবে সাহায্য চাওয়া, এইগুলিই বাস্তবিক পক্ষে জীবিকা অর্জনের সত্যিকারের বিজ্ঞানসম্মত তদবীর ও প্রচেষ্টা।

আল্লাহ্ বলেন-

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ

وَالْأَرْضِ . (الاعراف : ٩٦)

"নিশ্চয়ই যদি পল্লীবাসীরা ঈমান আনে ও পরহেজগারী অবলম্বন করে অর্থাৎ সৎ হয় তবে নিশ্চয়ই আমি তাহাদের উপর আসমান ও যমিন হইতে বরকত খুলিয়া দিব।" (সূরা আরাফ : ৯৬)

www.amarboi.org

অর্থাৎ ঈমান ও তাকওয়ার শক্তিতে আল্লাহর নিকট হইতে অর্থনৈতিক সাহায্য লাভ করা যায়।

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً . (النحل : ٩٨)

"যে ব্যক্তি ঈমানদারীর সাথে সৎকাজ করে- পুরুষ হউক অথবা নারী, তাহাকে নিশ্চয়ই আমি পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন জীবনের সহিত বাঁচাইয়া রাখিব।"

(সূরা নাহল : ৯৮)

স্পষ্টভাবে আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করিয়াছেন-

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ط وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. (الطلاق : ٢-٣)

"আল্লাহকে ভয় করিয়া অন্যায় ও গোনাহ হইতে যে বাঁচিয়া থাকিবে, আল্লাহ তাহার জন্য মুক্তির পথ তৈরি করিয়া দিবেন ও তাহাকে এমন স্থান হইতে রুজি দিবেন যেখান হইতে সে ইহা আশাও করে নাই।" (সূরা তালাক : ২-৩)

যে তওবা ও এস্তেগফারের ফল শুধু আখেরাতে পাওয়া যাইবে বলিয়া মনে করা হয় তাহাকেই আল্লাহ তায়ালা বৃষ্টি বর্ষণের উপায়রূপে ঘোষণা করিয়াছেন। উম্মতকে সম্বোধন করিয়া বলা হইয়াছে :

يَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوْا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ . (هود : ٥٢)

"হে আমার জাতি, ক্ষমা চাও তোমাদের রবের নিকট আর তাঁহারই কাছে ফিরিয়া যাও, তিনি তোমাদের উপর আসমানকে মুষলধারায় বৃষ্টিমুখর করিবেন আর বৃদ্ধি করিয়া দিবেন তোমাদের শক্তির উপর শক্তি।" (সূরা হুদ : ৫২)

জীবনে যে সমস্ত অন্যায় করিয়া বিশ্বপালক আল্লাহর রহমত হইতে সরিয়া পড়িয়াছ তাহার জন্য এস্তেগফার কর, তাঁহার দরবারে ক্ষমা চাও, আর তাঁহার

www.amarboi.org

নিকট তওবা কর, ফিরিয়া আস তাহার কাছে। আল্লাহর রহমতস্বরূপ বৃষ্টি নামিবে, তোমাদের শক্তি বাড়িবে।

জনকল্যাণকর সৎকাজে কিরূপে জীবিকা অর্জনে আল্লাহ তায়ালার সাহায্য আসে তাহার একটি দৃষ্টান্ত রসূলুল্লাহ (সা:) এইভাবে দিয়াছেন :

"মাঠের মধ্য দিয়া যাইতে যাইতে এক ব্যক্তি হঠাৎ এক টুকরা মেঘের মধ্য হইতে একটি শব্দ শুনিতে পাইলেন, 'অমুক ব্যক্তির বাগানে পানি সেচন কর' তারপর সেই মেঘ টুকরা এক কিনারে সরিয়ে গেল আর তাহার সমস্ত পানি এক মাঠে ঢালিয়া দিল। তারপর সমস্ত পানি একটা নালাতে চলিয়া গেল আর একদিকে প্রবাহিত হইতে লাগিল। লোকটি পানির পিছনে পিছনে যাইয়া দেখিতে পাইলেন যে, একটি লোক একটি বাগানে দাঁড়াইয়া কোদাল দিয়া পানি উলট-পালট করিয়া দিতেছেন। লোকটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হে আল্লাহর বান্দা, তোমার নাম কি?' বলিলেন, অমুক। -সেই নাম যাহা মেঘখণ্ড হইতে শুনিয়াছিলেন। তখন লোকটি বলিলেন, হে আল্লাহর বান্দা, কেন আমার নাম জিজ্ঞাসা করিলে? উত্তরে বলিলেন, এই বৃষ্টির যে মেঘ, তাহার মধ্য হইতে আমি একটি শব্দ শুনিয়াছিলাম যে, অমুকের বাগানে পানি ঢাল- সে তোমার এই নাম। এখন বলত এই বাগান সম্বন্ধে তুমি কি কর? তখন বাগানওয়ালা বলিলেন, আচ্ছা তুমি যখন একথা বলিলে, তখন শুন। এই বাগানে যাহা উৎপন্ন হয় তাহার তিনের একভাগ আমি সদকা করিয়া দেই আর আমি ও আমার পরিবারবর্গের তিনের একভাগ খাই এবং বাগানে উহার খরচের জন্য তিনের এক ভাগ ফিরাইয়া দেই। (বোখারী)

জীবিকা অর্জনের যে উপায়ই অবলম্বন করা হউক না কেন, সব সময়েই মনে জাগাইয়া রাখা দরকার যে, আমি এবং আমার সকল শক্তি ও ক্ষমতা সবই আল্লাহর দেওয়া, উপায় উপকরণ সবই আল্লাহর, তাঁহারই কানুন মত ও তাঁহারই রহমতে আসিবে জীবিকা, তাহারই ইচ্ছামত। এই মনোভাবকে জাগাইয়া রাখার জন্য, নিজের অক্ষমতা ও আল্লাহর পূর্ণ ক্ষমতা ও সার্বভৌমত্ব সব সময়ে অন্তরে সজাগ রাখার জন্য, অনবরত আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতে হইবে, এবং তাঁহার দরবারে দোয়া করিতে হইবে। তাহা হইলে যদি কৃতকার্য না হওয়া যায় তবে মনের মধ্যে সবুর আনিয়া পূর্ণ উদ্যমে কাজ করার এবং আবার দোয়া করার জন্য উৎসাহ আসিবে। কারণ নিজের তরফ হইতে যথাসাধ্য চেষ্টা ও আল্লাহর দরবারে মোনাজাত সত্ত্বেও যদি পাওয়া না যায় তবে বুঝা যাইবে যে, আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা হয় নাই বলিয়া বা আমার কাজে ত্রুটি আছে বলিয়া পাইলাম না। আবার চেষ্টা করিতে হইবে, আবার দোয়া করিতে হইবে; কারণ একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই-ত সর্বশক্তিমান, তিনি ইচ্ছা করিলেই দিতে পারেন। তাঁহাকেই একমাত্র

www.amarboi.org

মুরুব্বি জানিয়া তাঁহারই কাছে লুটাইয়া পড়িলে তিনি কিছুতেই ছাড়িয়া যাইবেন না, অবশ্যই তিনি রহম করিবেন, আমার জীবনের সকল প্রয়োজন তিনি পূরণ করিবেন। তাঁহাকে ছাড়িয়া আর কাহার দুয়ারে যাইব? আল্লাহর উপর এইরূপ একিন ও বিশ্বাস রাখিলে আল্লাহ তায়ালা রহম করিবেনই। রসূলুল্লাহ (সা:) আল্লাহ তায়ালার জবানী স্পষ্টভাবে জানাইয়া দিয়াছেন :

انا عند ظن عبدى فليظن بى ماشاء (متفق عليه)

"আমি আমার বান্দার ধারণার অনুরূপ। আমার সম্বন্ধে যেরূপ ইচ্ছা আমার বান্দা ধারণা করিতে পারে।" (বুখারী, মুসলিম)

যে যেরূপ ধারণা আল্লাহর সম্বন্ধে মনে মনে পোষণ করিবে আল্লাহ তাহার সহিত সেইরূপই ব্যবহার করিবেন। মনের অটল বিশ্বাসের দরকার। এইরূপ মনোভাব সব সময়ে পোষণ করিয়া আল্লাহর রহমতে সম্পদ ও স্বচ্ছলতা লাভ হইলে আল্লাহ তায়ালার ব্যবস্থামত উহা খরচ করাও সহজ হইবে। সমষ্টির হক আদায় করা তাহার পক্ষে আদৌ কষ্টকর হইবে না। আর যদি নিজের ক্ষমতায় সম্পদ আসিয়াছে বলিয়া ধারণা থাকে তবে উহা যথেচ্ছ ব্যয়িত হইবে। আল্লাহর বিধানের প্রতি কোনই খেয়াল থাকিবে না। সমষ্টিগত হক-হকুক এইরূপ লোকের দ্বারা আদায় হওয়া খুবই মুশকিল। যত বেশী শোকর করিবে অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার কাছে কৃতজ্ঞ হইয়া তাহার ফরমাবরদারি করিতে থাকিবে ততই আল্লাহ তায়ালা তাহার অধিক কল্যাণ করিবেন :

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لأَزِيْدَنَّكُمْ . (ابراهيم : ٧)

"যদি তোমরা শোকর কর তবে আমি আরও বেশী দিব।" (সূরা ইবরাহীম : ৭)

সামান্য সামান্য বিষয়েও আল্লাহ তায়ালার নিকট দোয়া করিতে হইবে।

من لم يسئال الله يغضب عليه — (ترمذى)

"যে আল্লাহর নিকট না চায় আল্লাহ তাহার উপর রাগান্বিত হন।" (তিরমিযী)

من فتح له فى الدعاء فتحت له باب الرحمة .

"যাহার জন্য দোয়ার পথ খোলা হয় তাহার জন্য রহমতের দরজা খুলিয়া দেওয়া হয়।"

www.amarboi.org

হযরত আব্বাছ (রা:) যখন পয়গম্বর (সা:)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন যে, আমি আল্লাহর কাছে কি চাহিব তখন উত্তরে বলিলেন :

يا عم سل الله العافية .

"হে আমার চাচা, আল্লাহর নিকট নিরাপদ স্বাস্থ্য চাহিয়া লউন।"

কোন কোন সময় মনে হয় দোয়া বুঝি কবুল হইল না, কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে তাহা নয়। দোয়া আল্লাহর কাছে মঞ্জুর হইয়া যায়; কিন্তু তাহা আসে এমনরূপে যে দোয়া কবুল হইল বলিয়া বুঝিতে পারা যায় না। হাদিসে ইশারা করা হইয়াছে :

ما من عبد يدعو بدعاء الا اتاه الله ما سأل اوكف عنه من السوء او ادخر له فى الاخرة خيرا منه —(ترمذى, حصن حصين)

"যখনই কোন বান্দা দোয়া করে তখন হয় আল্লাহ তাহাই দিয়া দেন যাহা চাহিল অথবা কোন বালা-মুসিবত হইতে তাহাকে রক্ষা করেন অথবা তাহা হইতেও উৎকৃষ্ট কিছু তাহার জন্য আখেরাতে জমা করিয়া রাখেন।" (তিরমিযী, হিসনে হাসীন)

দোয়া নিজেই একটা নেকীর কাজ আর দোয়ার বরকতও অনেক বেশী। আমরা অজ্ঞ, নাদান ও অক্ষম, আল্লাহর দরবারে অনবরত দোয়া করাই আমাদের সর্বাপেক্ষা বড় সম্বল।

আল্লাহ তায়ালার দরবারে দোয়া করিতে যাইয়া যাহাতে আমরা আল্লাহর কানুনের প্রতি এবং যাহেরী আসবাব ও প্রয়োজনীয় তদবীরের প্রতি অবহেলা না করি সেইজন্য আল্লাহ তায়ালা ও তাঁহার রসূল আমাদিগকে বিশেষ সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। আল্লাহ বলেন :

خُذُوْا حِذْرَكُمْ . (النساء : ١٠٢)

"আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্রধারণ কর।" (সূরা নিসা : ১০২)

আবু দাউদ ও তিরমিযীর বিখ্যাত হাদীস :

من بات وفى يده ريح غمر فاثابه شيئ فلا يلومن الا نفسه . (اسلامى معاشيات)

www.amarboi.org

"যে ব্যক্তি রাত্রে নোংরা ও দুর্গন্ধ হাত লইয়া শয়ন করে আর এজন্য যদি কোন ক্ষতি তাহার হয় তবে ইহার জন্য শুধু নিজেকেই দোষী মনে করিতে হইবে।"

এই অসাবধানতার জন্য আল্লাহকে বা নিজের কিসমতকে (ভাগ্যকে) দোষ দিলে চলিবে না।

সব সময়ে বিশেষ সতর্কতার সহিত যথাসাধ্য সব রকম উপায় অবলম্বন করিতে হইবে আর আল্লাহ তায়ালার কাছে সব সময় দোয়া করিতে হইবে।

রুজি-রোজগারের বরকত ও উন্নতির জন্য আয়াতুল কুরসী খুবই উপকারী। খাওয়ার জিনিসে আয়াতুল কুরসী পড়িয়া দম করিলে উহাতে খুব বরকত হয়। প্রতি নামাযের পর يا وهاب ১৪ বার পড়িলে জীবিকা অর্জনে অনেক সহায়তা হয়।

জীবিকার উন্নতির জন্য দোয়া :

اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِىْ رِزْقًا وَاسِعًا مِنْ غَيْرِ تَعْبٍ وَلاَ نَصَبٍ اَنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ , اَللّٰهُ لَطِيْفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَاءُ وَهُوَ الْقَوِىُّ الْعَزِيْزُ .

রুজির বরকতের জন্য দৈনিক ৩ বার নিম্নলিখিত দরুদ পড়া বিশেষ উপকারী :

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اٰلِهِ بِعَدَدِ اَنْوَاعِ الرِّزْقِ وَالْفُتُوْحَاتِ يَا بَاسِطُ الَّذِىْ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ اَبْسِطْ عَلَيْنَا رِزْقًا وَاسِعًا مِنْ كُلِّ جِهَةٍ مِنْ خَزَائِنِ غَيْبِكَ بِغَيْرِ مِنَّةِ مَخْلُوْقٍ بِمَحْضِ فَضْلِكَ وَكَرَمِكَ بِغَيْرِ حِسَابٍ .

প্রতিদিন ১১ বার অথবা ৪১ বার নিম্নলিখিত দরুদ শরীফ পড়া অভাব পূরণ ও রুজি বৃদ্ধির জন্য উপকারী :

اَللّٰهُمَّ صَلِّ صَلاَةً كَامِلَةً وَسَلِّمْ سَلاَمًا تَامًّا عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِىْ تَنْحَلُّ بِهِ الْعُقَدُ وَتَنْفَرِجُ بِهِ الْكُرَبُ وَتَقْضِىْ بِهِ الْحَوَائِجُ وَتُنَالُ بِهِ الرَّغَائِبُ وَحُسْنُ الْخَوَاتِمِ وَيُسْقَى الْغَمَمُ بِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلَى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ بِعَدَدِ مَعْلُوْمٍ لَكَ .

www.amarboi.org

এই সকল দোয়ার অন্তর্নিহিত মর্মের দিকে লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে মানুষের সৎ প্রচেষ্টার সাথে আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহ লাভের আকুতিই ইহাতে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

আমাদের প্রয়াস ফলপ্রসূ হওয়ার পিছনে অনেক কারণ থাকে। তাহার কতকগুলি আমাদের প্রচেষ্টার সাথে সম্পৃক্ত আর কতকগুলি এমন প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে যুক্ত যেগুলির নিয়ন্ত্রণ আমাদের হাতে নাই। এইগুলি আল্লাহতায়ালার নির্ধারিত নিয়মের বিষয়। তাই আমাদের প্রয়াসের সাথে সাথে যাহাতে আল্লাহতায়ালার নিয়মের প্রাকৃতিক পরিবেশটুকুনও আমাদের কর্ম প্রয়াসের সাথে যুক্ত হইয়া ইহাকে সর্বোতভাবে ফলপ্রসূ করিয়া তোলে- এই দোয়াগুলির মূল লক্ষ্যও তাহাই। আল্লাহ্ তায়ালার নির্দেশ ও ব্যবস্থা অনুযায়ী জীবিকা অর্জন ও খরচ করা এবং পরস্পর অর্থনৈতিক সহায়তা ও সহযোগিতা শুধু ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় বড়ই মুশকিল, এমন কি অনেকের পক্ষে অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায় যদি সমাজের ও রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ইহার অনুকূল না হয়। সুতরাং আল্লাহ তায়ালার নির্দেশিত ও নিয়ন্ত্রিত ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সমাজে চালু করার যথাসাধ্য চেষ্টা করা প্রত্যেক মুসলমানের ইসলামী কর্তব্য। দুনিয়ার বুকে সত্যিকারের ইনসাফ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলেও ইহাই একমাত্র পথ। এই প্রচেষ্টা প্রত্যেক মানুষের ব্যক্তিগত দায়িত্বও।

বিশ্ব মানবের অংশ হিসাবে এবং সমাজের ব্যক্তি হিসাবে মানুষের উপর যে দায়িত্ব ও কর্তব্য আসিয়া পড়িয়াছে উহা সমাধা না করা পর্যন্ত কোন মানুষ মানবতার উচ্চস্তরে পৌঁছিতে পারে না এবং উপুক্ত ও সঠিক সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা এবং পরস্পর সহায়তা ও সহযোগিতা ব্যতীত শুধু ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় কেহই সে দায়িত্ব ও কর্তব্য সমাধা করিতেও পারে না। এইজন্য 'খালেকে কায়েনাত' বিশ্বপালক আল্লাহ্ তায়ালা নির্দেশ দিয়াছেন :

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا . (ال عمران : ١٠٣)

"তোমরা সকলে মিলিয়া আল্লাহর রজ্জুকে মজবুত করিয়া ধরিয়া রাখ এবং বিচ্ছিন্ন হইও না।" (সূরা আলে-ইমরান : ১০৩)

আল্লাহ তায়ালার নির্দেশিত ব্যবস্থাকে অবলম্বন করিয়া সকলে মিলিয়া পরস্পর সহায়তা সুসংহত জীবন পথে অগ্রসর হইতে হইবে। ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবনের পূর্ণতা সমষ্টিগত সংহতি ও শৃঙ্খলা ব্যতীত অসম্ভব। এইজন্যই রাষ্ট্রের প্রয়োজন।

www.amarboi.org

ইসলামী রাষ্ট্রে সকল সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহ তায়ালার। মানুষের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনের সকল শাখার জন্য পরিপূর্ণ ব্যবস্থা তাঁহার রসূলের (সা:) মারফত তিনি দুনিয়ার মানুষের নিকট পাঠাইয়াছেন। এই ব্যবস্থার ব্যাখ্যা ও বাস্তব আদর্শ ফুটিয়া উঠিয়াছে রসূলের ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় জীবনে এবং তাঁহার ও তাঁহার খোলাফায়ে রাশেদীনের প্রতিষ্ঠিত সমাজে ও রাষ্ট্রে। রসূলের পরে আল্লাহর দেওয়া এই রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা পরিচালনের ভার আল্লাহতায়ালার সার্বভৌমত্বে বিশ্বাসী জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি রাষ্ট্র-নায়কের উপর। আল্লাহ তায়ালা তাই জনগণকে নির্দেশ দিতেছেন :

أَطِيْعُوا اللّٰهَ وَأَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَأُولِى الأَمْرِ مِنْكُمْ . (النساء : ٥٩)

"তোমরা সকলে আল্লাহ তায়ালার ফরমাবরদারি কর এবং রসূলকে মানিয়া চল আর তোমাদের মধ্য হইতে যে তোমাদের কার্য পরিচালক (রাষ্ট্রনায়ক) তাঁহাকে মানিয়া চল।" (সূরা নিসা : ৫৯)

ইসলাম ইহার অনুসরণকারীকে আল্লাহ ও তাহার রসূলের দেওয়া ব্যবস্থাকে পরিচালিত করার জন্য তাহাদের মধ্য হইতে একজন উলুল আম্‌র বা নেতা (আমিরুল মুমিনীন) ঠিক করিয়া লইতে নির্দেশ দিতেছে এবং তাঁহাকে মানিয়া চলার জন্য স্পষ্ট আদেশ দিতেছে।

রসূলুল্লাহ (সা:)-কে আল্লাহ তায়ালা সকলের সাথে পরামর্শ করিয়া কাজ করার হুকুম দিয়াছেন।

وَشَاوِرْهُمْ فِى الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ . (ال عمران : ١٥٩)

"এবং কার্য পরিচালনায় উহাদের (সাহাবাদের) সহিত পরামর্শ কর। তাহার পর যখন সংকল্প কর তখন আল্লাহর উপর ভরসা কর।" (সূরা আলে-ইমরান : ১৫৯)

ওলামায়ে ইসলাম বলেন, নবীয়ে আকরাম (সা:) আল্লাহর রসূল ছিলেন, তাঁহার উপর ওহী নাযিল হইত। তাহা সত্ত্বেও তাহাকে পরামর্শ করার হুকুম দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং তাহার পরবর্তী খোলাফায়ে ইসলামের পক্ষে পরামর্শ অপরিহার্য। ইমাম ইবনে তাইমিয়া বলেন :

www.amarboi.org

لا غنى اولى الامر عن المشاورة فان الله امر بها نبيه صلى الله عليه وسلم فغيره صلى الله عليه وسلم اولى بالمشورة. (السياسة الشرعية — اقتصادى نظام)

"আমীরের পরামর্শ ব্যতীত গত্যন্তর নাই, কারণ আল্লাহ্ তায়ালা তাঁহার নবীকে পরামর্শের আদেশ দিয়াছেন; অন্যের পক্ষে তাহা আরও বেশি জরুরী।"

عن على رضى الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزم فقال مشاورة اهل الراى ثم اتباعهم (تفسير ابن كثير - اقتصادى نظام)

"হযরত আলী (রা:) হইতে বর্ণিত- তিনি বলিয়াছেন, রসূলুল্লাহ (সা:)-কে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, কুরআনের বর্ণিত 'আজম' শব্দ সম্বন্ধে- তখন তিনি বলিলেন, বুদ্ধিমান, জ্ঞানী বিচক্ষণদের সহিত পরামর্শ করা তাহার পর ইহার অনুসরণ করা।"

আল্লাহ তায়ালা বলেন :

وَاَمْرُهُمْ شُوْرَى بَيْنَهُمْ . (الشورى : ٣٨)

'তাহাদের (মুমিনদের) মোয়ামালাত তাহাদের পরস্পরের মধ্যে পরামর্শ দ্বারা স্থিরিকৃত হয়।" (সূরা শুরা : ৩৮)

عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال لاخلافة الا عن مشورة . (كنز العمال- اقتصادى نظام)

"হযরত উমর (রা:) হইতে বর্ণিত- তিনি বলিয়াছেন, খিলাফত পরামর্শ ব্যতীত হইতে পারে না।" (কানযুল উম্মাল)

ওহুদ যুদ্ধে নবীয়ে করীম (সা:) এবং প্রবীণ সাহাবায়ে কিরামের রায় ছিল মদীনায় থাকিয়া শত্রুর মোকাবিলা করা; কিন্তু হযরত হামজার (রা:) এবং তরুণদের মত ছিল বাহিরে অগ্রসর হইয়া যুদ্ধ করা। হযরত (সা:) পরামর্শ করিয়া যখন দেখিলেন যে, অধিক সংখ্যক বাহিরে যাইয়া যুদ্ধ করার পক্ষে তখন সেই অনুযায়ীই যুদ্ধের সঙ্কল্প করিলেন এবং অস্ত্রেশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া আসার জন্য

www.amarboi.org

হুজরা মোবারকে তশরীফ নিলেন। এই সময় প্রবীণরা তরুণদেরকে বুঝাইলেন, তোমরা আল্লাহর রসূলের মতের বিরুদ্ধে মত দিয়া ভাল কর নাই। ইহা শুনিয়া তরুণেরা অনুতপ্ত হইলেন এবং ওজরখাহি (মার্জনা) করার জন্য হুজরার সামনে আসিয়া একত্রিত হইলেন। হযরত (সাঃ) যখন বাহিরে আসিয়া তাহাদের এই কথা শুনিলেন তখন বলিলেন, সঙ্কল্পের পরে এখন উদ্দেশ্য সাধন ব্যতীত অস্ত্র খোলা নবীর পক্ষে শোভা পায় না। চল এখন মদীনার বাহিরেই যুদ্ধক্ষেত্র কায়েম হইবে। 'ফাতহুলবারীঃ ইকতেসাদী নেজাম।'

আল্লাহ তায়ালার নির্দেশিত নীতি ও ব্যবস্থা, রসূলের আদর্শ ও বাণী এবং আমীর ও তাহার 'শুরা' [পরামর্শসভা] সম্মিলিতভাবে ইসলামের 'মারকাজ' বা কেন্দ্র। এই কেন্দ্র হইতে যখন যে আদেশ আসিবে, রাষ্ট্রের জনসাধারণ তাহা মানিতে বাধ্য। আল্লাহ ও রসূলের বিরোধীতা করার কোন অধিকার আমীর বা শুরা কাহারও নাই। ইসলামী রাষ্ট্রের এই পরিচালক সংঘ মানুষের সমষ্টিগত জীবনের সকল শাখার জন্য উপযুক্ত এবং কল্যাণকর ব্যবস্থা দিবে এবং তাহা সুনিয়ন্ত্রিতভাবে চালু করিবে- আর জনসাধারণ উহা বরণ করিয়া লইয়া পরস্পর সহায়তা ও সহযোগিতায় কার্যকরী করিয়া তুলিবে। এই পথেই মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের পূর্ণতাও সাধিত হইবে।

সমষ্টিগত জীবনের বিভিন্ন শাখার মধ্যে অর্থনৈতিক শাখা মানুষের দৈহিক, নৈতিক এবং আত্মিক কর্মতৎপরতায় বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছে। সমষ্টিগত জীবনের ইহা অপরিহার্য অংশ এবং ইহার উৎকৃষ্টতা ও বলিষ্ঠতার উপর মানুষের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত সৌভাগ্য, শান্তি ও সফলতা নির্ভর করে। ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, সমষ্টিগত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও শাসন ব্যবস্থার মধ্যে নিবিড় সম্বন্ধ রহিয়াছে। শাসন ব্যবস্থা দ্বারা অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হয়। যে সমাজে কুখ্যাত পুঁজিবাদের স্পিরিট রহিয়াছে তাহার শাসন ব্যবস্থার মধ্যে এইরূপ অর্থনৈতিক ব্যবস্থাই চালু হইবে যাহা দ্বারা পুঁজিপতিত্বের স্ফীতি ও উৎসাহ বৃদ্ধি পাইতে পারে এবং উহার আইনগত উপায় দ্বারা 'ইহতিকার' ও 'ইকতিনাজের' অবাধ সুযোগ সুবিধা হইতে পারে।

পক্ষান্তরে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এমন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালু হইবে যাহাতে ব্যক্তি-স্বত্বা সম্পূর্ণ লোপ হইয়া অর্থনৈতিক শক্তি সম্পূর্ণ কেন্দ্রায়ত্ত হইয়া পড়ে। কোন সমাজের সামাজিক ব্যবস্থায় যদি শুধু পার্থিব ও দৈহিক জীবনের আয়েশ আরাম

www.amarboi.org

লাভ ও বিলাসিতাই জীবনের লক্ষ্য হয় তাহা হইলে তাহার শাসন ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক ভিত্তি এমন দার্শনিক মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে যাহাতে আল্লাহ, দীনদারী এবং আখেরাতের কোনই স্থান নাই। এইরূপ অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় স্বার্থপরতাজনিত পরস্পর সংঘর্ষ ও শ্রেণী সংগ্রাম অনিবার্য হইয়া পড়িবে। জড় জীবন সর্বস্ব বল্লাহীন সাম্যবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা মানবতার পরম সৌভাগ্য ও সার্থকতা লাভে কোনই সহায়তা করিতে পারে না।

পার্থিব জীবিকা ও আখেরাতের শান্তি উভয়ের সহিত যে সমাজের ব্যবস্থা জড়িত আর যে সমাজে আল্লাহ-পরস্তি মানুষের প্রতি দরদ ও পরস্পর সহায়তা এবং আখেরাতের সীমাহীন জীবনের অনন্ত শান্তি ও সমৃদ্ধি লাভের আকাঙ্ক্ষা রাষ্ট্র গঠনের প্রেরণা যোগায় সে রাষ্ট্রে উৎকৃষ্ট অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রয়োজন। এইজন্য উপলব্ধি করা হয় যে, ইহা ব্যতীত আল্লাহ তায়ালার সত্যিকারের বাধ্যানুগত বান্দা হওয়া যায় না এবং বিশ্ব-মানবের প্রতি সত্যিকারের দরদী হইয়া বিশ্ব ঐক্যের আহ্বানও সম্ভবপর হয় না। সে সমাজের মানবগোষ্ঠী এমন শাসন ব্যবস্থাই প্রতিষ্ঠিত করে যাহার অর্থনৈতিক ব্যবস্থা জনগণের স্বচ্ছলতা ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বহন করিয়া আনে আর সঙ্গে সঙ্গে পরস্পরের প্রতি ভ্রাতৃত্ব ও সহানুভূতি সৃষ্টি করিয়া দেয়, জনসাধারণকে পরস্পরের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও স্বচ্ছলতা রক্ষায় তৎপর করিয়া তোলে, শ্রেণী সংঘর্ষ হইতে মুক্তি এবং উচ্চ নৈতিকতার দায়িত্ব বহন করে। আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক এইরূপভাবে গড়িয়া তোলে যাহাতে দুনিয়ার সকল দেশ পরস্পর সহানুভূতিশীল ও সহায়ক হইয়া দুনিয়ার মানুষকে এক মহা ঐক্যের দিকে আগাইয়া নিতে পারে। এইরূপে আখেরাতের জিন্দেগীতে চির শান্তি লাভের যোগ্য ও অধিকারী হইতে সক্ষম হয়।

ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার ভিত্তি এমন কতকগুলি নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত কর যাহাতে শাসন ও অর্থনীতিকে একদিকে আল্লাহ-পরস্তি ও দীনদারির সহিত জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে এবং অন্যদিকে অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় এইরূপভাবে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে যাহাতে জনগণের স্বচ্ছলতা, জনসাধারণের মধ্যে পরস্পর ভ্রাতৃত্ববোধ ও সহানুভূতির এবং পরস্পর সাম্য ও সহযোগিতা বাস্তবক্ষেত্রে কার্যকরী হইয়া উঠিতে পারে। ইসলামের বিধানে সমস্ত জীব জীবিকা লাভের অধিকারে সমান আর এমন সমস্ত অর্থনৈতিক উপায় ও পদ্ধতি নিষিদ্ধ ও গর্হিত যাহার দৌলতে অকল্যাণকর পুঁজির ক্রমবৃদ্ধি সাধিত হয় অর্থাৎ এমন পদ্ধতি ও পথ যাহা বিশেষ লোক বা বিশেষ শ্রেণীর মধ্যে অর্থকে একচেটিয়া রূপে আবদ্ধ ও সঞ্চিত হইতে সহায়তা করে এবং জনসাধারণের অভাব ও দারিদ্র্যের কারণ হইয়া

www.amarboi.org

পড়ে। অন্য কথায় ইসলাম 'ইকতিনাজ' ও 'ইহতেকারকে' নিষিদ্ধ করিয়া এইরূপ সমস্ত উপায় বন্ধ করিয়া দিয়াছে যাহা জীবিকা লাভের অধিকারের সাম্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করিতে পারে।

ইসলাম ইহাও ঘোষণা করিয়া দিয়াছে যে, জীবিকায় স্বাভাবিক পার্থক্য ও ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে অস্বীকার করাও ভুলনীতি। কারণ ইহাতে কর্মশক্তির বিলোপ হইতে পারে ফলে জড়তা আসিয়া পড়ে, আর এইরূপে জীবনযুদ্ধে চেষ্টা ও পরিশ্রমকে শিথিল করিয়া তোলে। 'ইনতিকার ও 'ইকতিনাজকে' নিষিদ্ধ করিয়া এবং জীবিকার অধিকারের সাম্যকে স্বীকার করিয়া এই আশঙ্কাকেও অর্থহীন করিয়া দিয়াছে যে, জীবিকার স্বাভাবিক পার্থক্যের স্বীকৃতি অকল্যাণকর পুঁজিপতিত্বের পথ খুলিয়া দেওয়ারই নামান্তর।

মোট কথা, ইসলাম জনসাধারণের স্বচ্ছলতা ও জীবিকার অধিকারের সাম্যকে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মেরুদণ্ড বলিয়া স্বীকার করিয়াছে এবং মানুষের জন্য সম্পূর্ণ উপযোগী অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে কার্যকরী করিয়া তুলিতে সামাজিক ও শাসন ব্যবস্থাকে এমন ছাঁচে ঢালিয়া পেশ করিয়াছে যাহা উল্লিখিত নীতিগুলির ভিত্তিকে মজবুত করিয়া তোলে এবং বিশ্ব-মানবকে পরস্পর অর্থনৈতিক শোষণ ও হিংসামূলক প্রতিযোগিতার ফেত্না হইতে রক্ষা করিয়া দুনিয়ার বুকে বিশ্ব-জনীন ভ্রাতৃত্ব ও পরস্পর সহানুভূতি কায়েম করিতে পারে।

এই নিজামই খিলাফতে রাশেদার যুগে কার্যকর ছিল। অতীতের ইতিহাস সাক্ষী যে, এই যুগের ইসলামী অর্থনৈতিক নিজাম, সমস্ত দুনিয়ার নবীন ও প্রাচীন অর্থনৈতিক ব্যবস্থাগুলির মোকাবিলায় জনসাধারণের স্বচ্ছলতা এবং ব্যাপক ভ্রাতৃত্ব ও সহানুভূতির দিক দিয়া অধিক ফলপ্রসূ প্রমাণিত হইয়াছে।

রোম ও পারস্যের সহিত মেলা মেশা যদি খোদ মুসলমান শাসকদিগকে শাহানশাহিয়াত, জারতন্ত্রের লোভ ও লালসায় আক্রান্ত না করিত আর এইরূপে বিশুদ্ধ ইসলামী শাসন ব্যবস্থা (খিলাফত) যদি তাহারা খোদ নিজেদের হাতেই বরবাদ না করিত তাহা হইলে নিশ্চয়ই দুনিয়ার ইতিহাসের গতি আজ অন্যদিকে যাইত। জড়বাদী সভ্যতার এই অনুযোগের কোন সুযোগই হইত না যে- 'ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যদি বাস্তবক্ষেত্রে চালু হওয়ার যোগ্য হইত তবে ইহার স্থায়িত্বের সময় এত কম হইত না।' ইহারা জানে না যে, ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বাস্তব জীবনে এবং অভিজ্ঞতার কষ্টি পাথরে অন্যান্য সমস্ত

www.amarboi.org

অর্থনৈতিক মতবাদ অপেক্ষা অধিক সফল প্রমাণিত হইয়াছে। কিন্তু 'ঘরের বাতিতেই ঘরে আগুন লাগিয়া গিয়াছে।'

খোলাফায়ে রাশেদীনের পর প্রায় প্রত্যেক মুসলিম শাসকই নিজেদের ব্যক্তিগত শাসন চালাইবার লালসায় এই শ্রেষ্ঠ ব্যবস্থাকে নিজেদের হাতেই বরবাদ করিয়া ফেলিয়াছে। কারণ খিলাফত শুধু আল্লাহর আইন ও বিধানের প্রতিনিধিত্ব করিবে আর তাহারা নিজেদের ব্যক্তিগত শাসন ক্ষমতা চালাইতে পারিবে না এবং খিলাফত তাহাদের ব্যক্তিগত প্রভুত্ব ও রাজত্ব হইবে না, ইহা তাহারা সহ্য করিতে পারে নাই। এইজন্যই দেখা যায় যে, অনেক দিন পর্যন্ত যদিও নাম খিলাফতই ব্যবহার করা হইয়াছে কিন্তু তাহার অন্তরালে শাহানশাহী ও ব্যক্তিতান্ত্রিক প্রভুত্বই চালানো হইয়াছে।

সার কথা, ইসলাম যখন মানুষের স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলন করে তখন সর্বপ্রথম এই ঘোষণা করে যে, মানুষের সমষ্টিগত ব্যবস্থায় শাসন, নির্দেশ ও মৌলিক আইন রচনা দুনিয়ার কোন মানুষের হাতে নয়। বরং হুকুম শুধু আল্লাহর, আর হুকুম চালাইবার অধিকার শুধু একমাত্র সেই আল্লাহর- আইন রচয়িতা একমাত্র তিনিই- তাঁহারই নির্দেশ সকলের উপর বিস্তারিত হইবে।

انِ الْحُكْمُ الاَّ لِلّٰهِ . (يوسف : ٤٠)

"এক আল্লাহ ব্যতীত হুকুম পরিচালনার অধিকার আর কাহারও নাই।"
(সূরা ইউসুফ : ৪০)

এইজন্যই ইসলাম হুকুমাতে ইলাহিয়ার নায়েবের জন্য শাহানশাহ, ডিক্টেটর বা গণতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট এবং প্রতিনিধিত্বের জন্য শাহানশাহিয়াত, ডিক্টেটরশিপ বা গণনায়কত্ব অর্থবাচক কোন শব্দ ব্যবহার করে নাই বরং খলিফা ও খিলাফত শব্দ অবলম্বন করা হইয়াছে যাহাতে প্রথম ধারণাতেই মনের সামনে ভাসিয়া উঠে যে, এখানে আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব ও বিশ্বের খেদমত ব্যতীত কোন ব্যক্তিগত বা দলীয় ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির কোন স্থানই তৈরি হইতে পারে না। প্রথম মানুষ হযরত আদম (আ:)-কে বলা হইয়াছে :

اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الاَرْضِ خَلِیْفَةً . (البقرة : ٣٠)

"আমি জমিনে আমার প্রতিনিধি তৈরি করিব।" (সূরা বাকারা : ৩০)

হযরত দাউদ (আ:)-কে বলা হয় :

www.amarboi.org

يَا دَاوُدُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيْفَةً فِى الاَرْضِ . (ص : ٢٦)

"হে দাউদ, আমি তোমাকে যমিনে আমার প্রতিনিধি করিলাম।"

(সূরা সোয়াদ : ২৬)

অবশ্য ইসলামের শাসন ব্যবস্থায় খলিফার বক্তিত্বকে অনেক বড় করিয়া তোলা হইয়াছে, কিন্তু তাহা কোন ব্যক্তিগত ও দলীয় ক্ষমতা লাভের সুযোগ করিয়া দেওয়ার জন্য নহে বরং খিলাফতের এলাকার প্রত্যেকটি ব্যক্তির খেদমতের সুবিধার জন্য। গণতন্ত্রের সত্যিকারের নীতি অবশ্য ইহাতে স্পষ্টভাবে আছে, কিন্তু তাহা জনগণের অধিকারের হেফাজতের জন্য, আইন রচনার অধিকারের জন্য নহে বা শাসন পদ্ধতিতে স্বপক্ষীয় ও বিরুদ্ধ দল সৃষ্টির জন্য নহে আর সংখ্যালঘু ও সংখ্যাগুরু বিতর্ক জারি রাখার জন্যও নহে। এইজন্য ইসলামের শাসন পদ্ধতি (খিলাফত) পুরাতন ও নূতন যত রকমের শাসন পদ্ধতি আছে তাহার কোনটার সহিত খাপ খায় না। বরং ইহা সকল পদ্ধতি হইতে স্বতন্ত্র একটা এমন স্নিগ্ধোজ্জ্বল ব্যবস্থা যাহার মধ্যে ন্যায় ও ইনসাফের মহান সাম্য এবং রাষ্ট্রের সমস্ত ব্যক্তির খেদমতই মূল ভিত্তি। এমন একটি পার্লামেন্টারী নিজাম যাহাতে খলীফা সত্যপথ প্রদর্শকও আর মানুষের খেদমতের ভারপ্রাপ্ত খাদেমও। আল্লাহর প্রতিনিধিত্বের পদমর্যাদার বলে তিনি রাষ্ট্রের ব্যক্তিদের শাসনকর্তাও বটে কিন্তু তাহার পদচ্যুতি ও পদে বহাল রাখার অধিকার জনগণের হাতেই। সমস্ত প্রয়োজনীয় কাজে পরামর্শ করিতে তিনি বাধ্য এবং পরামর্শই তাঁহার চরম সংকল্প। ইসলাম খিলাফতের এমন একটা নকশা পেশ করিয়াছে যাহাতে আমীর ও মামুর (অধীনস্থ) এবং খলীফা ও জামাতের মধ্য এক মুহূর্তের জন্যও হাকিম ও মাহকুমের সম্পর্ক থাকিতে পারে না। হাকিম একমাত্র আল্লাহ্, বান্দা শুধু তাঁহারই মাহকুম। ন্যায়বিচার ও ইনসাফের ব্যাপক সাম্যকে ভিত্তি করিয়া ইসলামী ব্যবস্থা দলীয় ও ব্যক্তিগত ক্ষমতা লাভের যুদ্ধকে খতম করিয়া দেয়। খলীফা ও জনসাধারণ আল্লাহ তায়ালার ফরমাবরদারির অধীনে একই পর্যায়ে আসিয়া পড়িবে। জনসাধারণ আল্লাহ্ তায়ালার ফরমাবরদারির প্রেরণায় খলীফার অনুগত থাকিবে আর খলীফা সব সময়ে আল্লাহ তায়ালার হুকুম ও বিধান জারি করিবে, নিজের খায়েশ কোন সময়েই চালাইবে না। আল্লাহর আনুগত্যই হইবে খলীফার সকল শক্তি।

www.amarboi.org

عن الحسن قال كتب عمر الى ابى موسى ان الاعمال موادة الى الامير ما ادى الامير الى الله عز و جل . (كتاب الاموال)

"হাসান হইতে বর্ণিত, তিনি বলিয়াছেন, একবার হযরত উমর (রা:) আবু মূসা আশআরী (রা:)-কে একখানা পত্রে লিখেন যে, অবশ্য জনসাধারণের কার্যকলাপ আমীরের বিবেচনাধীন থাকিবে যেই পর্যন্ত আমীর আল্লাহর দিকে রুজু থাকিবে এবং আল্লাহর প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব পালন করিতে থাকিবে।" (কিতাবুল আমওয়াল)

قال انس بن مالك عن معاذ بن جبل قال يا رسول الله ارأيت ان كان علينا امراء لا يستنون سنتك ولا يأخذون بامرك فما تأمرنا فى امرهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمن لم يطع الله . (رواه احمد)

"হযরত আনাস (রা:) বলেন যে, হযরত মায়াজ ইবনে জাবাল (রা:) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা:), বলুন ত যদি আমাদের উপর এমন আমীর হন যিনি না আপনার সুন্নতের উপর আমল করেন আর না আপনার নির্দেশ গ্রহণ করেন তবে তাহার সম্বন্ধে আপনার নির্দেশ কি? তখন রাসূলুল্লাহ (সা:) বলিলেন, যে আল্লাহ্ তায়ালার ফরমাবরদারি করে না তাহার আনুগত্য চলে না।" (আহমাদ)

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من امتى احد اوتى عن امر شيأ لم يحفظهم بما حفئه به نفسه واهله الا لم يجد رائحة الجنة . (طبرانى)

"রসূলুল্লাহ (সা:) বলিয়াছেন, আমার উম্মতের যদি কোন ব্যক্তি লোকদের ব্যাপারে শাসনকর্তা হয় আর তিনি যদি তাহাদের মোয়ামেলাতের হেফাজত সেইভাবে না করেন, যেভাবে নিজের ও নিজের পরিবারবর্গের হেফাজত করেন তবে বেহেশতের খোশবুও তিনি পাইবেন না।"

খলীফা, আমীর বা ইমাম যদি আল্লাহর প্রতিনিধিত্বের বুনিয়াদি নীতির অনুসারী থাকে তবে ইসলাম জনসাধারণকে নির্দেশ দেয় যে, তাহারাও যেন আল্লাহর প্রতিনিধিত্বের বাহক 'খলীফার' অনুগত হইয়া ইহার অনুসরণ করিয়া চলে। কারণ এই আনুগত্য তাহার ব্যক্তিত্বের আনুগত্য নহে বরং প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ ও তাহার রসূলেরই আনুগত্য। আরও প্রত্যেককে জামাতি-শৃঙ্খলার একটি অংশরূপে

www.amarboi.org

থাকার হুকুম দিয়াছে এবং দৈনন্দিন জীবনেও এইরূপ আমীরের নেতৃত্ব সুসংহতভাবে থাকাকে অপরিহার্য জরুরীরূপে নির্ধারিত করিয়া দিয়াছে।

أَطِيْعُوا اللّٰهَ وَأَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَأُولِى الْأَمْرِ مِنْكُمْ . (ال عمران : ٥٩)

"আল্লাহর ফরমাবরদারি কর ও রসূলের ফরমাবরদারি কর আর রাষ্ট্রনেতার ফরমাবরদারি কর।" (সূরা আলে-ইমরান : ৫৯)

أَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ وَلاَ تَنَازَعُوْا فَتَفْشَلُوْا وَتَذْهَبَ رِيْحُكُمْ. (الانفال : ٤٦)

"আল্লাহ ও তাঁহার রসূলের নির্দেশ মানিয়া চল আর পরস্পর ঝগড়া-বিরোধ করিও না, ইহাতে তোমরা শিথিল ও দুর্বল হইয়া পড়িবে এবং তোমাদের আত্মমর্যাদা নষ্ট হইবে।" (সূরা আনফাল : ৪৬)

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت اسرائيل تسوسهم الانبياء كلما هلك نبى خالفه نبى وانه لا نبى بعدى و سيكون بعدى خلفاء . (بخارى وترمذى)

"আবু হুরায়রা (রা:) হইতে বর্ণিত- রসূলুল্লাহ (সা:) বলিয়াছেন, বনি ইসরাইলের শাসন নবীগণ আঞ্জাম দিয়াছেন। যখন এক নবীর মৃত্যু হইত তখন অন্য নবী তাঁহার স্থান অধিকার করিতেন। কিন্তু আমার পর আর কোন নবী নাই। শীঘ্রই আমার পর খলীফা হইবেন।" (বুখারী, তিরমিযী)

(খলীফাগণই নবীর কাজ আঞ্জাম দিবেন আর শাসনকার্যও নবীদের কাজের এক অংশ)

لا يحل لثلاثة يكون فى الفلاة من الارض الا امروا عليهم احدهم . (مسند احمد و مشكوة)

"রসূলে আকরাম (সা:) বলিয়াছেন, তিনটি লোক যদি মাঠেও থাকে তবুও নিজেদের মধ্য হইতে একজনকে আমীর না বানাইলে তাহা হালাল হইবে না অর্থাৎ বিনা আমীরে কালযাপন জায়েয হইবে না।" (আহমাদ, মিশকাত)

www.amarboi.org

لا اسلام الا بالجماعة ولا جماعة الا بامارة ولا امارة الا بطاعة. (جامع لابن عبد البر)

"রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন, জামাত ব্যতীত ইসলাম হয় না আর ইমাম বা নেতৃত্ব ব্যতীত জামাত হয় না এবং আনুগত্য ব্যতীত চলে না।" (জামে'- ইবনে আবদুল বার)

عن ابی هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات ميتة جاهلية . (مسلم)

"হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলিতে শুনিয়াছি যে, যে ব্যক্তি আমীরের আনুগত্যের বাহিরে যাইবে এবং জামাত হইতে বিচ্ছিন্ন হইবে সে জাহিলিয়াতের মওত মরিবে।" (মুসলিম)

عن عروة قال خطب ابو بكر رضى الله عنه فحمد الله واثنى عليه ثم قال اما بعد وليت امركم ولست بخيركم ولكنه نزل القران وسن النبى الله عليه وسلم وعلمنا فعملنا وان اقواكم عندى الضعيف حتى اخذت له بحقه وان اضعفكم عندى القوى حتى اخذت منه الحق . ايها الناس انما انا متبع ولست بمبتدع فان انا احسنت فاعينونى وان انا زغت فقوموني اقول قول هذا واستغفر الله لى ولكم. (كتاب الاموال)

"হযরত ওরওয়াহ (রাঃ) বলিতেছেন, একবার হযরত আবুবকর (রাঃ) খুতবা দিলেন, প্রথমে আল্লাহ তায়ালার হাম্‌দ ও ছানা বয়ান করিলেন, তাহার পর বলিলেন, আমাকে তোমাদের আমীর বানাইয়া দেওয়া হইয়াছে অথচ আমি তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি নহি। কিন্তু কুরআন নাযিল হইয়াছে এবং নবী করীম (সাঃ) তাঁহার সুন্নত বয়ান করিয়া দিয়াছেন। আমরা উহা শিখিয়াছি আর তাহার উপর আমল করিয়াছি। নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে যে বেশী ক্ষমতাশালী ও শক্তিশালী সে আমার নিকট দুর্বল যে পর্যন্ত আমি তাহার নিকট হইতে তাহার

www.amarboi.org

দেয় হক আদায় না করিব এবং তোমাদের মধ্যে যে বেশী দুর্বল সে আমার নিকট বেশী শক্তিশালী যে পর্যন্ত তাহার প্রাপ্য হক তাহাকে ফিরাইয়া না দিব।

হে জনমণ্ডলী! আমি (ইসলামের নির্দেশের) অনুসরণকারী, নূতন মত সৃষ্টিকারী নই। যদি আমি সৎভাবে কাজ করি তবে তোমরা আমার সাহায্য করিও আর যদি আমি অসরল হইয়া পড়ি অর্থাৎ কোন অন্যায় কাজ করি তবে তোমরা আমাকে সোজা করিয়া দিও (অর্থাৎ আমাকে সংশোধন করিয়া দিও)। এই কথা আমি বলিতেছি এবং আল্লাহর নিকটে আমার জন্য ও তোমাদের জন্য ক্ষমা চাহিতেছি।" (কিতাবুল আমওয়াল)

عن سلمان قال ان الخليفة هو الذى يقضى بكتاب الله ويشفق على الرعية شفقة الرجل على اهله فقال كعب الاحبار صدق . (كتاب الاموال)

"হযরত সালমান (রাঃ) বলেন যে, প্রকৃত অর্থে খলীফা তিনিই যিনি আল্লাহর কিতাব (কুরআন) অনুযায়ী মীমাংসা করেন আর নাগরিকদের প্রতি এরূপ স্নেহপরায়ন যেরূপ নিজের সন্তান ও পরিবারের প্রতি। কা'ব আহবার ইহা শুনিয়া বলিলেন, সালমান ঠিকই বলিয়াছেন।" (কিতাবুল আমওয়াল)

বিশ্ব-পালক রহীম রহমান আল্লাহ তায়ালার দেওয়া বিশ্ব-মানবের কল্যাণকর অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালু করিতে যেমন সেই আল্লাহরই দেওয়া রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রয়োজন ঠিক তেমনি উহা পরিচালনার জন্য আল্লাহ পরস্ত দীনদার ও দেয়ানতদার দরদী রাষ্ট্র পরিচালকেরও প্রয়োজন। খিলাফতের অর্থনৈতিক শাখার কয়েকটি ঘটনাও এখানে দেওয়া হইতেছে যাহাতে ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালাইবার জন্য রাষ্ট্রচালকের কিরূপ যোগ্যতার দরকার আর কিরূপ পারিপার্শ্বিকতা সৃষ্টির প্রয়োজন তাহার সহিত পরিচয় লাভ করা যাইতে পারে।

قال عمر انما انا ومالكم كولى اليتيم ان استغنيت استعففت وان افتقرت اكلت بالمعروف . (اقتصادى نظام)

www.amarboi.org

"হযরত উমর (রা:) বলেন, তোমাদের মালে (বায়তুল মালে) আমার ততটুকুই হক রহিয়াছে যতটুকু এতিমের ওলীর হক এতিমের মালে। আমি যদি স্বচ্ছল হই তবে কিছুই গ্রহণ করিব না আর যদি অভাবগ্রস্ত হই তবে নিয়মিত খাওয়া-পরার পরিমাণ গ্রহণ করিব মাত্র।"

হযরত উমর (রা:) জনসাধারণের স্বচ্ছলতার জন্য এতখানি দরদ অন্তরে রাখিতেন যাহা তাঁহার ভাষায় ও কর্মতৎপরতায় প্রকাশ পাইত :

اما والله لئن بقيت لارامل اهل العراق لادعتهم لا يفتقرون الى امير بعدى. (كتاب الخراج)

"আল্লাহর কসম, যদি আমি বাঁচিয়া থাকি তবে ইরাকের বিধবাদিগকে এমন করিয়া যাইব যে, আমার পরে উহাদের আর কোন আমীরের নিকট হাত পাতিতে না হয়।" (কিতাবুল খারাজ)

হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয (র:) খলীফা হওয়ার পূর্বে খুবই শাহানা চাল-চলনে থাকিতেন, কিন্তু যখন তাঁহাকে খলীফা বানানো হইল তখন তাহার অবস্থা:

بعد ان ولى الخلافة يمشى مشية الرهبان .

সংসারত্যাগীদের মত হইয়া গেল। একবার হযরত উমর ইবনে আবদুল আজিজ সারারাত জায়নামাযের উপর বসিয়া কাঁদিতে থাকেন। ভোরে তাহার স্ত্রী এই দুঃখ ও চিন্তার কারণ জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন, "আমার অবস্থা এই যে, কালো ও লাল সমস্ত উম্মতে মুসলিমার আমি ওয়ালী অভিভাবক, সুতরাং ভাবিতেছি যে দূর দূর অঞ্চলে এমন কত অক্ষম মুসাফির হয়ত আছে যাহারা অভাবে ও নিজ অবস্থায় তুষ্ট থাকিয়া হয়ত ধ্বংস হইয়া যাইতেছে। কত অভাবগ্রস্ত ফকীর, কত অক্ষম কয়েদী আর এইরূপ কত দুর্বল অক্ষম হয়ত আছে।"

فعلمت ان الله تعالى سائلنى عنهم وان محمدا حجيجى منهم فخفت ان لا يثبت لى عند الله عذر ولا يقوم لى مع محمد صلى الله عليه وسلم واله وسلم حجة فخفت على نفسى ... الخ . (كتاب الخراج)

"সুতরাং আমি জানি যে, আল্লাহ তায়ালা তাহাদের সম্বন্ধে অবশ্যই আমাকে জিজ্ঞাসা করিবেন আর মুহম্মদ (সা:) তাহাদের পক্ষ হইতে নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে ঝগড়া করিবেন, সেইজন্যই আমার ভয় হইতেছে। তখন আল্লাহ তায়ালার দরবারে আমি ত কোনই ওজর পেশ করিতে পারিব না আর মুহম্মদ (সা:)-এর

www.amarboi.org

সামনে কোন যুক্তিই দিতে পারিব না। কাজেই আমার ভয় হইতেছে।" (কিতাবুল খারাজ)

জনসাধারণের জীবনকে সুখী ও স্বচ্ছল করিয়া গড়িয়া তুলিবার এবং তাহাদের সব রকমের অধিকারের হেফাজত করিবার অদম্য আকাঙ্খা পোষণ করিয়া রাত্রিতে সকলের অবস্থা অনুসন্ধানের জন্য ঘুরিয়া বেড়ানো হযরত উমরের প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ঘটনা। কিন্তু ইহাও তিনি যথেষ্ট মনে করিতেন না। বলিতেন,

"যদি আমি বাঁচিয়া থাকি তাহা হইলে ইনশাআল্লাহ রাত্রির ঘুরাফেরা সমস্ত অঞ্চলে সারা বৎসর ধরিয়া চালাইব। কারণ আমি জানি যে, সব রকম চেষ্টা সত্ত্বেও লোকদের অনেক অভাবই হয়ত নিশ্চয়ই পূরণ করা হইয়া উঠে না। কারণ তাহারা আমার নিকট আসিয়া পৌঁছাতে পারে না আর শাসনকর্তারা হয়ত তাহাদিগকে আমার নিকটে পৌঁছায় না। এইজন্য দুই মাস মিসরে ভ্রমণ করিব, দুই মাস বাহরায়েনে এবং এইরূপ কুফা ও বসরা ইত্যাদি জায়গায় এমনিভাবে ঘুরিয়া বেড়াইব।" (তাবারী হাসান হইতে: একতেসাদী নেজাম)

সিদ্দীকে আকবরকে যখন খলীফা বানানো হইল তখন একদিন তিনি নিজের হাতে কয়েকখানা চাদর লইয়া বাজারে যাইতেছিলেন। রাস্তায় হযরত উমরের সহিত দেখা। তিনি বলিলেন, রাষ্ট্রের দায়িত্ব বহনের পরে এই তেজারতি কারবার কি করিয়া চলিতে পারে? সিদ্দীকে আকবর বলিলেন, তবে স্ত্রীপুত্র-পরিবারের জীবিকার কি ব্যবস্থা করিব? হযরত উমর বলিলেন যে, আপনি চলুন, আবু ওবায়দা আপনার প্রয়োজন দেখিয়া বায়তুলমাল হইতে ভাতার পরিমাণ নির্দিষ্ট করিয়া দিবেন। উভয়েই হযরত আবু ওবায়দার নিকট পৌঁছিলেন। তিনি বলিলেন, আমি এই সিদ্ধান্ত করিতেছি যে, আপনাকে একজন সাধারণ মোহাজিরের সমান ওজিফা (ভাতা) দেওয়া হউক- ইহার বেশীও নয়, কমও নয়। আর শীত ও গ্রীষ্মের কাপড়।

ففرضا له كل يوم نصف شاة وما كساه فى الرأس والبطن. (اشهر مشاهر الاسلام اقتصادى نظام)

"তখন তাঁহারা দুইজনে (উমর ও আবু ওবায়দা) তাহার জন্য দৈনিক খোরাক অর্ধেক বকরি আর এতটা লেবাস যাহাতে মাথা ও পেট ঢাকিয়া যায় ঠিক করিয়া দিলেন।"

www.amarboi.org

ইবনে সাঈদ (রা:) বলেন, আমি এই অবস্থায় হযরত উসমান (রা:)-কে দেখিয়াছি যে, দুপুরের সময় মসজিদে নববীর প্রাঙ্গণে কাঁচা ইটের বালিশ মাথার নীচে রাখিয়া আরাম করিতেছেন। আমি বাড়ী গিয়া আমার পিতার নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম যে, এইরূপ সুন্দর সুরূপ লোকটি এই অবস্থায়, ইনি কে যিনি মসজিদে শুইয়া ছিলেন? আমার পিতা বলিলেন- ইনি আমীরুল মুমিনীন উসমান (রা:)। (ইবনে কাছির, ইকতিসাদী নেজাম)

একবার প্রাদেশিক শাসনকর্তাদিগকে লিখিলেন :

اما بعد فان الله امر الائمة ان يكونوا رعاة و لم يتقدم اليهم ان يكونوا جباة ... الخ . (اشهر ، اقتصادى نظام)

"হামদ ও সালাতের পরে- নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা ইমাম বা আমীরদিগকে এই আদেশ দিয়াছেন যে, তাহারা জাতির নেগাহবান বা রক্ষক হইবেন। আর তিনি তাহাদিগকে এই জন্য আমীর বানান নাই যে, তাহারা জাতিকে ট্যাক্সের বোঝায় দাবাইয়া দিবেন।"

খিলাফতের এই ধারণা আর ইহার বাস্তব দায়িত্বের এই ছবি, যাহার জন্য নবীয়ে আকরাম (সা:) স্পষ্টভাবে বলিয়া দিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি এই দায়িত্ব বহনের উপযুক্ত নয় আর নিজের জিন্দেগীকে কুরবানী করিয়া জনসেবার জন্য ওয়াক্ফ হইতে পারিবে না, সে যেন শুধু ক্ষমতা লাভের খাতিরে উহা কবুল না করে। নতুবা আল্লাহর সামনে অপদস্ত ও অপমানিত হইতে হইবে।

عن عبد الرحمن بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسئل الامارة فانك ان اعطيتها عن غير مسئلة اعنت عليها وان اعطتها عن مسئلة وكلت اليها . (متفق عليه)

"হযরত আবদুর রহমান ইবনে সোমরা (রা:) বলেন, নবীয়ে আকরাম (সা:) আমাকে বলিলেন, হে আবদুর রহমান ইবনে সোমরা, তুমি কখনও 'ইমারত'- রাষ্ট্রীয় কাজের ভার চাহিয়া লইও না, কারণ যদি বিনা চাওয়ায় তোমাকে উহা দেওয়া হয় তবে আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে তোমাকে এই দায়িত্ব পালনে সাহায্য করা হইবে। আর যদি তোমার চাওয়ার জন্য উহা তোমাকে দেওয়া হয় তবে উহার সমস্ত বোঝা তোমার উপরই ফেলিয়া দেওয়া হইবে। (অর্থাৎ আল্লাহর সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইবে)।"

www.amarboi.org

عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انكم ستحرصون على الامارة وستكون ندامة يوم القيامة . (بخارى ومسلم وابو داؤد وترمذى وابن ماجة)

"হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) ফরমাইয়াছেন, অদূর ভবিষ্যতে তোমরা ইমারত বা রাষ্ট্রীয় পদের জন্য লোভ ও লালসা করিবে আর উহা কিয়ামতের দিন তোমাদের জন্য লজ্জা ও অনুতাপের কারণ হইবে।" (বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজা)

এই সব শিক্ষা ও উপদেশের ফলেই খোলাফায়ে রাশেদীন খিলাফতের অধিকার ও দায়িত্বকে পরিপূর্ণরূপে আঞ্জাম দেওয়া সত্ত্বেও এই উপলব্ধি করিতেন যে, এই অতি গুরুত্বপূর্ণ খেদমতের দায়িত্ব পুরোপুরিভাবে সমাধা করিতে পারেন নাই। আর এইজন্য তাঁহাদিগকে আল্লাহ তায়ালার কাছে জওয়াব দিবার ভয়ে কম্পমান দেখা যাইত।

"সুয়ুতি (রঃ) বর্ণনা করিতেছেন যে, আবদুর রহমান বিন আমের বলেন যে, হযরত উমর খিলাফতের কর্তব্যের প্রয়োজনীয়তা ও দায়িত্ব যখন বেশি অনুভব করিতেন তখন ভূমি হইতে মাটি উঠাইয়া লইতেন ও বলিতেন, কি ভাল হইত যদি আমি মাটি হইতাম! বরং কিছুই না হইতাম! আর আমার মা আমাকে প্রসব না করিতেন!" (আশহুর- ইকতিসাদী নেজাম)

এই চরিত্র ও পরিবেশের মধ্যে ইসলামের সেই জনকল্যাণকর বলিষ্ঠ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কার্যকর হইত। ইহারই দৌলতে সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির স্বচ্ছল নিশ্চিন্ত ও পরিতৃপ্ত জীবন যাপন করায় কোনরূপ আশংকা বা চিন্তার অবকাশ থাকিত না।

যে শাসন ব্যবস্থা দ্বারা কোন ব্যক্তি বা কোন দলের স্বার্থ রক্ষা করা হয়, আর যাহার কারণে মানুষের মধ্যে ও আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে পরস্পর ভ্রাতৃত্ব ও সহানুভূতি না জন্মিয়া যালিম ও মযলুমের সম্পর্ক কায়েম হয় এবং যাহা পরস্পরের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক শোষণ বা দলীয় প্রতিহিংসা ও শ্রেণীসংগ্রাম সৃষ্টি করিতে সহায়তা করে ইসলামের নিকট তাহা অভিশাপ। এইরূপ শাসন ব্যবস্থা সম্বন্ধে কুরআনে উল্লেখ করা হইয়াছে :

www.amarboi.org

إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلاَ فِى الأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَّسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ
يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِى نِسَاءَهُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ • وَنُرِيْدُ أَنْ
نَّمُنَّ عَلَى الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا فِى الأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ
الْوَارِثِيْنَ . (القصص : ٤-٥)

"নিঃসন্দেহে ফেরআউন নিজ দেশে পরাক্রমশালী হইয়াছিল এবং (স্বেচ্ছাচারিতার চরমে পৌঁছিয়াছিল) আর মিশরের অধিবাসীদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিয়া বিভিন্ন দলে বিভক্ত করিয়া দিয়াছিল। উহাদের মধ্য হইতে সে একদলকে (বনি ইসরাঈলকে) দুর্বল করিয়া রাখিয়াছিল। উহাদের ছেলেদিগকে সে মারিয়া ফেলিত আর উহাদের মেয়েদিগকে জীবিত রাখিত। নিশ্চয় সে (ফেরআউন) ছিল বিপর্যয় সৃষ্টিকারী। আর আমি ইচ্ছা করিয়াছি যে, যাহারা যমিনে (মিশরভূমিতে) দুর্বল তাহাদের উপর ইহসান করিব ও উহাদিগকে ইমাম বানাইব এবং তাহাদিগকে (আমার যমিনের) ওয়ারিশ বানাইব।" (সূরা কাসাস : ৪-৫)

ফেরআউনী ও শয়তানী শাসন পদ্ধতি, বাদশাহ ডিক্টেটর বা গণতন্ত্রের সভাপতি অথবা কোন পার্টি বা দলের ক্ষমতার ক্রমোন্নতির জন্য এমন আইন-কানুন তৈরি করে যাহাতে রাষ্ট্রের বিভিন্ন লোক বা শ্রেণীর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিয়া কখনও একদলকে দুর্বল ও একদলকে শক্তিশালী করিয়া দলীয় হিংসাপূর্ণ প্রতিযোগিতার সৃষ্টি করিতে পারে। তাহা হইলে সাধারণ ভ্রাতৃত্ববোধ ও ব্যাপক সহানুভূতি কার্যক্ষেত্রে দেখা যাইবে না আর মানুষের মধ্যে এক বিশ্বভ্রাতৃত্ব তৈরি হইতেও পারিবে না, ইহাই ফেরাউনী ও শয়তানী শাসন পদ্ধতির স্পষ্ট বৈশিষ্ট্য। এইজন্য খিলাফতের প্রতিনিধিগণ হামেশাই খিলাফতের কর্মকর্তাদিগকে সতর্ক করিতে থাকিতেন যাহাতে এমন না হয় যে সত্য ও ন্যায়নিষ্ঠ শাসন (খিলাফত) শয়তানী শাসনের রূপ ধারণ করে।

وكتب عمر بن الخطاب رضى الله عنه الى ابى موسى اما بعد فان اسعد
الرعاة عند الله من سعدت به رعيته وان اشقى الرعاة شقيت به رعيته
واياك ان تزيغ فتزيغ عمالك .

www.amarboi.org

"হযরত উমর (রাঃ) হযরত আবু মূসা (রাঃ)-কে লিখেন, হাম্‌দ ও সালাতের পরে : আল্লাহ্ তায়ালার নিকট সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ শাসনকর্তা তিনিই যাঁহার প্রজাগণ সুখী, স্বচ্ছল ও শান্তিপূর্ণ এবং ভাগ্যবান আর সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট শাসনর্তা সেই যাহার প্রজাগণ বদ্‌হাল, পেরেশান ও হতভাগা। অন্যায় অসরল কাজ হইতে দূরে থাকিও; তাহা হইলে তোমার অধীনস্থ কর্মচারিগণও অন্যায় অনাচার করিতে পারিবে না।"

নবীয়ে করীম (সাঃ) এই প্রকারের নির্দেশ দিয়া উল্লিখিত বিষয়কে পরিষ্কার করিয়া বুঝাইতেন :

الا كلكم بنى ادم وادم من تراب .

"সাবধান, তোমরা সকলেই আদমের সন্তান আর আদমের সৃষ্টি মাটি হইতে।"

الخلق كلهم عيال الله فاحبهم الى الله انفعهم لعياله .

"সমস্ত সৃষ্টি আল্লাহর পরিজন- কাজেই আল্লাহর সর্বাপেক্ষা প্রিয় তাহারাই যাহারা তাঁহার পরিজনের বেশী উপকার করে।"

মোট কথা, ইসলাম শাসন ব্যবস্থার নকশা তৈরি করিয়া দিয়াছে, তাহাতে অকল্যাণকর পুঁজিপতিত্বেরও স্থান হইতে পারে না আর শ্রেণীসংগ্রামও সম্ভবপর থাকে না। ইহার অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ব্যক্তিদের ব্যক্তিগত অধিকারকে কাড়িয়া লইয়া নিষ্ক্রিয়তা ও জড়তাও সৃষ্টি করে না এবং ব্যক্তিদিগকে সামাজিক জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া একেবারে স্বাধীনও ছাড়িয়া দেয় না। নিঃসন্দেহে ইহার অর্থনৈতিক ব্যবস্থা মুনাফাবাজির ভিত্তির উপরে নয় বরং মানুষের অভাব মোচনের ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত। ইহার অর্থনীতির দস্তরখানে বিজয়ী ও বিজেতা, স্বাধীন ও অধীন, কালো ও লাল, মুসলিম ও গায়র মুসলিম- সকলের জন্যই সমান অধিকার। দুর্বলের উপর সবলকে চাপিয়া বসিতে দেয় না। ধনীদিগকে অর্থোপার্জনে এতখানি স্বাধীন ছাড়িয়া দেয় না যাহাতে দরিদ্রদিগকে যন্ত্ররূপে ব্যবহার করার সুযোগ পাইতে পারে। ইসলামী ব্যবস্থা সকলকে দান করে- কাহাকেও বঞ্চিত করে না। শুধু মজুর ও কৃষকই নহে প্রত্যেক অক্ষম ও দুর্বলকেই উচ্চ করিয়া তোলে। জামাতের প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে ব্যাপক ভ্রাতৃত্ব ও বিশ্বজনীন প্রীতির সম্বন্ধ পাতাইয়া দেয়।

ইসলামী পরিবেশের মধ্যে থাকিয়া ইসলামী নৈতিকতায় জীবনকে গড়িয়া তুলিতে হইলে এবং পূর্ণ সততার সহিত ইসলামী নীতিতে জীবিকা অর্জন করিয়া

www.amarboi.org

অর্থনৈতিক জীবনকে সুন্দর ও উদার করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইলে একদিকে যেমন নিজেকে ও সমাজের জনসাধারণকে সৎ ও দ্বীনদার করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতে হইবে অপর দিকে তেমনি দেশে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থা জারি করারও চেষ্টা করিতে হইবে।

আল্লাহ তায়ালার আনুগত্যের মধ্যে থাকিয়া আল্লাহর দেওয়া ব্যবস্থা চালু করিতে যে যোগ্যতার প্রয়োজন সেই যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের হাতে রাষ্ট্র ব্যবস্থা চালাইবার ভার দেওয়ার জন্য চেষ্টা করার আবশ্যকতা যে কত তাহা প্রত্যেক ইসলামে বিশ্বাসী চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই অতি সহজে বুঝিতে পারেন।

–ঃ সমাপ্ত ঃ–

www.amarboi.org

লেখক পরিচিতি

মরহুম মওলানা আবদুল আলী ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে মানিকগঞ্জ মহকুমার বহলাতলী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মরহুম হাফেজ মোহাম্মদ আবদুল হাকিম। জনাব আবদুল আলী কোলকাতা আলীয়া মাদ্রাসায় লেখাপড়া করেন। খেলাফত আন্দোলনের সময় মওলানা হুসাইন আহমদ মদনী (র:) নাখোদা মসজিদে একটি জাতীয় মাদ্রাসা স্থাপন করলে তিনি সেখানেও কিছুদিন পড়াশুনা করেছিলেন।

মাদ্রাসা শিক্ষা শেষ করে মওলানা সাহেব ফরিদপুর এসে ময়েজ উদ্দীন হাই মাদ্রাসায় প্রধান মওলানা হিসেবে শিক্ষকতা শুরু করেন। এ সময় থেকেই তিনি স্থায়ীভাবে ফরিদপুরে বসবাস করতে থাকেন।

ফরিদপুরে এসে মরহুম মওলানা আবদুল আলী মুসলিম সমাজের পুনর্জাগরণের জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করতে থাকেন এবং নানাবিধ জনহিতকর কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। তৎকালীন মুসলিম জাগরণের প্রতীক কমলাপুর ব্যায়াম সমিতি এবং কোহিনূর পাবলিক লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠায় তিনি অন্যতম অগ্রণীর ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।

অতঃপর ফরিদপুর জেলাবোর্ড একটি বৃত্তি দিয়ে তাকে তিব্বীয়া কলেজে হেকিমী পড়ার জন্য দিল্লী প্রেরণ করে। সেখানে তিনটি বিষয়ে স্টারমার্কসহ তিনি প্রথম বিভাগে দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন। বাঙ্গালী ছাত্রদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম এই গৌরবের অধিকারী হন।

মরহুম একজন খ্যাতনামা মুফাস্‌সির ছিলেন। আজীবন সমাজ সেবার পাশাপাশি তিনি কুরআন শরীফের চর্চা করেছেন। মাওলানা সাহেব অনেকগুলো গবেষণামূলক পুস্তক প্রণয়ন করেছেন। তাঁর রচনা সুধী মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

মরহুম মওলানা আবদুল আলী ১৯৭৪ সালের ডিসেম্বর মাসে হজ্জ করার জন্য মক্কা শরীফে যান এবং ২৯ ডিসেম্বর সৌদী হাসপাতালে ইনতেকাল করেন। মহান চরিত্র এবং বিরল ব্যক্তিত্বের জন্য মরহুম এতদঞ্চলের সর্বজনের শ্রদ্ধা অর্জনে সক্ষম হয়েছিলেন।

www.amarboi.org

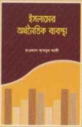
ইসলামের
অর্থনৈতিক ব্যবস্থা